চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 120 Saturday, April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১২০ সংখ্যা ❋ ১৭ চৈত্র, ১৪২৯, শনিবার, ১ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে শুভেন্দুর আর্জি ফেরাল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ বৃহস্পতিবারই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ইস্যুতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আবেদন ছিল, যাতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ভোট ঘোষণা করা না হয়। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী। তবে শুক্রবার হাইকোর্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে শুভেন্দুর আর্জিতে কোনও সাড়া নয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের মত, আপাতত পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত একটি মামলা সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে দ্রুত শুনানির প্রয়োজন কোথায়? প্রশ্ন হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির। প্রয়োজনে সোমবার বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী হাইকোর্টে যে জনস্বার্থ মামলাটি করেছিলেন, সেটির রায় আগেই দিয়ে দিয়েছে আদালত। হাইকোর্ট জানিয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপাতত কোনও বাধা নয়। তবে মামলকারী নতুন করে আবেদন করতে পারেন বলেও জানিয়ে দিয়েছিল তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের সেই নির্দেশের পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে গতকালই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিয়েছেন প্রকাশ শ্রীবাস্তব। তাঁর অবসরের দিনই শুভেন্দু অধিকারী নতুন করে একটি আর্জি করেন হাইকোর্টে। শুভেন্দুর আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত শীর্ষ আদালত বন্ধ থাকবে। তাই এর মধ্যে যাতে পঞ্চায়েতের ভোট ঘোষণা করা না হয়, সেই আর্জি নিয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এই নিয়ে গতকালই প্রকাশ শ্রীবাস্তব প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেওয়ার আগে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এমন অবস্থায় কলকাতা হাইকোর্টের নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী আবার আর্জি জানান ওই বিষয়টি নিয়ে। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সেই আবেদনে সাড়া দেননি।

হাওড়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, নামল র‍্যাফ, জারি ১৪৪ ধারা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মার্চঃ বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারেও নতুন করে অশান্তি হয় শিবপুরে। নামে র‍্যাফ। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে। ১৪৪ ধারা জারি এলাকায়। এই ঘটনায় সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। রামনবমীর মিছিল ঘিরে বৃহস্পতিবার অশান্তির ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। বৃহস্পতিবার রামনবমীর মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শিবপুরে। পরে রাতের দিক থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি ফের অশান্ত হয়ে ওঠে বেলার পর থেকে। ফের প্রচুর মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে বৃহস্পতিবারের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এরপর পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শিবপুরের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়। বিভিন্ন বহুতল লক্ষ্য করে ইট, পাথর, কাচের বোতল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। রাস্তার কিয়স্ক উল্টে ফেলা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, নিশাত পারভেজ থেকে শুরু করে পুলিশের অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিকরা সেখানে ছুটে যান এবং তারা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যেভাবে নতুন করে আর কোথাও অবরোধ বা কোথাও স্লোগান দেবেন না। তারপরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে উত্তেজিত জনতাকে সেই এলাকা থেকে সরিয়ে দেয় এবং এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা রয়েছে গোটা শিবপুর এলাকা জুড়ে। পুলিশ এদিন মাইকিং করে শিবপুর কাজিপাড়ায়। পুলিশ মাইকে জানায় আপনারা নিজের বাড়িতে যান। কোনও অশান্তি হলে তার দায়ভার প্রশাসন নেবেনা। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, সরকারি কাজে বাধা সহ অশান্তির ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৩৬ জনকে পুলিশ

গ্রেফতার করেছে। রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা সিদ্ধিনাথ গুপ্তা বলেন, ''বর্তমানে ট্রাফিক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার শিবপুরে রামনবমীর মিছিল ঘিরে বড়সড় গন্ডগোল হয়। দোকান এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি সহ বেশ কিছু গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার সকালের দিকে জি টি রোড সংলগ্ন এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিল। পুলিশের পদস্থ কর্তারা মেন রোডের পাশাপাশি আশপাশের গলিগুলি সব ঘুরে দেখেন। পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে মোতায়ন করা হয় র‍্যাফ। গোটা এলাকা ছিল থমথমে। বিভিন্ন মোড়ে পুলিশ পিকেটিং করা হয় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। সকালের দিকে জি টি রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। দোকানপাট খুলে যায়। পরে বেলার দিক থেকে ফের নতুন করে অশান্তি শুরু হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, এদিন বিকেলে হাওড়ার পুলিশ কমিশনারের অফিসে শিবপুরের অশান্তির ঘটনার সিডি জমা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশ কমিশনার না থাকাতে তাঁর অফিসেই সিডি জমা করেছেন বলে দাবি করেন তিনি। যদিও প্রথমে এদিন তাঁকে সিপি অফিসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুভন্দু আগেই জানিয়েছিলেন যে শিবপুরের ঘটনার একটি সিডি সিপি-র হাতে তুলে দেবেন। প্রসঙ্গত, হাওড়ার কাজিপাড়ায় অশান্তির ঘটনায় এদিন প্রথমে হাওড়ায় দলের সদর কার্যালয়ে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এখান থেকে তিনি বৃহস্পতিবারের ঘটনায় আহতদের দেখতে যান জেলা হাসপাতালে। এবং সেখান থেকে সিপি অফিসে যান তিনি। সেখানে তাঁকে প্রথমে বাধা দেওয়া হলেও পরে সিপি অফিসে ঢোকার অনুমতি পান তিনি। সেখানে বৃহস্পতিবারের ঘটনার একটি সিডি জমা দেন তিনি কমিশনারেট অফিসে। এদিন হাওড়ায় এসে সিবিআই তদন্তের দাবি তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, কাজিপাড়া পিএম বস্তি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে সেনা নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হোক। এমনও দাবি তুলেছেন তিনি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকেও মেল করে ঘটনার কথা জানিয়েছেন তিনি। হাওড়ার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি আজ নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে, বাস চলছে, জনজীবন স্বাভাবিক। এইদিকে গোটা পরিস্থিতির উপরে রাজ্য সরকারের নজরদারি রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাম নবমীর মিছিলে বন্দুক কেন মুখ্যমন্ত্রী

শুভেন্দু আদালতে গেলেন সিবিআই চেয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ রাম নবমীর মিছিলে অস্ত্রের আস্ফালন নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে বাংলায় বিতর্ক চলছে। কিন্তু তা বলে বন্দুক? বৃহস্পতিবার মিছিলের একটি ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এক যুবক রিভলভার হাতে নিয়ে রামনবমীর মিছিলে সামিল হয়েছে। বড় কথা হল, সেই আগ্নেয়াস্ত্র যে লুকিয়ে রাখা রয়েছে, তা নয়। তা একেবারেই খোলামেলা ভাবে হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই যুবক। শুক্রবার এ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, ''কখনও দেখেছেন বন্দুক নিয়ে ধর্মীয় মিছিল হয়? ধর্ম শান্তির কথা বলে, মানবিকতার কথা বলে। আর কালকে বন্দুক, ছোরা, তরোয়াল, বুলডোজার-সব নিয়ে মিছিল করেছে।'' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও টুইট করে লিখেছেন, 'এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। হিংসার জন্য জোগান দেওয়া হচ্ছে অস্ত্রেরও। ইচ্ছাকৃত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে বিজেপি এই নীল নকশা এঁকেছে।' রাম নবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ভাবে উত্তেজনা যে ছড়াতে পারে সেই আশঙ্কা প্রশাসনের আগাম ছিলই। মুখ্যমন্ত্রীও এ ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ধর্মাচরণের অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মিছিলের নামে অন্যের উপর হামলা করা হবে। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, হাওড়ার পরিস্থিতি নিয়ে বাংলায় দু'টি পৃথক ধারার রাজনীতি দেখা যাচ্ছে। এটা পরিষ্কার যে, হাওড়ার ঘটনা নিয়ে কট্টর হিন্দুত্বের পালে আরও হাওয়া দিতে চাইছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। হাওড়ার ঘটনা নিয়ে

কিন্তু দেখা গেল, তার পরও হাওড়ায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তার পর শুক্রবার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, ''হাওড়ায় হিন্দুরা হামলা করেনি, করেছে বিজেপির বজরঙ্গীরা।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন যে আম বাঙালি হিন্দুরা শান্তিপ্রিয়। তাঁরা ধর্মাচরণের নামে অশান্তি পছন্দ করেন না। বন্দুকের প্রশ্নটি তুলে মমতা বাংলার বৃহত্তর উদার হিন্দুদের বার্তা দিতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁদের মতে, যে ঘটনা হাওড়া বা উত্তরবঙ্গের এক আধটা জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘটেছে তা নিতান্তই আইনশৃঙ্খলের সমস্যা। তা দেখভালের দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশের। এবং বিষয়টা স্পর্শকাতরতার সঙ্গে পুলিশের দেখা উচিত। কিন্তু এ ঘটনাতেও সিবিআই তদন্ত চেয়ে শুভেন্দুরা হয়তো বোঝাতে চাইছেন, হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন, অথচ পুলিশ নিস্ক্রিয়। অর্থাৎ পুলিশের উপর অনাস্থার মনোভাব তৈরি করতে চাইছেন তাঁরা।

'মানিকের জুতোয় পা গলাবেন না'

প্রাথমিকের পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালকে বললেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ মানিকের জায়গায় গৌতম। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নতুন সভাপতি হয়েছেন তিনি। দায়িত্ব অধিগ্রহণের পর তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেই রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছিলেন, আর নিয়োগে কোনওরকমের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে। সেই গৌতম পালকেই বিচারপতির অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শ, ''মানিক ভট্টাচার্যের ফেলে দেওয়া জুতোয় পা গলাবেন না''। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বর্তমান সভাপতি গৌতম পালকে পরামর্শ দিলেন বিচারপতি। ২০১৪-র প্রাথমিক টেটের শংসাপত্র সংক্রান্ত একটি মামলায় আজ আদালতে হাজির ছিলেন গৌতম পাল। সেই মামলাতেই এই মন্তব্য। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আমার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাতারাতি সুপ্রিম কোর্ট যাওয়ার সময় টাকা থাকে, আইনজীবীদের পিছনে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করার সময় অসুবিধা হয় না, অথচ টেটের শংসাপত্র দেওয়ার সময় অর্থনৈতিক রীতিনীতির দোহাই!'' এই পরই পর্ষদ সভাপতির উদ্দেশে এই মন্তব্য করে বিচারপতি। যদিও গৌতম পাল আশ্বাস

দিয়েছেন, ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ২০১৪-র পরীক্ষার্থীরা টেট শংসাপত্র পেয়ে যাবেন। প্রসঙ্গত ২০১৯ সালে '১৪ সালের প্রাথমিকের টেট পরীক্ষার উত্তীর্ণ সব চাকরিপ্রার্থীকে শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় রায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আগামী ২ বছর শংসাপত্রের মেয়াদ থাকবে। সেসময় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন মানিক ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১১ সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী, টেট উত্তীর্ণদের সর্বাধিক সাত বছর পর্যন্ত বৈধতা সম্পন্ন শংসাপত্র দেওয়ার কথা বলেছিল নিয়ামক সংস্থা। ২০১৪ সালে প্রথমে লোকসভা ভোটের জন্য পরীক্ষা এক দফা পিছিয়ে যায়। তারপর আরও একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে হুগলির পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথে টেটের প্রশ্নপত্র বোঝাই বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফলে সেই দফাতেও পরীক্ষা পিছোয়। ২০১৫ সালে হয় সেই পরীক্ষা। ২০১৬ সালে সেপ্টেম্বরে সেই পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হয়। এক লক্ষ ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী পাশ করেন।২০১৭ সালে টেট উত্তীর্ণ বাকি চাকরিপ্রার্থীরা টেটে পাশের শংসাপত্র না পেয়ে আদালতে মামলা করেন।

এখনই ১০০ কোটির 'সোনার খনি', ইডি-র অনুমান, এ তো কলির সন্ধে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ গরু পাচার মামলায় ধৃত অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সাইগল হোসেনের একশো কোটির সম্পত্তির হদিশ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার ফের একশো কোটির সম্পত্তির সন্ধান পেল ইডি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার অয়ন শীলের প্রায় একশো কোটির সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর। জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত অয়ন শীলের নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সম্পত্তি সংক্রান্ত নথিও হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০০ কোটি ছুঁই ছুঁই বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। এছাড়া অয়ন শীল, তাঁর স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠদের মিলিয়ে প্রায় ৫০টির বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেরও সন্ধান পাওয়া গেছে বলেও ইডি সূত্রে খবর। ওই সব অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা অয়ন শীলের সল্টলেকের ভাড়াবাড়িতে হানা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর গ্রেফতার করেছিল তাঁকে। অয়নের বাড়ি থেকে বেশ কিছু ওএমআর শিটও পাওয়া গিয়েছিল। আদালতে ইডির তরফে দাবি করা হয়েছিল, অয়ন শীল নাকি সোনার খনি। অয়নের গ্রেফতারিতে তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা সোনার খনি হাতে পেয়েছেন বলেই দাবি করা হচ্ছিল। এবার অয়নের সেই 'সোনার খনি'তে ১০০ কোটির

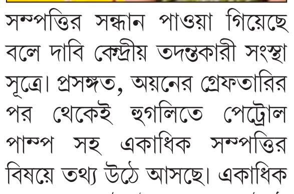

সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে। প্রসঙ্গত, অয়নের গ্রেফতারির পর থেকেই হুগলিতে পেট্রোল পাম্প সহ একাধিক সম্পত্তির বিষয়ে তথ্য উঠে আসছে। একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রসঙ্গও উঠে আসছে। যদিও অয়নের স্ত্রী কাকলি শীলের দাবি, তিনি পেট্রোল পাম্পের বিষয়টি জানলেও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যে তথ্য উঠে আসছে, সেই বিষয়ে কিছুই জানতেন না তিনি।

শুধু স্ত্রী নন, পরিবারের ১৩ জনের সরকারি চাকরি কি 'স্বাভাবিক'? প্রশ্ন কুণালের, জবাব সুজনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করা হয়েছে কি হয়নি, সেই সদুত্তর নেই রাজ্য সরকার তথা শাসক দলের কাছে। তবে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক চাপান-উতোরে নতুন রসদ জোগাচ্ছে বাম আমলের দুর্নীতির অভিযোগ। বেআইনিভাবে নেতার আত্মীয়দের চাকরি দেওয়া হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, তেমনটাই অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্বের। প্রায় দু'বেলা নেতা-নেত্রীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে এই ইস্যুতেই সুর চড়াচ্ছেন। প্রাক্তন সাংসদ তথা বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রীর চাকরি নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। আর এবার সুজনের পরিবারের একাধিক সদস্যের চাকরি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ছিলেন জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। বড় ভায়রাভাই অমিতাভ সেন সোনারপুর কলেজে অবসরপ্রাপ্ত হেড ক্লার্ক, বড় শালি ছবি ভট্টাচার্য সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা, বড় শালির ছেলে পুরসভায় কর্মরত, মেজ শালি নন্দিনী ভট্টাচার্য মহেশতলা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, সেজ শালি মৌমিতা ভট্টাচার্য সরকারি প্রাথমিক স্কুলের কর্মরত, ছোট শালি সম্পূর্ণা ভট্টাচার্য সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, সুজনের বোন উমা চক্রবর্তী, আর এক বোন সঞ্চিতা চক্রবর্তী সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ও আরও এক বোন সুপর্ণা চক্রবর্তী সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। এছাড়া মিলি চক্রবর্তীর কলেজের চাকরি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আগেই।

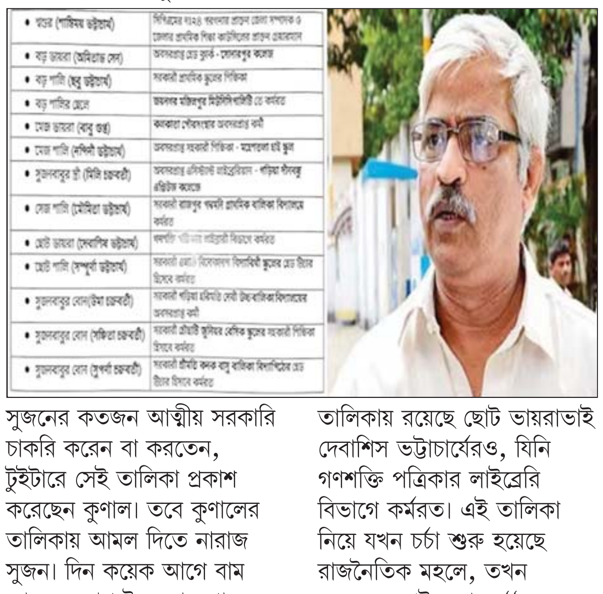

সুজনের কতজন আত্মীয় সরকারি চাকরি করেন বা করতেন, টুইটারে সেই তালিকা প্রকাশ করেছেন কুণাল। তবে কুণালের তালিকায় আমল দিতে নারাজ সুজন। দিন কয়েক আগে বাম আমলের দাপুটে নেতা সুশান্ত ঘোষের পরিবারের সদস্যের চাকরি সম্পর্কিত তালিকা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেছিলেন মন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি। আর এবার কুণালের নিশানায় সুজন। টুইটে কুণাল দাবি করেছেন, সিপিএমের সূত্রেই নাকি তালিকা মিলেছে। বাম নেতাকে 'দাদা' সম্বোধন করে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, ''সুজনদা, তালিকা কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, এত জনের চাকরি দৃশ্যত কি স্বাভাবিক? যদি তালিকা ভুল হয়, রটনা হয়, তাহলে নিন্দা করা হবে। যদি ঠিক হয়, তদন্ত হোক।'' সুজনের স্ত্রী মিলি চক্রবর্তী ছাড়াও একাধিক আত্মীয়ের নাম রয়েছে সেখানে। কুণালের তালিকা অনুযায়ী- সুজনের শ্বশুর শান্তিময় ভট্টাচার্য তালিকায় রয়েছে ছোট ভায়রাভাই দেবাশিস ভট্টাচার্যেরও, যিনি গণশক্তি পত্রিকার লাইব্রেরি বিভাগে কর্মরত। এই তালিকা নিয়ে যখন চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে, তখন সুজনের স্পষ্ট জবাব, ''মনে করলে কোর্টে যান, দেখা হবে।'' তিনি বলেন, ''যে যার মতো লিস্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই আবোল-তাবোল কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। দেবও না। মুখ্যমন্ত্রী তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রীকে। সেই তালিকা প্রকাশ করুন, আপত্তি নেই। জ্ঞানত আমার পরিচিত লোকেরা কেউ বেআইনি চাকরি করে না। টাকা দিয়েও চাকরি করে না। মনে করলে কোর্টে যান। উত্তর দেব।'' তাঁর দাবি, যে তৃণমূলের উচিত ছিল সরকারে থেকে বর্তমানকে সুরক্ষিত করা, তারা চাকরি বিক্রির বন্দোবস্ত করেছেন। ইস্যু ঘোরানোর জন্য এই ধরনের তালিকা প্রকাশ করছেন বলেও মন্তব্য করেছেন সুজন।

তিলজলায় তদন্তে গিয়ে মুখোমুখি দ্বন্দ্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ তিলজলার শিশু মৃত্যুর ঘটনায় সংঘাত চরমে পৌঁছল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন এবং রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের মধ্যে। মৃত শিশুর বাড়ির ভিতরেই তরজায় জড়ালেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়ঙ্ক কানুনগো এবং রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়। তিলজলাকাণ্ডে রাজ্যের কমিশনের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগের পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার তিলজলায় মৃত শিশুর বাড়িতে একটি দল নিয়ে উপস্থিত হন প্রিয়ঙ্ক। কেন্দ্রীয় দল পৌঁছনোর কিছু ক্ষণের মধ্যে আধিকারিকদের নিয়ে সেখানে পৌঁছন সুদেষ্ণাও। সেখানেই বাগ্বিতণ্ডায় জড়ায় কেন্দ্র এবং রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। সুদেষ্ণার অভিযোগ, তিনি ওই শিশুটির বাড়িতে প্রবেশ করার পর তাঁকে 'গেট আউট' বলে বেরিয়ে যেতে বলেন প্রিয়ঙ্ক। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ ভাবে কাজ করার কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান কোনও সহযোগিতা করছেন না। উল্টে তিনি অভব্য আচরণ করছেন। সুদেষ্ণার কথায়, ''উনি (প্রিয়ঙ্ক) জোর করে আমাদের বার করে দিয়েছেন। আমাদেরও অধিকার রয়েছে কাজ করার। নিয়ম অনুযায়ী, দুই পক্ষের ভাই-বোনের মতো একসঙ্গে কাজ করার কথা। কিন্তু কেন্দ্র ভাবে আমরা কিছু কাজ করছি না। উনি যখন আমাকে বার করে দেওয়ার কথা বলছেন, তখন শিশুটির বাবা নিজে জানিয়েছেন আমি সাহায্য করেছি। অপরাধীকে ধরা হয়ে গিয়েছে। তদন্ত হচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকতেই আমাকে অভদ্র ভাবে আঙুল তুলে বলেন 'গেট আউট'। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক বলেও মন্তব্য করা হয়।'' তিনি আরও বলেন, ''কোনও একটা মিথ্যা প্রচার করতে এসেছে কেন্দ্রের দল। উনি সেটা লুকিয়ে রাখছেন। আমরা কিছু গোপন করছি না। কিন্তু উনি আলাদা করে কথা বলতে চাইছেন। নিশ্চয়ই কোনও অভিসন্ধি রয়েছে। পরিবারের লোককে প্ররোচনা বা উস্কানি দেওয়ার চেষ্টাও করা হতে পারে। আমি এখানে সাহায্য করতে এসেছি।'' অন্য দিকে প্রিয়ঙ্কের অভিযোগ, তদন্ত প্রক্রিয়াকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনিও পাল্টা অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণার বিরুদ্ধে। 'গুন্ডামি' করে তাঁকে মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও তাঁর অভিযোগ। তিনি বলেন, ''আমাদের গুন্ডামি করে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কিছু লুকোনোর চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে কথা বলতে

দেওয়া হচ্ছে না। এটা কোনও দুর্নীতির ঘটনা নয়। এক জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যকে আরও সংবেদনশীল হতে হবে।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''আমাকে এক বার চিঠি লিখে বলা হল আপনি আসবেন না। এখন যখন এসেছি তখন সাহায্য করতে এসেছি বলে পৌঁছে গিয়েছেন। আমার মনে হয় পুলিশ প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের কাজ ঠিক করেনি। আর তার জন্যই শিশুর প্রাণ গিয়েছে। মনে হয় সেই পুলিশ আধিকারিকদেরই বাঁচানোর চেষ্টা চলছে।'' তবে বাগ্বিতণ্ডার কিছু ক্ষণ পর দু'পক্ষই তিলজলা থানায় গিয়ে উপস্থিত হয়। থানায় আসেন মৃত শিশুর বাবা-মাও। এর কিছু ক্ষণ পরে অবশ্য নিজের আধিকারিকদের নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যান সুদেষ্ণা। যাওয়ার সময় তিনি বলেন, ''এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের জেদের জয় হল। শিশুটির কথা ভেবে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। মানবিকতার কারণে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের নৈতিক জয় হয়েছে।'' প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়ঙ্ক টুইট করে জানিয়েছিলেন, তিলজলার ঘটনায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশের ডিজিকে এই নিয়ে একটি নোটিস পাঠায় কমিশন। ওই নোটিসে তিলজলার ঘটনায় বিস্তারিত তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর পর বৃহস্পতিবার তিলজলাকাণ্ডে রাজ্যের তরফে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই চিঠিতে তিলজলার ঘটনায় রাজ্যের কমিশনের তরফে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, কেন্দ্রকে দেওয়া চিঠিতে তা বিস্তারিত জানিয়েছেন রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা। কিন্তু বিতর্ক চিঠির শেষাংশ নিয়ে। সেখানে লেখা হয়েছে, কেন্দ্রের কমিশনের বাংলায় এসে তিলজলাকাণ্ডের তদারকি করার কানও প্রয়োজন নেই। গত রবিবার তিলজলাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অলোক কুমারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সন্তানলাভের আশায় এক তান্ত্রিকের কথা শুনে ৭ বছরের শিশুকন্যাকে খুন করেন নিঃসন্তান আলোক। এই ঘটনার প্রতিবাদে তিলজলায় সোমবার সকাল থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অশান্ত হয়ে ওঠে বন্ডেল গেট এবং পিকনিক গার্ডেন এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা বন্ডেল গেট এলাকায় যান চলাচল আটকে প্রতিবাদে নামেন। বালিগঞ্জে অবরোধ করে আটকে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচলও। দুপুরে পরিস্থিতি সামলাতে আসা পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই আগুন নেভাতে আসা দমকলের ইঞ্জিনেও ইট-পাটকেল ছোড়েন বিক্ষুব্ধরা। এর পরই র‍্যাফ নামিয়ে ব্যাপক লাঠিচার্জ এবং ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটানো হয়। এর পর সোমবার বিকেলের দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

মঙ্গলবার বিচারকের সামনে হাজির হবেন ট্রাম্প

নিউইয়র্ক, ৩১ মার্চঃআগামী মঙ্গলবার দুপুরে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প (৭৬) নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের বিচারক জুয়ান মার্চানের সামনে হাজির হবেন। পর্নো তারকাকে অবৈধভাবে অর্থ দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প । ট্রাম্পের প্রাক্তন ব্যক্তিগত আইনজীবী মাইকেল কোহেন জানিয়েছেন, আগামী মঙ্গলবার ট্রাম্প আদালতে হাজির হতে পারেন। মার্কিন বিধান অনুযায়ী, আদালতে আত্মসমর্পণ করে ট্রাম্পকে হাতের আঙুলের ছাপ দিতে হবে এবং ছবি তুলতে হবে।২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অবৈধ সম্পর্কের তথ্য লুকিয়ে রাখতে সাবেক এক পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছেন ম্যানহ্যাটানের আদালত। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদালতে হাজির হওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী মাইকেল কোহেন বলেন, ' মঙ্গলবার দেখা হচ্ছে।'তবে মাইকেল কোহেন এখনই এত দ্রুত অভিযোগ গঠনে অবাক হয়েছেন। যেহেতু এ মামলায় বহুজনের সাক্ষ্য নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। চূড়ান্তভাবে রায় পেতে বেশ সময় লেগে যাবে। কোহেন বলেছেন, ' সামনে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার রয়েছে।'ট্রাম্পের আইনজীবী এও মনে করছেন, বিচারক অভিযোগ গঠন থেকে সরে আসবেন। বৃহস্পতিবার রাতে কোহেন বলেন, ' গ্র্যান্ড জুরি বরাবর যেসব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, অভিযোগ গঠন থেকে সরে আসার জন্য তা যথেষ্টের চেয়ে বেশি।'এর আগে ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের পে-রোল জালিয়াতির বিচারের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন বিচারক মার্চান। সেখানে অর্গানাইজেশনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।মার্চান নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সর্বোচ্চ বেঞ্চের একজন ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বিচারক হিসেবে কাজ করছেন।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ৩১ মার্চ ঃ শুক্রবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে। এদিকে, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েও সকাল ১১টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, শুক্রবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে হালকা যানবাহন চলছিল। হালকা যান চলাচলের পর জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে ভারী যানবাহনকে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলিকে জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে শুধুমাত্র পণ্যসম্ভার ও অন্যান্য যানবাহন পাশ করার পর।এদিকে, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েও সকাল ১১টা পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তবে মুঘল রোডে বরফ পরিস্কারের কাজ এখনও চলছে। শীঘ্রই দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিযান থেকে তুষারপাত পরিষ্কার হওয়ার পরে, এই রুটটিও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।এক আধিকারিক বলেন, নির্ধারিত সময়ের পর জাতীয় সড়কে কোনো যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

হাওড়ায় সাংবাদিক আক্রান্ত, কড়া প্রতিক্রিয়া বিজেপি-র

কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ হাওড়ায় দাঙ্গার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে এক সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। শুক্রবার তার কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি।দলের পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য সংশ্লিষ্ট আহত সাংবাদিকের ছবি-সহ টুইটারে লিখেছেন, টাইমস নাউ নবভারতের রিপোর্টার কুন্দন সিং হাওড়ায় দাঙ্গার খবর নিতে গিয়ে টিএমসি গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। এটি একটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ। শুধু রামনবমী শোভাযাত্রা

রফতানি বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বাণিজ্য প্রসারের উদ্যোগ নেবে ভারতঃপীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃরফতানি বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বাণিজ্য প্রসারের উদ্যোগ নেবে ভারত। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ২০২৩-২৮-এর উন্মোচন করে মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের রফতানি দুই ট্রিলিয়ন ডলারে ছুঁয়ে যাবে।তিনি বলেছেন, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ২০২৩ ই-কমার্স রফতানিকে উৎসাহিত করবে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন ডলারে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ২০২৩ অর্থবছরে ৭৫০ বিলিয়ন ডলারের মোট রফতানি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, কিন্তু এখন তা ৭৬৫ থেকে ৭৭০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হবে।

রাজ্যের দাবি আদায়ে ফের দিল্লি চলো অভিযানের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃরাজ্যের দাবি আদায়ে ফের দিল্লি চলো অভিযানের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, যদি এই অত্যাচার বন্ধ না হয়, তাহলে হয়তো আবার দিল্লি চলোর ডাক দিতে হবে। আমরা দিল্লি যেতে পারি। ওরা ট্রেন না দিলে আমরা ট্রেন ভাড়া করে দিল্লি যাব।বৃহস্পতিবার ধরনা মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, কেন্দ্র বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্ত করছে। শুধু উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্য ছাড়া সব রাজ্যের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। আর বাংলার তো সব টাকাই হয় কেটে নিচ্ছে, নতুবা বরাদ্দ টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই ভেঙে ফেলা হচ্ছে।মমতা বলেন, একমাত্র আমি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি বলে গত এক বছরে দেড়শোরও বেশি কেন্দ্রীয় দল বাংলায় পাঠানো হয়েছে। আমরা পরাধীন হতে চাই না। এই বাংলা পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেছিল। এটা যেন বিজেপি ভুলে না যায়।মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, আন্দোলন আমাদের জন্ম দিয়েছে। অনেকদিন ধরে মার খেতে খেতে আজ এই জায়গায় এসেছি। তিনি বলেন, যদি ভাবেন, সব বিরোধী দলকে দেশ থেকে বের করে দেবেন, তাহলে জেনে রাখুন, দেশের মানুষ আপনাদের দেশছাড়া করে দেবে।

শিক্ষিত যুবকদের বেকার ভাতা দেওয়ার ঘোষণা বাঘেলের, প্রতি মাসে মিলবে ২,৫০০ টাকা

রায়পুর, ৩১ মার্চ ঃছত্তিশগড়ের শিক্ষিত যুবকদের স্বার্থে বড় ঘোষণা করলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। শিক্ষিত যুবকদের বেকার ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের, প্রতি মাসে শিক্ষিত যুবকরা পাবেন ২,৫০০ টাকা। শুক্রবার এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। তিনি জানিয়েছেন, আমাদের হাত, যুবদের সঙ্গে।মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল টুইট করে জানিয়েছেন, ১ এপ্রিল থেকে ছত্তিশগড়ের শিক্ষিত যুবকদের প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা বেকার ভাতা দেওযার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের সুবিধার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এপ্রিল মাসের যে কোনও দিনে করা আবেদনের ক্ষেত্রে ঘোষণা অনুযায়ী, ভাতা ১ এপ্রিল থেকে প্রদেয় হবে। তিনি আশা ব্যক্ত করে লিখেছেন, আশা করছি এই ভাতা আমাদের যুব সমাজের আত্মনির্ভরশীলতার পথে একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে।

অসমে চার জেলা সভাপতি এবং পদাধিকারী নিয়োগ প্রদেশ কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ ঃ অসম প্রদেশ এবং রাজ্যের চার জেলা সভাপতি ও পদাধিকারী নিয়োগ করেছে এপিসিসি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বরা অনুমোদিত পদাধিকারীদের নাম সংবলিত একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত তালিকা অনুযায়ী অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে গুণকান্ত গগৈকে সহ-সভাপতি, তমালকান্তি বণিককে সাধারণ সম্পাদক এবং দেবজি বরপূজারিকে সম্পাদক করা হয়েছে।এছাড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি (ডিসিসি)-র সভাপতিরা যথাক্রমে করিমগঞ্জের বিদ্যমান রজত চক্রবর্তী, হাইলাকান্দির সামসউদ্দিন বড়লস্কর, শিলচরে অভিজি পাল এবং গুয়াহাটি শহর কমিটির নবজ্যোতি তালুকদার।এর আগে চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত নামের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির জন্য গঠিত রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির পদাধিকারী হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দল অসমে ২৯ জন নতুন জেলা সভাপতি নিযাগে করেছিল। কংগ্রেস আসাম ইউনিটে ১৬ জন নতুন সহ-সভাপতি এবং ৩২ জন সাধারণ সম্পাদক, ৫১ জন সাধারণ সম্পাদক এবং ১৫ জন যুগ্ম-সম্পাদক নিয়োগ করেছে।অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজনৈতিক বিষয়ক জাম্বো কমিটিতে রয়েছেন জিতেন্দ্র সিং (পর্যবেক্ষক), ভূপেনকুমার বরা (প্রদেশ সভাপতি), দেবব্রত শইকিয়া (বিরোধী দলনেতা), রকিবুল হুসেন (বিরোধী উপ-দলনেতা), কার্যনির্বাহী সভাপতি যথাক্রমে পবনসিং ঘাটোয়ার, রাণা গোস্বামী, কমলাক্ষ দে পুরকাযস্থ ও জাকির হুসেন শিকদার, গৌরব গগৈ (সংসদ), প্রদ্যুত বরদলৈ (সাংসদ), আব্দুল খালেক (সাংসদ), প্রণতী ফুকন, বলিন কুলি, নন্দিতা দাস, অকন বরা, ববিতা শর্মা, এমজিভিকে ভানু, নাজিবউল ওমর এবং রোসলিনা তির্কি।

সুপারিশ আর আর্থিক লেনদেন ঘুলিয়ে দিলেই হবে, প্রশ্ন প্রবীন শিক্ষাবিদের

কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ নিয়োগ দুর্নীতির বিতর্কের মাঝে বাম আমলে সুপারিশ নিয়ে নয়া বিতর্ক উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রবীন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার প্রশ্ন তুললেন, সুপারিশ আর আর্থিক লেনদেন ঘুলিয়ে দিলেই হবে? সামাজিক মাধ্যমে এই প্রশ্ন রাখার ১ ঘন্টায়, শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটায় পোস্টটির লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৭৫, ২১ ও ৮।শুক্রবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, আমি বোকা লোক বলেই বুঝি না অনেকে এ কথা বলছেন কেন যে, তাঁরা কোনও একটা বিশেষ আমলের প্রচুর সুপারিশে চাকরি হওয়ার কথা জানেন। আমি ঐতিহাসিক নই, কিন্তু সুপারিশে (চিরকুটে, মৌখিক অনুরোধে, আদেশে) কোন্ আমলে চাকরি হয়নি, তার কোনও হদিশ তাঁরা দিতে পারবেন ?আসল প্রশ্নটা কি তাঁরা ঘুলিয়ে দিতে চাইছেন যে, সেই সুপারিশের সঙ্গে এক, লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছিল কি না আর দুই, যোগ্যদের বঞ্চিত করে বিপুল সংখ্যায় অযোগ্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল কি না। কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দুক্ষেত্রেই থাকতে পারে, কিন্তু এই হারে ? এই হাজারে হাজারে ? যে জন্য আদালত তাদের বরখাস্ত করতে এগিয়ে এসেছে ? এবং এর ব্যবস্থাপনা করে যারা শয়ে শয়ে কোটি টাকা কামিয়েছে তাদের, মন্ত্রী এবং তার অজস্র অনুচরদের জেলে পাঠিয়েছে ?সেই বিশেষ আমলে যদি এই বিপুল দুর্নীতির ছিটেফোঁটাও হয়ে থাকে, আমি চাইব, বর্তমানে উদ্যোগী ও সক্রিয় সরকার (বারো বছর কেন তাঁরা সুখনিদ্রায় ছিলেন এ বিষয়ে তাঁরাই বলতে পারেন) তার বিরুদ্ধে আদালতে যান এবং সে সময়কার অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এক সময়ের পুরোনো (বর্তমানে প্রাক্তন ?) 'বামপন্থী'রাও তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন। অপরাধীদের কোনওমতেই ছাড়া উচিত হবে না।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০৯৫,মৃত্যু ৫ জনের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ রোজই বাড়ছে, চিন্তা বাড়িয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩,০৯৫ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৫ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৫,২০৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,১৫,৭৮৭-তে পৌঁছেছে। ৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮৬৭-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৬৯,৭১১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৮ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৫৫৩ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫,৯৯,০৩৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,১৮,৬৯৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ইন্দোরের মন্দিরের ঘটনায় এফআইআর দায়ের, ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তের নির্দেশ শিবরাজের

ইংদোর, ৩১ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বেলেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে একটি ধাপওয়ালা কুযরো ভিতরের ছাদ ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হযেছে ৩৬। বৃহস্পতিবার রামনবমী উপলক্ষ্যে ওই মন্দিরে পুজো দিতে যান বহু পুণ্যার্থীরা। ভিড়ের চাপে কুযরো ওপরের ছাদ ধসে গেলে বহু পুণ্যার্থী কুয়োর ভিতরে জলে পড়ে যান। এদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। শুক্রবার দুপুরে ইন্দোরের কালেক্টর ইলায়ারাজা টি বলেছেন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৬-এ পৌঁছেছে। ১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দু'জনকে ছোে দেওয়া হয়েছে। ইন্দোর পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, মন্দির প্রশাসনের সভাপতি ও সচিবের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ নম্বর ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। রামনবমী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে বেলেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে কয়েকশো পুণ্যার্থী হাজির হয়েছিলেন। পুজো চলাকালীন বেশ কিছু পুণ্যার্থী মন্দিরের ভিতরেই একটি কুয়োর ছাদে উঠে পড়েন। কুয়োটি বহু পুরনো। সেটির মুখ কংক্রিটের ছাউনি দিয়ে ঢেকেও দেওয়া হয়েছিল। সেই ছাউনির উপর উঠতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের বরিষ্ঠ আধিকারিক ও চিকিৎসক দল, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, এসডিআরএফ ও সেনাদল উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ বিষয়ে সবরকম সাহায্যের জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন।মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বেলেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে প্রাণহানির ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। একইসঙ্গে এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। আহতদের সঙ্গে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এফআহ আর দায়ের করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রিযাল তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হযেছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। আমরা রাজ্য জুড়ে এই ধরনের স্টেপ-ওয়েল এবং বোরওয়েলগুলি পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছি।

একাধিক কর্মসূচি নিয়ে ১ এপ্রিল ভোপালে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, সূচনা করবেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে ১ এপ্রিল, শনিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন ভোপালে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এর মধ্যে রয়েছে ভোপাল থেকে নতুন দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা। ভোপালে রানী কমলাপতি রেল স্টেশন থেকে ভোপাল-নতুন দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এছাড়াও ভোপালের কুশাভাউ ঠাকুর হলে কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স-২০২৩-এ যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ১ এপ্রিল সকাল দশটা নাগাদ ভোপালে পৌঁছনোর কথা মোদীর। প্রথমেই ভোপালের কুশাভাউ ঠাকুর হলে কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স-২০২৩-এ যোগ দেবেন তিনি। সামরিক কমান্ডারদের তিন দিনের এই সম্মেলনের মূল ভাবনা-প্রস্তুতি, পুনরুত্থিত, প্রাসঙ্গিক। জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হবে। এর মধ্যে থাকছে সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখার মিলিত প্রস্তুতি। এরপর বিকেল ৩.১৫ মিনিট নাগাদ রানী কমলাপতি রেল স্টেশন থেকে ভোপাল-নতুন দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সম্মতি তুরস্কের, ন্যাটোতে যোগদানে আর কোনও বাধা নেই ফিনল্যান্ডের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃসর্বসম্মতিক্রমে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোতে যোগদান মেনে নিয়েছে তুরস্কের পার্লামেন্ট। অর্থাৎ ন্যাটোতে যোগদানে ফিনল্যান্ডের আর কোনও বাধা নেই। গত সপ্তাহে হাঙ্গেরির পার্লামেন্ট সবুজ সংকেত দিয়েছিল। ৩০ সদস্যের ন্যাটোয় কেবলমাত্র বাকি ছিল তুরস্ক।তুরস্ক তাদের পক্ষে ভোট না দিলে ন্যাটোয় যোগদান অসম্ভব ছিল ফিনল্যান্ডের। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী নতুন কোন দেশকে ন্যাটোতে যোগ দিতে হলে সব সদস্য দেশের সম্মতি প্রয়োজন।তুরস্ক শেষ দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোতে যোগদানে অনুমতি দিল।ফিনল্যান্ডকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে আপত্তি জানিয়েছিল তুরস্ক। প্রায় এক বছর ধরে আলোচনার পর এই মাসের গোঁড়ায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ফিনল্যান্ডের যোগদানের বিষয়ে তাদের আর কোনও আপত্তি নেই। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু পর ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখায় ফিনল্যান্ড। দেশটির সঙ্গে রাশিয়ার ১৩০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন পোপ ফ্রান্সিস, আরোগ্যের কামনা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

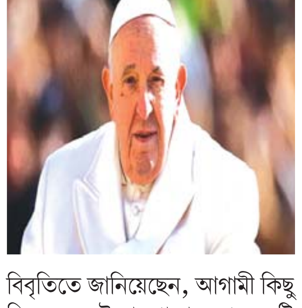

রোম ও নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান এই ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। বৃহস্পতিবার থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থায় উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এভাবেই সুস্থ হতে থাকলে আগামী কিছু দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে পোপ ফ্রান্সিসকে। ফুসফুসে সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে প।ছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছিল তাঁর, অসুস্থ অবস্থায় বুধবার রোমের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৮৬ বছর বয়সী পোপ ফ্রান্সিসকে।হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই পোপ ফ্রান্সিসের ক্লিনিক্যাল চেক-আপ ও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, পোপের ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। ভ্যাটিকানের মুখপাত্র মাত্তেও ব্রুনী একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছুটি পেতে পারেন পোপ। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি, প্রার্থনার পাশাপাশি কিছু কাজও করেছেন।পোপ ফ্রান্সিসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, পোপ ফ্রান্সিসের সুস্বাস্থ্য ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

মুখ বন্ধ রাখতে পর্ন তারকাকে ঘুষ, আদালতে অভিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ ঃপর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য অর্থ দেওয়ার দাযে.প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযুক্ত হয়েছেন। ২০১৬-য় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন এই পর্নস্টারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ বহির্ভুত যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে মুখ না খোলার জন্য ট্রাম্প, ড্যানিয়েলসকে মোটা অঙ্কের অর্থ দেন বলে অভিযোগ। নিউ ইয়র্ক-এর ম্যানহাটন গ্র্যান্ডজুরি তাকে অভিযুক্ত করায় ট্রাম্প-ই হবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে থাকা প্রথম ব্যক্তি, যাকে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে।যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ' রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং নির্বাচনী হস্তক্ষেপ' বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। তিনি যাতে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারেন, সেই জন্যই এই অভিযোগ আনা হয়েছে বলেও তাঁর এবং সমর্থকদের দাবি। আইনি লড়াইয়ে সহাযতা করার জন্য সমর্থকদের কাছে তহবিলেরও আবেদন করেছেন ট্রাম্প।

হাওড়ার হাঙ্গামার নেপথ্যে মমতার উস্কানিমূলক বক্তব্যকে দায়ী করলেন সুকান্ত

কলকাতা, ৩১ মার্চঃহাওড়ার বৃহস্পতিবার রামনবমীর মিছিলে হাঙ্গামার নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উস্কানিমূলক বক্তব্যকে দায়ী করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।শুক্রবার হাঙ্গামার ভিডিও যুক্ত করে সুকান্তবাবু টুইটারে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রামনবমীর মিছিলে গতকালের হামলা ও অগ্নিসংযোগ হল রামনবমীর আযাোজকদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রত্যক্ষ ফল। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দাঙ্গাকারীদের সাথে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখছে।অপর একটি টুইটে তিনি এদিন লিখেছেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে ঘৃণা ছড়ানো হিন্দুত্ববাদীদের প্ররোচিত করার জন্য ধর্না ছিল একটি পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল। হাও।ার রাম নবমী শোভা যাত্রায় হামলাও বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। হিন্দুদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনার শিকার হলে হবে না। এই সরকার হিন্দু বিরোধী।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রামনবমীর মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র হয় হাওড়া। হাওড়ার ক্যারি রোড সংলগ্ন কাজিপাড়ায় সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়। কাজিপাড়া দিয়ে রামনবমীর মিছিল যাওয়ার সময় গন্ডগোলের সূত্রপাত। বেশ কিছু দোকানপাট ভাঙচুর, আগুন। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী, রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি হয়। অশান্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশের তল্লাশি চলে।

ফিলিপিন্সে সমুদ্রে যাত্রীবাহী ফেরিতে আগুন

মানিলা, ৩১ মার্চ ঃ সমুদ্রে যাত্রীবাহী ফেরিতে আগুন। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন শিশু সহ ৩১ জনের। ফিলিপিন্সের দক্ষিণে বাসিলান দ্বীপের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। উদ্ধার হয়েছেন ২৩০ জন। এখনও অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। তবে নৌকায় আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।প্রশাসন সূত্রের খবর, বুধবার রাতে মাঝসমুদ্রে লেডি মেরি নামে ওই নৌকায় আচমকা আগুন লাগে। সেই সময় অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমোচ্ছিলেন। ফলে অনেকে সতর্ক হওয়ার সময়টুকুও পাননি। মুহূর্তের

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১এপ্রিলঃশনিবার, ১৭ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক মেঘলা আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৫৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৩৩মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫২মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে।শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ** আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন। **মিথুন রাশিঃ**বিবাহের যোগ। আর্থিক সংকট হবে। শুভদিন। **কর্কট রাশিঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে। **সিংহ রাশিঃ**বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন না। নতুন চুক্তিগুলি লাভজনক মনে হতে পারে। **কন্যা রাশিঃ**অতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলি আজ হতাশা এবং মানসিক অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে- আপনি নিরুপায়।শুভদিন **তুলা রাশিঃ**কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন **ধনু রাশিঃ** আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। শুভ **মকর রাশিঃ** অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। সংসারে শান্তি হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**স্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। বিবাহের যোগ হবেই। **মীন রাশিঃ**আপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। বেশি খরচ করা এবং সন্দেহজনক আর্থিক পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন। আপনার আত্মীয় এবং বন্ধুদের আপনার আর্থিক দিক সামলাতে

স্টেশনে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা যাত্রাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লে স্টেশনেই পাবে চিকিৎসা

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩১ মার্চ ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে নয়া সিদ্ধান্ত রেলের। এবার থেকে স্টেশনে অথবা ট্রেনে সফর করার সময় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে পাওয়া যাবে চিকিৎসার সুবিধা। দেশের ২৮৮ টি স্টেশনে একটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের মাধ্যমে চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, একটি ফার্মেসি, একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, একটি অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। বাংলায় বোলপুর, বর্ধমান ও আসানসোলের মতন ১৬ টি স্টেশনে ২৪ ঘণ্টা এই সুবিধা পাওয়া যাবে। জানা গিয়েছে, যাত্রীদের পাশাপাশি সুবিধা পাবেন স্টেশনের ব্যবসায়ী, হকার ও সংলগ্ন এলাকার লোকজন। ট্রেন ধরতে গিয়ে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা ট্রেন থেকে নামার পর কেউ অসুস্থ হলে এই সুবিধা পাবেন। স্টেশনেই থাকবে চিকিৎসার সুবিধা। থাকবেন চিকিৎসক। থাকবে ডায়াগনিস্টিক সেন্টার ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও পাওয়া যাবে। একটি পিপিপি মডেলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা হবে বলে এতে রেলের আয় হবে বছরে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই বছরের শেষেই চালু হবে এই ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, এতদিন স্টেশনে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা যাত্রাকালীন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রেলের পক্ষ থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যেত না। এবার থেকে স্টেশনে থাকবে ফার্মাসি, যেখানে ওষুধও কেনা যাবে। থাকবেন চিকিৎসক, আর দরকার পড়লে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাবে স্থানীয় হাসপাতালে।

রাজ্যে ষষ্ঠ দফায় দুয়ারে সরকার শিবির চালু হতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সাধারনের কাছে মসৃন ভাবে পৌঁছে দিতে রাজ্যে আজ থেকে ষষ্ঠ দফায় দুয়ারে সরকার শিবির চালু হতে চলেছে। এই কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এদিন সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের বলেন, এইবার এই কর্মসূচি থেকে ৩৩টি সরকারি পরিষেবার সুবিধা দেওয়া হবে। এরমধ্যে এই প্রথমবার এই কর্মসূচি থেকে বিধবা পেনশন, মেধাশ্রী, ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড ও কৃষকরা কৃষি সেচ যোজনা প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তাছাড়াও প্রত্যেকের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে এইবার বুথস্তরে শিবিরের আয়োজন করা হবে। সাধারন মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে আগামীকাল থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এরপরে জমা পড়া সব আবেদন খতিয়ে দেখে ১১ থেকে ২০ তারিখের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন শিবির পরিদর্শনের জন্য ৪৪ জন আই এ এস আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে কন্ট্রোল রুম থাকবে। রাজ্যস্তরে একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ১৮০০-৩৪৫- ০১১৭ এবং ০৩৩-২২১৪-০৫১২। কর্মসূচী চালাকালীন রাজ্যজুড়ে মোট ৪৭৩ টি কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। এইবার প্রতিটি শিবিরে অভিযোগ জানানোর জন্য আলাদা বাক্স থাকবে। সেখানে জমা পড়া সব অভিযোগ রাজ্যস্তরে পরীক্ষা করে দেখা হবে। গত পাঁচটি দুয়ারে সরকার কর্মসূচী থেকে রাজ্যে মোট ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার শিবিরের মাধ্যমে প্রায় সাত কোটি মানুষকে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, কিছুটা কমল পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ আগামী ৩ দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা-সহ উত্তর এবং দক্ষিণের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরের জেলাগুলিতে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত হতে পারে বৃষ্টি। দক্ষিণের জেলাগুলিতে ২ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এদিকে, বৃষ্টির সৌজন্যে শুক্রবার পারদ কিছুটা কমল মহানগরীতে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়ায় আগামী কিছু দিন হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বেশির ভাগ জেলাতেই ২ এপ্রিল, রবিবার পর্যন্ত চলতে পারে বৃষ্টি। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদীয়ায় ৩ এপ্রিল, সোমবারও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর এবং মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ- সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ১ এবং ২ এপ্রিল এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ৩ এপ্রিল, সোমবার পর্যন্ত ছয় জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে। তবে ৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার দুই দিনাজপুর এবং মালদায় বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে শ্যামপুরের ডিঙ্গাখোলা পঞ্চায়েতের বাড়ি বাড়ি সংযোগ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ্য নদেবাসী জানা, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, কর্মাধ্যক্ষ মন্দিরা মন্ডল ডিঙ্গাখোলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শান্তি রঞ্জন মাইতি প্রমুখ।

১ এপ্রিল থেকেই কলকাতায় বর্ধিত হারে পার্কিং ফি চালু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ নতুন অর্থবর্ষ থেকে বর্ধিত হারে পার্কিং ফি চালু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। এতদিন প্রতি একঘণ্টা পিছু দু'চাকা গাড়ির জন্য দিতে হতো ৫ টাকা। যা ১ এপ্রিল থেকে হচ্ছে ১০ টাকা। চার চাকা গাড়ির জন্য এতদিন প্রতি ঘণ্টায় দিতে হত ১০ টাকা। ১ এপ্রিল তা থেকে হচ্ছে ২০ টাকা। একইভাবে বাস এবং লরি রাখার জন্য ঘণ্টাপিছু পার্কিং ফি ২০ টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে ৪০ টাকা। পুরসভা সূত্রে খবর, প্রথম দুঘণ্টা ফি একই থাকবে। তবে দু'চাকা গাড়ি পার্কিং লটে ৩ ঘণ্টা থাকলেই দিতে হবে ৪০ টাকা। ৪ ঘণ্টার জন্য ৬০ টাকা এবং ৫ ঘণ্টার জন্য ৮০ টাকা। বাইক রাখার সময়সীমা ৫ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেই ঘণ্টা পিছু দিতে হবে ৫০ টাকা। চারচাকা গাড়ির ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টার জন্য ৪০, ৩ ঘণ্টার জন্য ৮০ এবং ৪ ঘণ্টার জন্য ১২০ ও ৫ ঘণ্টার জন্য ১৬০ টাকা গুনতে হবে। চারচাকা গাড়ির ক্ষেত্রেও ৫ ঘণ্টার বেশি সময় গাড়ি রাখলে ঘণ্টাপিছু দিতে হবে ১০০ টাকা। রাস্তায় অতিরিক্ত গাড়ি পার্কিং করে রাখলে যান চলাচলের জায়গা কমে যায়। শ্লথ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। যার ফলে বাড়ে দূষণের মাত্রা। পুরসভা সূত্রে খবর, অতিরিক্ত সময় গাড়ি পার্কিং লটে রাখার প্রবণতা কমাতেই বেশিক্ষণ গাড়ি রাখলে অতিরিক্ত টাকা ধার্য করেছে পুরসভা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তেই রাতে বাস পার্কিং করে রাখা হয়।

আধিকারিক নিয়োগে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস সার্ভিস চালু রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ রাজ্যের ভূমি দফতরের শীর্ষ পদে সরাসরি আধিকারিক নিয়োগের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস সার্ভিস চালু করেছে। এর ফলে আগামী দিনে রাজ্যের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এ বিভাগে উত্তীর্ণদের ২ বছরের প্রশিক্ষণ শেষে সরাসরি ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ অফিসার পদে নিয়োগ করা যাবে। এর পাশাপাশি ভূমি দফতরের অন্যান্য পদেও চাকরি সংক্রান্ত নিয়মেও কিছু রদবদল করা হয়েছে। যাতে ওই দফতরের আধিকারিকদের পদোন্নতি ও বেতনপ্রদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সুবিধা হবে। ভূমি দফতর সূত্রে জানা গেছে এতদিন ধরে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় গ্রুপ সি উত্তীর্ণরা রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের অধীনে রেভিনিউ অফিসার হিসাবে নিয়োগ পেতেন। কিন্তু এই পদে যারা যোগ দিতেন তাঁদের স্পেশ্যাল রেভিনিউ অফসার পদে পদোন্নতি পেতে ১০ বছর অপেক্ষা করতে হত। এবার থেকে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় গ্রুপ এ তে উত্তীর্ণরা যেমন ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ অফিসার পদে নিয়োগ পাবেন আবার গ্রুপ সি-তে উত্তীর্ণরা রেভিনিউ অফিসার হিসাবে যোগদান করলেও তাঁদের প্রোমোশনের জন্য ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। ৭ বছরের মাথাতেই তাঁরা প্রোমোশান পাবেন। নয়া এই স্টেট সার্ভিস-এ মোট ৭৩৪ টি পদ থাকছে।

জিডি বিড়লায় পড়ুয়ার যৌন নির্যাতনের মামলায় দুই শিক্ষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ দুই শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল আগেই। এবার সেই মামলাতেই সাজা ঘোষণা করল আদালত। ২০১৭ সালে এক ৪ বছরের শিশুকে স্কুলের মধ্যে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে কলকাতার জিডি বিড়লা স্কুলে। সেই ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল শহর। পথে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অভিভাবকেরা। প্রায় ৬ বছর পর সেই ঘটনায় সাজা ঘোষণা করা হল। পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় ও ৩৭৬ / ডি অর্থাৎ গণধর্ষণের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনাদায়ে ৬ মাসের জেল হবে অভিযুক্তদের। এছাড়া ওই নাবালিকাকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে আদালত। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের ওই ঘটনার পর যাদবপুর থানায় ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই নাবালিকার অভিভাবকেরা। পরে নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি দেওয়া হয়। করা হয় শারীরিক পরীক্ষাও। ওই শিশুকে স্কুলের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। স্কুল ছুটির পর অভিভাবকেরা স্কুলে গিয়ে দেখেন তাঁদের মেয়ে অঝোরে কাঁদছে। অভিভাবকেরা প্রথমটায় বুঝতে পারেননি। মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ভেবে শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। পরে জানতে পারেন, নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়, তার জেরেই এমন অবস্থা হয়েছে তাঁর। পরে তার মুখ থেকে সব শুনে ঘটনাটি স্পষ্ট হয় অভিভাবকদের কাছে। এই ঘটনায় স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। স্কুলের সামনে গিয়ে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা। পরে দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়।

ঘরে বসে মধু সংগ্রহ করে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩১ মার্চ ঃ সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে মধু ভাঙতে গিয়ে কিংবা মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে প্রতিবছরই মৃত্যু ঘটে বহু মানুষের। আর তাই এই মৃত্যু মিছিল আটকাতে ও ঘরে বসে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে এবারে এগিয়ে এলো জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। সুন্দরবনের নদী-খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরে, মধু ভেঙে জীবিকা নির্বাহ করেন বহু মানুষ। তবে তাঁদের মাছ ধরার এলাকা নির্দিষ্ট করা রয়েছে। জঙ্গলের গভীরে বা 'কোর' এলাকায় মাছ ধরতে বা অন্য কোনও কারণে ঢোকা নিষিদ্ধ। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, বেশি মাছ কাঁকড়ার লোভে অনেক মৎস্য জীবীই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ছেন। গত কয়েক বছরে 'কোর' এলাকায় ঢুকে বাঘের হামলার মুখে পড়ে প্রাণও হারিয়েছেন অনেকে। আর এবার সেই কারণে এগিয়ে এসেছে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী প্রবীর কুমার গড়াঁই জানান, যেভাবে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৌলেরা যায় বিপদ থাকলেও তাদের কিছু করার থাকে না। তাই তাঁরা জীবন হাতে নিয়ে মধু সংগ্রহ করে। বাঘেদের কোর এরিয়ায় ঢুকে পড়ার কারণে প্রচুর মৌলেরা মারা যায়, যার কারণে নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সুন্দরবনের মৌলেদের নিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রশিক্ষন শিবির করে। সেখানে তাদেরকে গভীর জঙ্গলে না গিয়ে ঘরে বসে কিভাবে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহ করে, বিক্রি করে ঘরে বসে বেশি টাকা আয় করা যায় সেই তথ্য তুলে ধরলেন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞানে কেন্দ্রের একাধিক বিজ্ঞানীরা। এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাস মধু সংগ্রহ করা হয় সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে যেখানে তাদের বৈধ পাশ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় যে জঙ্গলের বাঘ থাকে না সেই সমস্ত জঙ্গলে এদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। বন দপ্তরের নিরাপত্তা দিয়ে সেখানে তাঁরা মৌমাছির বাক্স বসিয়ে গরান - গেঁওয়া, বকশি ইত্যাদি গাছে প্রচুর মৌমাছি মৌচাক করার সহায়তা করে। এই তিন মাস সেখান থেকে তাঁরা মধু সংগ্রহ করে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করে। তাঁরা বাক্স বসিয়ে এই মৌমাছি চাষ করে মধু সংগ্রহ করে। প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন হয়। তাই বাড়িতে জামরুল থেকে লিচু, পেয়ারা, সরষে সহ বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছের কাছে বাক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ করে তাঁরা সেখান থেকে কয়েক হাজার টাকা আয় করতে পারে মাসে মাসে। আর নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা চান সুন্দরবনের মৌলে সহ মৎস্যজীবিরা জঙ্গলে না গিয়ে এইভাবে বিকল্প কর্মসংস্থানের মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর হোক।

দায়িত্ব নিলেন কলকাতা হাই কোর্টের নয়া ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ শুক্রবার থেকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন টিএস শিবজ্ঞানম। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে বৃহস্পতিবার অবসর নেন বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ২০২১ সালের ১১ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম টিএস শিবজ্ঞানমকে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে সুপারিশ করলেও কেন্দ্রের তরফে বৃহস্পতিবার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তাতে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। আদালত সূত্রে প্রকাশ, বিচারপতি শিবজ্ঞানমের জন্ম তামিলনাড়ুতে। ১৯৮৬ সালে আইনজীবী হিসাবে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। ১৯৮৬ সালে বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মাদ্রাজ বার অ্যাসোসিয়েশনে নাম নথিভুক্ত করে আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর আইনজীবী পেশায় থাকার পর ২০০৯ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি। ২০১১ সালে স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তিনি উত্তীর্ণ হন। ২০২১ সালে সেখানকার স্থায়ী বিচারপতি হন। ১২ বছর বিচারপতি হিসাবে কাজ করার পর তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করে সুপ্রিম কোর্ট। ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর হাইকোর্টের দ্বিতীয় প্রবীণ বিচারপতি হিসাবে শপথ নেন বিচারপতি শিবজ্ঞানম। এক বছর তিন মাসের বেশি সময় এই হাইকোর্টে বিচারপতি থাকার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেলেন। প্রসঙ্গত, বিচারপতি শিবজ্ঞানমের অনেক মামলায় কড়া পর্যবেক্ষণ রয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থার জারি করা আদালত অবমাননার রুলের বিচার করছে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে বৃহত্তর বেঞ্চ। আদালত কক্ষ অবরোধের ঘটনাটি তিনি ভাল নজরে দেখেনি। ওই মামলায় তাঁর মন্তব্য, আইনজীবীদের কাছে এ জিনিস আশা করা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে বিচারের গরিমা এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের কাজ হল একেবারে শেষ প্রান্তে যে মানুষটি বসে আছেন তাঁর কাছেও বিচারের আলো পৌঁছে দেওয়া।' বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের মেয়াদ ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে চালু হলো নবনির্মিত বাস টার্মিনাল আমতলায়

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৩১ মার্চ ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে বজায় রেখে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে শুক্রবার বিকালে ভার্চুয়ালি নব নির্মিত বাস টার্মিনালের উদ্বোধন হয়ে গেল আমতলায়। এদিন এই উপলক্ষে আমতলা বাস টার্মিনালে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা সভাধিপতি শামিমা সেখ, বিধায়ক সওকাত মোল্লা সহ আরো অনেকে। শহরতলি লাগোয়া আমতলায় এই বাস টার্মিনালটি চালু হওয়ায় কলকাতা সহ দুই ২৪ পরগনা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নততর হবে বলে এদিন মন্ত্রী জানালেন।

বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর ক্যানিংয়ে, অভিযুক্ত তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৩১ মার্চ ঃ ক্যানিংয়ে বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধায়ক পরেশ রাম দাস দাবি করেছেন অলিপ সমাদ্দার নামে ওই বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। সেই ধর্ষণের প্রতিবাদে এলাকার মানুষ বাড়ি ভেঙেছে বলে দাবি বিধায়কের। বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিংয়ের জয়দেব পল্লী এলাকায় আচমকায় বিজেপি কর্মী অলিপ সমাদ্দাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। বাড়িতে সেই সময় তার মা ও বাবা ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তারা। শুক্রবার আবারও তাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ন বাড়ি ধূলিসাৎ করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু এই ঘটনায় কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি। বিধানসভা ভোটের পরেও ভোট পরবর্তী হিংসায় তার বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছিল এই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে। কার্যত যন্ত্র দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল গোটা বাড়ি। ঘটনার পর অলিপ ও তার পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া ছিলেন। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে নতুন করে আদালতের নির্দেশে ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ঘর বেঁধেছিলেন তারা। সেই ঘরই ভাঙচুর করা হয় বৃহস্পতি ও শুক্রবার পরপর দুদিন।

বাপের বাড়ির অভিযোগ খুন, তদন্তে পুলিশ

নিখোঁজ গৃহবধূর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা ডোমজুড়ে, পলাতক স্বামী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মার্চ ঃ মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ গৃহবধূর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা ডোমজুড়ে। পলাতক স্বামী। বাপের বাড়ির অভিযোগ খুন। তদন্তে পুলিশ। নিখোঁজ এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা হাওড়ার ডোমজুড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে ডোমজুড়ের কেশবপুরে মধুমিতা দাস নামের বছর তিরিশের ওই গৃহবধূকে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে একটি পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের ওই মৃতদেহ নজরে এলে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তারা পুকুর পাড়ের চারপাশে ভিড় জমাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃতার পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন বারো বছর আগে মধুমিতার সঙ্গে তাপস দাসের বিয়ে হয়। বিয়ের পর পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকত। স্ত্রীকে তাপস মারধর করত। তাদের একটি নয় বছরের ছেলেও আছে। গত মঙ্গলবার রাতে মধুমিতার সঙ্গে তার স্বামীর অশান্তি হয়। তারপর থেকে মধুমিতার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তার বাপের বাড়ির লোকজন ডোমজুড় থানায় মিসিং ডায়েরি করেন। তারপরই এদিন সকালে পুকুর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাড়ির লোকের অভিযোগ তার স্বামী তাকে খুন করেছে। এই ঘটনার পর তাপস এলাকা থেকে পলাতক। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

কম্বলকাণ্ডে জিতেন্দ্রর সিআইডি তদন্তে হাই কোর্টের স্থগিতাদেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ কয়লা পাচার মামলায় কলকাতা হাই কোর্টে স্বস্তি পেলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। শুক্রবার সিআইডি তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। বিচারপতির নির্দেশ, আপাতত তদন্ত করতে পারবে না সিআইডি। জিজ্ঞাসাবাদের যে নির্দেশ নিম্ন আদালত দিয়েছে, তা-ও স্থগিত থাকবে। রাজ্যকে জানাতে হবে কেন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কয়লা পাচারকাণ্ডে জিতেন্দ্রের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে চেয়েছিল রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা। গত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর জিতেন্দ্রকে নোটিস দিয়ে ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিসের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সেই সময় ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চেও রাজ্যের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এ বার সিআইডির তদন্তের উপরই স্থগিতাদেশ দিল হাই কোর্ট।

বাগুইআটিতে জোড়া নাবালক খুনে রাজসাক্ষী হবেন মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ বাগুইআটিতে জোড়া নাবালক খুনের মামলায় মূলচক্রী হিসাবে অভিযুক্ত দিব্যেন্দু দাসের রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন মঞ্জুর করল বারাসত জেলা আদালত। সেই সঙ্গে শুক্রবারের শুনানিতে চার্জও গঠন করা হয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বাগুইআটির দুই কিশোর অতনু দে ও অভিষেক নস্করকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ ঘিরে গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে সত্যেন্দ্র চৌধুরী এবং দিব্যেন্দুকে গ্রেফতার করা হয়। এ ছাড়াও রবিউল মোল্লা, অভিজিত বসু, শামিম আলি, সাহিল মোল্লা নামে আরও চার জন গ্রেফতার হন। তদন্তে নামে সিআইডি। গত মাসে বাগুইআটিকাণ্ডের শুনানিতে দিব্যেন্দুর আইনজীবী জানান, খুনের ঘটনায় রাজসাক্ষী হতে চেয়ে গোপন জবানবন্দি দিতে চেয়েছেন তাঁর মক্কেল। সেই মতো আদালতে আবেদনও দাখিল করা হয়। শুক্রবার সেই আবেদনেই সাড়া দিল আদালত। আদালত জানিয়েছে, ২৭ এপ্রিল দিব্যেন্দুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তত দিন তাঁকে মূল অভিযুক্তদের থেকে আলাদা করে অন্য কারাগারে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। গোপন জবানবন্দির সঙ্গে রাজসাক্ষী হওয়ার সময় যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, তা হলে জামিনের আবেদন করতে পারবেন দিব্যেন্দুর আইনজীবী। সিআইডি-র দাবি, অভিযুক্তেরা মারধর এবং শ্বাসরোধ করে ওই দুই কিশোরকে খুন করে। পরে বসিরহাটের হাড়োয়া থানার কুলটি ও ন্যাজাট থানার শিরীষতলা এলাকায় দেহ ফেলে দেওয়া হয়। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, সন্দেহ যাতে কম হয়, সেই জন্য দু'টি দেহ দু'টি আলাদা জায়গায় ফেলেছিলেন অভিযুক্তেরা। ওই মামলায় শুক্রবার দিব্যেন্দু বাদে বাকি পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩, ৩৬৪এ, ৩০২, ৪০৪, ২০১, ১২০বি, ৩৪ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে।

হাওড়া ও কলকাতার বাস রুটের ইতিহাস সন্ধানে অনিকেত ব্যানার্জী

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ৩১ মার্চ ঃ সবাইকে লুকিয়ে এক দূর্দান্ত কাজ করছেন হাওড়া শিবপুরের বাসিন্দা অনিকেত ব্যানার্জী। এক রকম গবেষণাই ! তিনি যে কাজটি করছেন সেই সব বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যেই টুকটাক লেখালেখিও করেন। তবে তার গবেষণার বিষয় হল বায়োটেকনোলজি। বর্তমানে অনিকেত ব্যানার্জী থাকেন গুয়াহাটিতে। তিনি বায়োটেকনোলজি নিয়ে পিএইচডি করেছেন। আইআইটি গুয়াহাটিতে মনোযোগ সহকারে গবেষণাপত্র লিখছেন। গুয়াহাটিতে থাকলেও অনিকেতের মন পড়ে আছে হাওড়া-কলকাতায়। তিনি লুকিয়ে যে গবেষণার কাজটি করছেন সেটি হল হাওড়া ও কলকাতার প্রাচীন বাস রুটের সন্ধান করা। আর এই বিষয়ে সন্ধান করতে গিয়ে ১০০ বছরের বাস রুটের সন্ধান যেমন পেয়েছেন তেমনই ৭০ থেকে ৮০ বছরের পুরনো বাস রুটের ইতিহাস পেয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি যতই জানছেন ততই জানার আগ্রহ বাড়ছে। বিস্ময়ও বাড়ছে। আগ্রহ ও বিস্ময় বাড়তে বাড়তে তিনি তৈরি করে ফেলেছেন বাসের উইকিপিডিয়া। থুড়ি, তিনি তৈরি করে ফেলেছেন বাস - ও - পিডিয়া। এ থেকেই জানা যাবে আমাদের পূর্বসূরিদের বাস চলাচলের ইতিহাস। অনিকেত ব্যানার্জী জানালেন, এই বছরই রামরাজাতলা থেকে ধর্মতলা রুটের ৫২ নম্বর বেসরকারি বাসটি ১০০ বছরে পড়েছে। এর আগে আব্দুল সোবান নামে এক ব্যক্তি ১৯১৮ সালে দু 'টি বাস কিনে একটি শিয়ালদহ থেকে বেলেঘাটা এবং অন্যটি খিদিরপুর থেকে মেটিয়াবরুজ রুটে বেসরকারি ভাবে চালাতেন। ১৯৩১ সালে চালু হয় ৫১ নম্বর রুটের বাস। ১৯২৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে বাগবাজার রুটের ৩ নম্বর বাসটি চালু হয়। ১৯২৬ সালে কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার রুটের ২ নম্বর লেখা ডবল ডেকার বাসটি চলতে শুরু করে। কলকাতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে বাসের সঙ্গে। এর কারণ হাওড়ার বয়স কলকাতার বয়সের থেকেও বেশি। হাওড়ার বয়স ৫০০ বছরের ও বেশি। ১০০ বছর আগে কলকাতার শহরের সমস্ত ঐতিহাসিক জায়গা দিয়ে ৫২ নম্বর রুটের বাসটি চলাচল করত। অবশ্য তখন এতটা ভিড় হত না। কলকাতায় ট্রাম চলাচল শুরু হয় ১৯০০ সালে। ৭৫ বছর বয়স হল কলকাতার ইতিহাসের সিএসটিসি বাসের। ৬০ বছর বয়স হল সিটিসি বাসের। এই সব ইতিহাস জানা গেল এই বছরেই। ভুবনেশ্বরের আইআইটি থেকে এম টেক করেছেন অনিকেত ব্যানার্জী। উচ্চতর গবেষণার জন্য তিনি বিদেশে যেতে চাইছেন। তিনি ইতিমধ্যেই সদস্য পদ পেয়েছেন লন্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটি অফ বায়োলজি ' -র। তা সত্ত্বেও অনিকেত ব্যানার্জীর মন পড়ে আছে বাসের ধোঁয়া, হর্ণ, কন্ডাক্টরের হাঁক, যাত্রীদের ওঠা - নামা উপরে। প্রবহমান গঙ্গার মতোই বাস ও যেন এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বয়ে চলেছে এই জনপদে। এপারের সব ভিড় নিয়ে ওপারে জানিয়ে দেওয়ার সেই ছবির ইতিহাস সংগ্রহ করে চলেছেন অনিকেত ব্যানার্জী ।

আত্মঘাতী যুগল

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৩১ মার্চ ঃ স্বামী সংসার সন্তান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশী যুবককে ভালোবাসতেন গৃহবধূ। যদিও পরকীয়া সম্পর্কে জড়ানো এই যুগলে প্রেম ভালোবাসাকে ভালো চোখে দেখেনি সমাজ। লাগাতার বাধা আসে তাদের ভালোবাসায়। তাই লাগাতার পারিবারিক অশান্তি এবং সামাজিক বদনাম এর হাত থেকে বাঁচতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন ওই যুগল। শুক্রবার সকালে কুলবেড়িয়া সর্দারপাড়ায় মৃতদেহ উদ্ধার হয় দুজনের। খবর পেয়ে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। মৃত যুবক অসীম সর্দার (৩০) এবং গৃহবধূ টুকটুকি সর্দার (২৮)। দুজনেই বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবার ছেড়ে কুলবেড়িয়া সর্দার পাড়ায় থাকতেন। পারিবারিক অশান্তির জেরেই দুজন আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১২০ সংখ্যা, শনিবার, ১৭ চৈত্র, ১৪২৯

রাহুল পরিস্থিতির আন্তর্জাতিক রূপ

রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করার পর তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে জার্মান, ব্রিটেন এবং আমেরিকা। এরা সবই কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী দেশগুলি কিন্তু রাহুল গান্ধির আদালত মামলা থেকে শুরু করে তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছেন বিদেশি রাষ্ট্রনায়কেরা। তার ফলে আজকে রাহুল গান্ধি একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আর প্রায় কয়েকমাস পড়ে আমেরিকায় সরকারি সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সময়ে তিনি সেনেটের সভায় ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে বক্তব্য রাখবেন এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপরে আলোকপাত করবেন। তখন কিন্তু আমেরিকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি তাঁকে হতে হবে। সেই দিকে লক্ষ রাখার প্রয়োজন রয়েছে। বিরোধীদের যে সাংসদে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না সেটা জোর গলার প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস এখন বিজেপি বিরোধী তাস খেলতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে দেশের প্রায় সব বিরোধী দলগুলি রাহুল গান্ধির পাশে গিয়ে উপস্থিত হতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার যখন মোদি গিয়েছিলেন আগে তখন মার্কিন কংগ্রেস তাঁকে গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। আমেরিকা, ব্রিটেন এবং জার্মান এখন রাহুল পরিস্থিতির দিকে নজর রাখ তে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া তো ভারতের বিরুদ্ধে বিশেষ করে মোদির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলবে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন মোদির পাশে রয়েছেন। মোদি ইন কোয়েশ্চন নিয়ে যখন ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল তখন রাশিয়ার পুতিন আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু মোদির পাশে রয়েছেন। মোদি জানেন রাশিয়া তার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলবে না। কিন্তু রাশিয়া তো গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিগণিত হতে পারছে না। রাশিয়া যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ইউরোপের দেশগুলি রুশকে একনায়কতন্ত্র বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে গোটা ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভারতের ওপরে আস্থা হারাতে শুরু করেছে। ভারতের রাশিয়া নীতি গ্রহণ করার ফলে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহানুভূতি হারাতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। যে আস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। আজকে হঠাৎ করে রাহুল গান্ধি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই সেখানে সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। বিজেপি দল বলতে শুরু করে দিয়েছে যে রাহুল গান্ধি ওবিসি সম্প্রদায়কে অপমানিত করেছে। সেই কারণে আদালত রাহুল এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিজেপি দলের এখানে কোনও ভূমিকা নেই। বিজেপি দল রাহুলের সমস্যার ব্যাপারে যুক্ত নয়। আদালত যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার ভিত্তিতে রাহুল গান্ধির সাংসদ সদস্য পদ খারিজ রয়েছে। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ সংবাদপত্রগুলি বিরোধী দলের মতকে প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এমনকী রাহুল গান্ধি সাংবাদিক বৈঠকের খবর প্রকাশ করেছে। সেখানে রাহুল গান্ধি বলেছেন তিনি ক্ষমা চাইবেন না। যা বলেছেন তা ঠিক করেই বলেছেন। তিনি তো নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে কোনও কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন যাদের পদবী মোদি হয় তারা এই রকম বাজে কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে কেন। যেসব মোদি পদবী যুক্ত ব্যক্তিরা আর্থিক অপরাধের জন্য দেশ ছাড়া হয়েছেন তাদের কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। সেখানে যারা সং মোদি রয়েছেন তাদের দিকে তাক করে তিনি কোনও দোষারোপ করেননি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার ফলে তিনি ঠিক কি ধরনের বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন তা পরিস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না বর্তমান পরিস্থিতিতে বলে কংগ্রেস নেতারা মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

সম্পাদকীয়

চিনের ওপরে ভসরা নেই

চিনের ওপরে ভসরা করতে নেই বলে লাদাখের বাসিন্দারা বলতে শুরু করে দিয়েছে। লাদাখের বাসিন্দারা এখনও পর্যন্ত চিনকে ভয় পায়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বহু লাদাখবাসীরা চিন সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সেই কারণে তারা ভারতের ওপরে ভরসা করতে পারে। কিন্তু চিনের ওপরে নয়। চিন কড়া করে লাদাখ বাসীদের আস্থা পাওয়ার চেষ্টা করছে যেটা তিব্বতে তারা এতকাল ধরে চলেছে। তিব্বতটাকে চিন একেবারে ঘিরে রেখে দিয়েছে সেনা দিয়ে। কিন্তু লাদাখকে পাচ্ছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে লাদাখ ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়ে গিয়েছে। চিন যে লাদাখের ওপরে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিল সেই খবরটা ছিল ভারতের কাছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখ আলাদা করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে। চিনের কৌশল একেবারে ভেস্তে যায়। যার ফলে চিন ক্ষিপ্ত হয়ে লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। ভারতও পিছিয়ে নেই। ভারতীয় সেনারা গায়ের জোর দেখিয়ে চিনা সেনাদের বাধ্য করেছে পিছু হটতে। এতে ভারতীয় সেনাদের জখম হতে দেখা গিয়েছে বটে। তবুও ভারত শক্তি দিয়ে দখলীকৃত স্থানগুলো অধিকার করার লড়াই ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী শীতকালেও ভারতীয় সেনারা সীমান্ত এলাকা পাহারা দেবে। শীতের সময়ে পাহারা শিথিল হওয়ার সুবিধা নিয়ে চিন আবার সেনা প্রবেশ করাতে চাইবে সেটা এবার আর হবে না পরিস্কার করে বুঝতে পারা গিয়েছে। এদিকে পাকিস্তানকে জব্দ করতে একমাত্র লাইন হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় করা। চিন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল তখন ভারতকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল আমেরিকা। আমেরিকার সেই সময়ে ভারতের পাশে না দাঁড়ালে চিন ভারতের বহু ভূখণ্ড দখল করে নিত এবং ম্যাকমোহন লাইন তৈরি হতো না। ম্যাকমোহন লাইন বাধ্য হয়ে চিনকে মানতে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত চিন ম্যাকমোহন লাইন মানতে চায় না। তারা বলে যে ম্যাকমোহন লাইন হচ্ছে চিনকে জব্দ করার লাইন। এই লাইন তারা মানে না। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের চাপ থাকায় বাধ্য হয়ে চিনকে ম্যাকমোহন লাইন মানতে হচ্ছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত তত্থানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রসাদ।

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবই জগতে টিকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে সবার জন্য উজাড় করে দিতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে।

সারা বিশ্বে সাংবাদিকদের ওপরে হামলা অব্যাহত

রবীন্দ্রকুমার শীল

দেখলে গেলে বুঝতে পারা যাবে যে সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের ওপরে সবচেয়ে বেশি হামলা হয়েছে। বাদ পড়েনি কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলও। সেখানে ইসলামিক বিধিনিষেধের অধীনে কাজ করতে হয়েছে সাংবাদিকদের। ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে যে আইনী কড়াকড়ি থাকবে সেটা আগে থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল। ফিফা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। তারা আগে বলে দিয়েছিল কাতারের আইন মেনে সাংবাদিকদের চলাফেরা করতে হবে। নাহলে তাদের করা কিছুই থাকবে না। তার ফলে সংবাদিকেরা সেখানে বলতে গেলে নজরবন্দি হিসাবেই কাজ করেছে। তবুও তার মধ্যে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সাংবাদিকেরা কজে করে সবার নজর কেড়ে নিয়েছিল। ইরান দলের খেলোয়াড়রা তাদের দেশের মহিলাদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে যে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল ফিফা বিশ্বকাপে সময়ে তার খবর সংগ্রহ করতে এবং ইরানি কোচের সঙ্গে কথা বলতে সাংবাদিকদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবুও তার মধ্যে সাংবাদিকেরা কাজ করে গিয়েছে এবং ইরানি মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থনের খবর সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করেছিল। ইরানি খেলোয়াড়দের জাতীয় সঙ্গীত বর্জন করার খবর ফলাও করে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরেই কাতার বিশ্বকাপ কর্তৃপক্ষ কঠোর হতে শুরু করে এবং ইরানি প্রতিবাদী খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোন সাংবাদিক যাতে দেখা না করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিল। ঠিক একই অবস্থা চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। সব দোষ এখন সাংবাদিকদের। তারাই যত নষ্টের গোড়া। তাদেরকে এগিয়ে চলতে হবে এবং প্রয়োজন হলে তাদেরকে জেলে পুরে রাখতে হবে। চিন, উত্তর কোরিয়া থেকে শুরু করে রাশিয়া সবাই একই পথেরর পথিক এই সব দেশে কিন্তু নিরপেক্ষ সাংবাদিক নেই বলতে গেলে চলে। সবাই সরকারি সংবাদিক। তারই সরকারের পক্ষ নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। চিন দেশে তো চাইনিজ ডেইলি নিউজ প্রকাশ করা হয়। সেটা কিন্তু সরকার থেকে প্রকাশিত করা হয়ে থাকে। রাশিয়াতে একই অবস্থা। প্রচার মাধ্যমের ওপরে সবার রাগ দিয়ে বর্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছে। বাদ পড়ে না আমেরিকার মতো গণতান্ত্রিক দেশে। সেখানে সাংবাদিকদের যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে। সেখানকার সাংবাদিকেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা কিন্তু বলতে গেলে বিশ্বের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। একইরকম স্বাধীনতা ভোগ করে সাংবাদিকেরা থাকে ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি, ব্রিটেনে সহ বেশ কয়েকটি দেশে। সেখানকার দেশের বিচার বিভাগ সাংবাদিকেরা কি বলছে তার ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তার ফলে সেখানকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে দুর্নীতি গ্রস্ত মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলা রেহাই পান এবং তাদের ওপরে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অযথা দেরি করা হয়ে

সরকার সব সময়ে তথষ্ট হয়ে থাকে ভয়ে। কোনও রকম সরকারি দোষ দেখা দিলে তা কিন্তু পরদিন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবর হয় এবং সরকার থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং পাশাপাশি দুর্নীতি সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও এবং থাকে। একই রকম অবস্থা বাংলাদেশেও। সেখানেও গভীর রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সংবাদপত্রের সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে আর তার প্রধান আসামি করা হয়েছে সম্পাদক মতিউর রহমানকে। একজন অজ্ঞাতনামা আলোকচিত্রীকে সহযোগী আসামি করা হয়েছে। জানতে পারা গিয়েছে শামসের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানাতে মামলা করা হয়েছে। শামসুজ্জামানের আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে তা খারিজ করে দিয়ে জেলে হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সংবাদপত্রটি অনলাইন সংস্করণে রবিরাবর সাভারে স্বাধীনতা স্মারকের দিতে তাকিয়ে থাকা এক কিশোরের ছবি ছাপা হয়। তার নিচে একটি ক্যাপশনে দিন মজুরের বক্তব্য বলে লেখা হয়েছিল-' পেটে ভাত না জুটালে স্বাধীনতা দিয়া কি করুম। বাজারে গেলে ঘাম ছুটে যায়। আমাগো মাছ, মাংসা আর চাইলের স্বাধীনতা লাগব।" খাদ্যের স্বাধীনতা চাইছে এটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারা গিয়েছে। বাংলাদেশের বহু মানুষ বলতে গেলে অনাহারে দিন কাটাতে শুরু করেছে। তাদের হাতে এখন ভাত খাওয়ার পয়সা নেই বলা যেতে পারে। সংবাদপত্রটি দাবি করেছে ভুলক্রমে ক্যাপশনটি বসে গিয়েছিল। পরে তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু শাসক দলের নেতারা দাবি করতে শুরু করেন, ওই ছবিতে স্বাধীনতা দিবসকে খর্ব করা হয়েছে তাই নয়, সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরির চক্রান্ত করা হয়েছে।' তারপরে সাভারের সাংবাদিক সামকে গভীর রাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনী। তাঁর মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন, এ ঘটনায় অবশ্যই মিথ্যা বলে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা হয়েছে, সাংবাদিক ভুল করলে শাস্তি পাবে না? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়া ঢাকার মহিলা লিগের একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে বলেছেন, কোনও কোনও মহল আগামি নির্বাচন, নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ভণ্ডুল করে দেশে একটি অনির্বাচিত, অসাংবিধানিক সরকার নিয়ে আসতে চায়। এ চক্রান্ত তারই অঙ্গ। আবার রিপোর্টের উইদাউট বর্ডার্স সংগঠন থেকে বলা হয়েছে সাংবাদিকদের ভয় দেখিয়েই মতিউর রহমান ও শামসুজ্জামানের বিরুদ্ধে ডিজিটাল আইনে মামলা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সম্পাদক পরিষদও অবিলম্বে মতিউর রহমান ও শামসের উপর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বাংলাদেশে বহু লেখ কদের ওপরে মৌলবাদীরা হামলা করেছিল। সেই সব ক্ষেত্রে দেখ তে পাওয়া গিয়েছে হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। আবার কোথাও কোথাও গ্রেফতার করা হয়েছে অপরাধীদের। তাদের বিচার হতে সময় নেওয়া হয়েছিল।

রাশিয়া একজন মার্কিন সাংবাদিককে গ্রেফতার করলো

উত্তর কোরিয়াতে কোনও স্বাধীন সাংবাদিক রয়েছে বলে কাউকে বলতে শোনা যায়নি। রাশিয়াতে ইউক্রেন রুশ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যেসব সাংবাদিকেরা রুশ বিরোধী খবর প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে তাদেরকে রাশিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বা নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। এদিকে একজন আমেরিকার সাংবাদিককে গ্রেফতার করলো রাশিয়া গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মস্কোর প্রতিনিধি ইভান গার্শকোভিচ রুশ বংশোদ্ভূত হলেও আমেরিকার নাগরিক তিনি। ইভানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি গোপনে রুশ তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি জানিয়েছে যে রুশ বিদেশ মন্ত্রকের গোপন তথ্য হস্তগত করার চেষ্টা করেছিলেন ৩১ বছরের সাংবাদিক ইভান। আমেরিকার হয়েই গুপ্তচর বৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ইভান বলে রুশ গোয়েন্দারা দাবি করে। রাশিয়ার একটি সামরিক বিভাগের গোপন তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্ট করছিলেন তিনি। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর কড়ি বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তব এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের কোনও প্রমাণ ক্রেমলিন দিতে পারেনি। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করা সময় থেকেই ওয়াশিংটন আমেরিকার নাগরিকদের রাশিয়া সফর করা ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে অন্য দেশ সফর করতে বলা হয়েছিল যতদিন না রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ না থামছে। কিন্তু সাংবাদিকেরা তা শুনবে কেন? তারা তো সত্য সংবাদ প্রকাশ করার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। আমেরিকার নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল রুশ কর্তৃপক্ষ যে কোনও সময়ে আমেরিকার নাগরিকদের গ্রেফতার করতে পারে। তার ফলে আমেরিকার নাগরিকেরা যেন ভেবে চিন্তে রুশ সফর করে। এদিকে রাশিয়া সামরিক বিভাগ সেনাবাহিনীকে অপমান করার জন্য গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল এক রুশ সেনাকে। তাঁর নাম আলেক্সেই মস্কাইলয়োভ। তিনি গোপনে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে যখন তিনি বেলারুশে ছিলেন। তাঁর অপরাধ যে তাঁর কন্যা একটি ছবি নিজ হাতে অঙ্কন করেছে যা রাশিয়ার সামরিক বিভাগকে অপমানিত করেছে। তাঁর কন্যার বয়স বারো বছর। সে ছবি এঁকেছে স্কুলে রুশ সেনারা ইউক্রেনীয় মা এবং শিশুদের ওপরে গুলি চালাচ্ছে। এই ছবি ভাইরাল হতে শুরু করে। তারপরেই রাশিয়ার পুলিশ গ্রেফতার করে আলেক্সইকে। তিনি রাশিয়া নজরবন্দি থেকে পালিয়ে গেলেও তাঁকে আবার গ্রেফতার করেছে রুশ সেনারা। এবারে তাঁর বিচার করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়ার কেউ কিন্তু ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হচ্ছে না। রাশিয়ার সেনা বিভাগ থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন এবং গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা সবার ওপরে কড়া নজরদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। ক্রেমলিনে কোনও বিদেশি সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিটের জার্নাল এর সাংবাদিককে গ্রেফতার করার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রক। আমেরিকার সংবাদিক মহল বলতে শুরু করে দিয়েছে যে রাশিয়া সরকার এক হাতের কাছে মার্কিন বিরোধী অস্ত্র পেয়ে গিয়েছে। তাকে কর্যকর করতে পিছু পা হবে না। তারা এখন দেখাতে চাইবে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গুপ্তচর বৃত্তি করতে শুরু করেছে আমেরিকার সাংবাদিকেরা। এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে এই খবর পৌঁছলে তার কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও দেখাত পাওয়া যায়নি। তবে আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রক এই ঘটনার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। মস্কোর মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক এবং মার্কিন তথ্য মন্ত্রকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়ার কাছে মার্কিন সাংবাদিকের গুপ্তচর বৃত্তির কি তথ্য রয়েছে তা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কিসের ওপরে ভিত্তি করে তাঁকে গ্রেফতার করা হল তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক এবং তথ্য মন্ত্রক। এদিকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালও এ ব্যাপারে নিন্দা প্রকাশ করেছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের সাংবাদিকদের। রাশিয়াতে কোনও মার্কিন সাংবাদিকদের কাজ করতে দেওয়া হচেছ না। তাদের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে রুশ প্রশাসন। এমনকী চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়া সফর কালে কোনও খবর যাতে বিদেশি সাংবাদিকেরা না পায় তার দিকে নজর রাখতে শুরু দিয়েছিল। রাশিয়ার তথ্য মন্ত্রক থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হতো তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হতো বিদেশি সাংবাদিকদের। এর বাইরে আর কোনও খবর পেত না বিদেশি সাংবাদিকেরা। এমনকী পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে সংবাদিক বৈঠক করতে পারা অধিকার ছিল না বিদেশি সাংবাদিকদের। গোপনীয়তার সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট রুশ সফর করেছেন বলে বিদেশি সাংবাদিকেরা দাবি করে থাকে।

মোবাইল মানুষকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছে, বললেন আবিস্কার কর্তা

মোবাইল মানুষকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছে, বললেন আবিস্কার কর্তা মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কুপার। আজ থেকে ৫০ বছর আগে তিনি মোবাইল আবিস্কার করেছিলেন। এই যন্ত্রের ওপরে মানুষের মোহ ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে তা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, পকেটে থাকা ক্ষদ্র যন্ত্রটি মুশকিল আসান করে দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু মানুষ একটু বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কার্লিফোরনিয়ার ডেল মারেতে নিজের অফিসের দফতরে বসে একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মন ভেঙে যায় যখন দেখি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে করতে রাস্তা পার হচ্ছে। কিছু মানুষ মারা না গেলে বোধ আসবে না। মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সময়ে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে বহু লোককে পড়তে হয়েছে। তবুও কিন্তু মোবাইল ফোন দেখা রাস্তায় বন্ধ হয়নি। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার সময়েও কাউকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখি। বহু মানুষ আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে মোবাইল ফোনে এবং ভার্চুয়াল জগতে। মোবাইল আবিস্কার কর্তা কুপারের হাতেও অ্যাপলের আধুনিক মোবাইল ঘড়ি রয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি আইফোনের আধুনিকতম সংস্করণ ব্যবহার করি। এ ব্যাপারে শৌখিন কুপার। তিনি বললেন, নতুন সংস্করণ এলেই মোবাইল বদল করেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন ফোনে হাজার হাজার অ্যাপ রয়েছে যা তিনি ব্যবহার করতে জানেন না। তিনি জানান, তাঁর নাতি নাতনিরা যেভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং সব যান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের বলতে গেলে রপ্ত সেটা তিনি কোনও দিনই করতে পারবেন না। তবে তিন ফোনটা ব্যবহার করেন কথা বলার জন্য। কুপার বলেছেন আজকে ফোনের জাদুতে সবাই মজে রয়েছে। প্রতিটি প্রজন্ম আরও বুদ্ধি ধরবে। মোবাইল প্রযুক্তি আরও উন্নত হবে। সত্যিই তো তাই হতে শুরু করে দিয়েছে। আজকের মোবাইল কালে বাতিল হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রায় সময়ে জগতে নতুন মোবাইল এসে উপস্থিত হচ্ছে। ৫০ বছর আগেকার মোবাইল আর আজকে দেখতে পাওয়া যাবে না। কুপার মোবাইল ফোন তৈরি করেছিলেন ১৯৭৩ সালে ৫ এপ্রিল। সেই ফোন ছিল বেশ ভারী এবং প্যাঁচানো। সেই সময়ে তিনি একটি মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থায় কাজ করতেন। লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রকল্প হাতে নিয়ে ছিল সেই কোম্পানি। বাজারে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। কে প্রথম মোবাইল ফোন বাজারে নিয়ে আসবে তা নিয়ে টক্কর দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০ সালে গাড়িতে মোবাইল ফোন রাখার পরিকল্পনা মানুষের মাথায় এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিষয়টা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়ে যায়। ১৯৬০ সালে একটি সংস্থা গাড়িতে ফোন রাখার ব্যবস্থা করেছিল। সেটিকে চালু রাখতে গেলে বিশাল ব্যাটারির প্রয়োজন হতো। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বিষয়টা একোবরে ঝামেলার। ১৯৭২ সালের শেষে কুপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে সব সময়ে মানুষ ফোন যাতে কাছে রাখতে পারে তার জন্য মোবাইল ফোন আবিস্কার করতে হবে। পরের বছর মার্চ মাসে কুপার যে মোবাইল ফোন আবিস্কার করেছিলেন তার ওজন এক কিলোগ্রাম। ২৫ মিনিট পর্যন্ত কথা বলা যেত। সেই ২৫ মিনিট ধরে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্ধী ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমি মার্টিন কুপার বলছি। আমি একটি হাতে ধরা সেল ফোন দিয়ে কথা বলছি। সত্যিকারের সেল ফোন। ব্যক্তিগতভাবে এই ফোনকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হাতে ধরে। ওপারে তখন অপার নিস্তব্ধতা।

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলি দরিদ্র জনসাধরণ এর জন্য মোটেই আশীর্বাদ নয়, বড় অভিশাপ

(তৃতীয় পর্ব)পরিবারকে চালানোর জন্য বা সাহায্য করার জন্য তাদের নগদ অর্থের প্রয়েজনেই এদেরথেকে ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণ গ্রহণের পূর্বে তাদের হয়তোবা একটি ছোট ব্যবসা ছিল, যেখানথেকে তারা তাদের পূর্বের জীবিকা অর্জন করতেন, এবং তারা সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েই ক্ষুদ্রঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, রাজ্য বা প্যান ইন্ডিয়া লকডাউনের(কভিড-১৯) সময়কালে। সেইসময় তারা যে অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন,তখন তারা ব্যক্তিগত ঋণ বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে সাপ্তাহিক বা মাসিক খুববেশি শতাংশের সুদের সাথে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। গ্রামের বা শহরতলীর কোনো পাড়ার ১২ থেকে ২৪ জনের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বা অর্ধনিরক্ষর বিবাহিত মহিলা এবং দরিদ্র পুরুষদের এম. এফ. আই বা এন. এফ. বি. সি কোম্পানির ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও বেতনভোগী ফিল্ড এজেন্টস বা দালালেরা টার্গেট করে এবং তারা একএকটা করে গোষ্ঠি তৈরি করে দেয় এইসকল অভাবী লোকদের দিয়ে বা তাদের স্বল্প শিক্ষিতকম বুদ্ধিমতী স্ত্রী, সন্তানদের দিয়ে ঋণ তোলার জন্য প্রলোভিত করে সেই গোষ্ঠীর একজনকে যার খুব প্রয়োজন সহজে পাওয়া অর্থের। যদি সেই একজন ব্যক্তি বা মহিলা সময় মত নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে না পারেন তবে গোষ্ঠীর অন্যকেউ তার হয়ে সেই সংস্থার কাছে আবার ঋণ করে, তার ঋণ শোধ করবার জন্য। এইভাবেই গোষ্ঠীর সবাই একসময় ঋণের চক্রবুহের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন আর সেই ঋণপ্রদানকারি সংস্থাটি সবার কাছ থেকেই সুদ আদায় করেই চলে। প্রায় দুবছর ধরে লকডাউন থাকার জন্য, যাদের বাড়ির পুরুষরা তাদের চাকুরী হারিয়েছেন অথবা (২০১৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০২২ এর অক্টোবর পর্যন্ত কোভিড-১৯ মহামারী সময়কালে) তাদের ছোটব্যবসায় বা চাষাবাদে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, বা, লকদাউনের জন্য ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তাদের ক্ষুদ্রঋণ বা গোষ্ঠীঋণের অসুবিধাগুলো এবং ঝুঁকির সম্পর্কে ভুল বুঝিয়ে, তাদের স্ত্রীদের দিয়ে এইসব ঋণ নিতে প্রবাভিত করেছে এই সব সংস্থার ফিল্ড এজেন্টরা। এদের রাষ্ট্রের হাতে শাস্তি হওয়া সত্যিই জরুরি। এই ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলি এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের শহুরে, শহরতলির, গ্রামের লোকদেরকে অতিউচ্চ ও অস্বাভাবিক সুদের হারে (২৫ থেকে ৩৫ বার্ষিক এবং প্রাইভেট সুদখোরদের দ্বারা ১২০ থেকে ২০০ মাসিক সুদেরহারে সহজে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করে অর্থঋণদাতারা (রেফারেন্স নং-৫) । কোভিড-১৯ মহামারী যখন (২০২৩) প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যখন সব বাজার খুলেছে, এই ক্ষুদ্রঋণসংস্থাগুলির বেতনভোগী পুনরুদ্ধার এজেন্টদের (RA) দালালরা ঋণ গ্রাহক গ্রহীতাদের দরজায় গিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে, সেই ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিচ্ছে ,এই ঋণ পরিশোধ করতে৷ এর ফলে, ঋণ গ্রাহক গ্রহীতা তাদের নিজের নামে অথবা নিজের নামের পরবর্তীতে গোষ্ঠীর অন্যসদস্যদের নামে (যেমন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋণ নিতে আবদ্ধ হয়) সেই কোম্পানির কাছেই এবং তারপরে বাইরের প্রাইভেট ঋণপ্রদানকারীদের কাছ থেকে আবারও ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং এর ফলস্বরূপ তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও ঋণের পর ঋণ ক্রমাগত নিতেই থাকেন এবং সুদখোর দুষ্টচক্রের খপ্পরে পড়েন এবং এই সব দুষ্ট চক্রের ঋণপ্রদানকারী সংস্থার লোকেরা কেবল এইধরনের ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ঋণ গ্রহীতার গ্রাহকের ধারকরা ঋণের মূল পরিমাণ কখনই পরিশোধ করা আর হয়ে ওঠেনা । শেষ পর্যন্ত মহিলারা তাদের বিয়েতে পাওয়া স্বর্ণ অলঙ্কার সহ তাদের সমস্ত ছোটখাটো সম্পদ বিক্রি বা বন্ধক রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি তাদের বাসনপত্রও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং গার্হস্থ্য কলহের, স্বামীর বা পরিবারের বা পাড়া পড়শীর দ্বারা মারধোর এর মুখোমুখিও হতে হচ্ছে তাদের। আমার দুদুটি এম. এফ. আই থেকে নেওয়া ঋণের সুদ মেটাতে গিয়ে একটির কাছ থেকে অন্য একটি ঋণ নিতে হয় ও এরপরে প্রাইভেট অর্থঋণদাতাকে তাদের দেওয়া ঋণের শুধুমাত্র সুদের অংশ পরিশোধ করার জন্য, ঋণের পর ঋণ নিতে হয়েছে ২০২০ সাল থেকে। এর ফলে আমাকে আমার বিয়ের পাওয়া অলঙ্কার, আমার মেয়ের সোনার অলঙ্কার বিক্রি করতে হয়েছিল।, আমাদের সংসারে প্রতি মাসেই আমার ডাক্তার বড় ভাসুরের দেওয়া টাকা চুরি করতেও হয়েছে মিসেস স্বপ্না ভট্টাচার্য -ঋত্বিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী- একজন বিবাহিত ৪৮ বছর বয়সী, মাধ্যমিক পাস করতে নাপারা অল্প শিক্ষিত এক মহিলা, এক ২০ বছর বয়সী কন্যার মা, একজন এম. এফ. আই গোষ্ঠীর সদস্য মহিলা ঋণগ্রহীতা ঠিকানা পূর্বপল্লী গ্রাম, পোস্ট অফিস সোদপুর, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর), থানা -খড়ধা, কলকাতা-১১০ , একটি বিষণ্ণ হাসি দিয়ে আমাকে বলেন এবং তারপর বুকফাটা কান্নায় ফেটে পড়েন। আমাকে প্রথমবার বন্ধন ব্যাঙ্ক থেকে মাইক্রোফাইনান্স লোন (৬০,০০০ টাকা) নিতে হয়েছিল, তারপরে নিতে হয় আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে, ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে (আমার এই ঋণ নেওয়াটা কিন্তু শুধুমাত্র আমার স্বামী ঋত্বিকের জ্ঞাতার্থেই তখন ছিল এবং আমার শ্বশুরবাড়ির অন্যসদস্যরা আমার এই ঋণ নেওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবেই অন্ধকারে ছিলেন। আমি এই ঋণ নেই , আমাদের বাড়ির লাগোয়া বঙ্কিমপল্লী পাড়াতে বন্ধন ব্যাংকের একটি গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার পর। পানিহাটি পৌরসভাকেন্দ্রের অন্তর্গত সোদেপুরে আমাদের এলাকার বাঙ্কিমপল্লী এর গোষ্ঠী থেকে সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল এবং সোদেপুর ও খড়দহ, পানিহাটি ও খড়দহের বন্ধন ব্যাঙ্ক ও আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেডের ফিল্ড এজেন্টদের দ্বারা অনেকেই এই ভাবে প্ররোচিত হচ্ছে এবং গোষ্ঠী সদস্যদের দ্বারাও ভুল বোঝানো হয়েছে আমাদের। (লেখক- ডাক্তার প্রফেসর প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য এমডি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এফ আই সি প্যাথলজি, ডাব্লু.বি.এম.ইএস (অবসরপ্রাপ্ত) প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং প্রধান, প্যাথলজি বিভাগ, কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা।)

আদালতের অনুমতিতে দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হল রাম নবমীর শোভাযাত্রা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩১ মার্চ ঃ প্রতিবছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে শুরু হয় নবরাত্রি। যাকে বাংলায় বাসন্তী পুজো বলা হয়ে থাকে। আর ওই রাত্রিপদের পরে নবমী তিথিকে বলা হয় রাম নবমী। কথিত আছে এই দিনেই জন্মগ্রহন করেছিলেন পুরুষোত্তম রাম। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় রামচন্দ্রের পুজো ও তার শোভাযাত্রা ধুমধামের সাথেই পালন করা হয়ে থাকে। নবদ্বীপে শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হলো রামনবমী উপলক্ষে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দল নবদ্বীপ নগর কমিটির তরফে। এই রামনবমীর পর দিন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবার কারন হিসেবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নদীয়া উত্তরে সভাপতি শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন, আমার নবদ্বীপ ধামে রাম নবমীর দিনই শোভাযাত্রা করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দু'বার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও প্রশাসন আমাদের অনুমতি দেয় নি, বাধ্য হয়ে আমরা কলকাতা আদালতের দ্বারস্থ হই এবং গতকাল আমাদের অনুমতি মেলে। আমরা এটুকু সময়ের মধ্যেই এই আয়োজন করেছি। প্রশাসনের তরফে অনুমতি না মেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ বিশ্ববন্দিত তীর্থ ক্ষেত্র, এখানেই জন্মেছিলেন শ্রী চৈতন্য দেব। তিনিই বৈষ্ণবদের চারটি ব্রত মহা আরম্ভরে অবশ্যই পালন করতে বলেছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে তার মধ্যে রামনবমী, জন্মাষ্টমী, বামন দ্বাদশী এবং নিশি চর্তুদশী। সেই পরম্পরা ও নির্দেশ মতোই আমরা পালন করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়, এটা দুঃখজনক। তিনি আরও বলেন, গতকাল মহামান্য আদালতের নির্দেশ পেতেই নবদ্বীপে এদিন বিকেলে ঐতিহ্যবাহী রাম নবমী উপলক্ষে নবদ্বীপ নির্ভিক সমিতির চটির মাঠ থেকে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দলের সদস্য সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও বিজেপির বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক। এই শোভাযাত্রায় অনুমতির জন্য আদালতের দ্বারস্থ প্রসঙ্গে নদীয়া উত্তরের সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, এটা লজ্জা জনক ঘটনা। এখানে তাজিয়া, মহরম সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানর শোভাযাত্রা হয় কিন্তু রামনে নামের শোভাযাত্রা হয় না, এটা যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। আর এটা এই পশ্চিমবঙ্গেই হচ্ছে, আর যত দিন এখানে জল্লাদের মতন মুখ্যমন্ত্রী থাকবে ততদিন হবে। তিনি আরও বলেন, রাম ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের রক্তে রয়েছে। মহামান্য আদালতের নির্দেশ পেয়েই আজ আমাদের এই নবদ্বীপে রাম নবমীর শোভাযাত্রা। এদিনের এই শোভাযাত্রা ঘিরে যাতে কোনরকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাঁর জন্য পুলিশের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবীতে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ মার্চ ঃ কারখানায় বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা সহ একগুচ্ছ দাবীতে শুক্রবার কারখানা কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দিল সিআইটিইউ, সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই ও ক্ষেত মজদুর সংগঠন। বুধবার বিকেলে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির চৌশাল মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি ক্ষুদ্র ইস্পাত কারখানার চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে গলিত লোহায় ৪ জন শ্রমিক গুরুতরভাবে জখম হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদেরকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার রঘুনাথ মন্ডল (৫১) নামে এক শ্রমিক মারা যান। গঙ্গাজলঘাটি থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতের বাড়ি বড়জোড়া থানার তেঁতুলপোয়া গ্রামে। কারখানার শ্রমিকরা বিস্ফোরণ কান্ডের পর শ্রমিক সুরক্ষা নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। শুক্রবার সিপিএম ও দলের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই, সিআইটিইউ, মহিলা ও ক্ষেতমজদুর সংগঠন মিলিতভাবে মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, কারখানায় শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেয়। দলের প্রবীণ নেতা মানিক ঢাং, লক্ষ্মণ মন্ডল, মহিলা নেত্রী লতিকা মাজি, কৃষক নেতা মানব মন্ডল ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দান করেন। সিটু নেতা অচিন্ত্য দাস বলেন, বুধবার বিস্ফোরণের ফলে কারখানার ভিতরে থাকা ট্রান্সফর্মারেও বিশাল অগ্নিকাণ্ড ঘটে। চারদিকে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। বিস্ফোরণে কর্মরত যে ৪ জন শ্রমিক জখম হন তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের অ্যাম্বুলেন্স তো দূরের কথা কোনও গাড়ি পর্যন্ত ছিল না। বাইরে থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে জখম ৪ জনকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মানিক ঢাং দাবি করেন, জখম ব্যক্তিদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ কর্মক্ষমতা ফিরে না আসা পর্যন্ত মাসিক বেতন পরিবারের হাতে দিতে হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওইদিন বিকেল ৩টা নাগাদ গঙ্গাজলঘাটির চৌশাল মোড়ের কাছে জিপিটি নামক কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পর থেকে কারখানা বন্ধ রয়েছে এবং সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া কর্তৃপক্ষের কোনও আধিকারিক নেই। বিক্ষোভকারীরা সিকিউরিটি গার্ডের হাতেই স্মারকলিপিটি জমা দেন।

ভলিবল টুর্নামেন্ট

এজাজ আহম্মেদ, বড়ঞা, ৩১ মার্চ ঃ বর্তমান সময়ে যুব সম্প্রদায় মোবাইলমুখী হয়ে যাচ্ছে সেই যুব সম্প্রদায়কে মাঠমুখী করে তুলতে কান্দি মহকুমা পুলিশের বড়ঞা থানার উদ্যোগে পার্শালিকা মাঠে সম্প্রীতি কাপ ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ১৬টি দলের মধ্যে এই ভলিবল টুর্নামেন্ট দু'দিনব্যাপী চলবে বলে বড়ঞা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বড়ঞা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনীশ নন্দী, খড়গ্রাম চক্র পুলিশ পরিদর্শক সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়ঞা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজু মুখার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা। প্রসঙ্গত বর্তমানে মোবাইলের ভার্চুয়াল জগতে বন্দি জীবন, হারিয়ে যাচ্ছে যৌবনের খেলাধুলা। তাই ক্রীড়া সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং যুব সমাজকে মাঠমুখী করে তুলতে তারসঙ্গে সম্প্রীতি ও ভাতৃত্ববোধ মজবুত করতে কান্দি মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.hmcgov.in

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

নং. ডব্লুবি-৫২/টিএন/ইডি/ইওবি/২০২২-২০২৩ তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৩

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি দরপত্র আহ্বান করছেন ১(এক)টি সিভিল কাজের জন্য এইচএমসি সেন্ট্রাল অফিস এলাকায়। আগ্রহী ঠিকাদারদের দরপত্রের সাথে জমা করতে হবে প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার শংসাপত্র ও আপ টু ডেট জিএসটি শংসাপত্র ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।

দরপত্র জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে।

দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ১০.০৪.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

দয়াকরে দেখুন ঃ https://wbtenders.gov.in

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

হাওড়া পৌর নিগম

৩৮৮(১)/২২-২৩ ৩১.০৩.২০২৩

NIT

The office of undersigned invites Tender for **NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO-21(2nd Call)/ BDO/MNG of 2022-23, Dated: 30/03/2023** of Last Date of Bid submission is **13/04/2023 up to 4.30 P.M.** For further details please contact the concerned office of the undersigned.

Sd/-Block Development Officer

Maynaguri Development Block

Cooch Behar Municipality

CORRIGENDUM NOTICE

Vide Tender No.- 24 of 2022-23 dt. 30-03-23

Please read "Out Source" instead of "Our Source" and Tender submission end date **-10/04/2023 instead of 15-03-2023.** Details information will be available from the website – **www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/- Chairman,

Cooch Behar Municipality.

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী খুনে তদন্তে সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩১ মার্চ ঃ আসানসোলে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী খুনে তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছে পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে এবার ১১ মিনিটের একটি অডিয়ো ক্লিপিংয়ের হদিস পেল পুলিশ। সেই অডিয়ো ক্লিপিংয়ে ছাত্রীর সঙ্গে এক যুবকের কথোপকথন শোনা গিয়েছে। পাশপাশি সেই রেকর্ডিংয়ে (সত্যতা যাঁচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) এক অভিযুক্তের নামও শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। যার মধ্যে রয়েছে ছাত্রীর এক বান্ধবী। গত ২৭ মার্চ থেকে ওই ছাত্রী নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার সকালে রাস্তার ধার থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এর প্রতিবাদে আদিবাসী সমাজ এবং জনজাতি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত তরুণী ওই ছাত্রীকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকেছিল। তিনি নিজেকে অসুস্থ বলে দাবি করেছিল। একজনের কাছ থেকে তিনি টাকা পেতেন সেই টাকা ছাত্রীকে নিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। বান্ধবীর কথায় রাজি হয়ে ছাত্রটি দোকানে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই দুই যুবক ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বাড়ি না ফেরায় ওই ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের লোকজন মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তবে মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। পুলিশের দাবি, যে অডিয়ো রেকর্ডিং উদ্ধার হয়েছে সেটি ওই রাতেরই। এই ঘটনায় সমীর মাড্ডি, সুমিতা হেমব্রম, রোহিত হাঁসদা নামে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অডিয়ো রেকর্ডিংয়ে সুমিতার নাম শোনা গিয়েছে। এছাড়া, এই ঘটনায় আর নতুন কোনও তথ্য খুঁজে পায়নি পুলিশ। আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসি (পশ্চিম) অভিষেক মোদি জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। অন্যদিকে, মৃত ছাত্রীর পরিবারের সকলে এখন সপরিবারে দেশের বাড়িতে রয়েছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ধৃত সমীরকে আগে বহুবার এলাকায় দেখা গিয়েছে। তবে রোহিতকে এর আগে কোনওদিন দেখেননি। পাশাপাশি ঘটনাস্থল বাঁশ এবং ফিতে দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। সেখানে দু'জন সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন রয়েছে। প্রসঙ্গত, ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের পরে তাঁর বাবা দাবি করেছিলেন প্রতিহিংসার কারণে এই খুনের ঘটনা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, নিখোঁজ ডায়েরি করার পরেও তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ পদক্ষেপ করেনি। পুলিশ তৎপর হলে সে ক্ষেত্রে ছাত্রীকে বাঁচানো সম্ভব হতো। অন্যদিকে বার্ণপুরে আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্রী খুনের ঘটনার তদন্তভার নিল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি। শুক্রবার সিআইডির ৫ সদস্যের একটি তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে আসে। তারা তদন্ত শুরু করে এই খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা অন্যতম প্রধান দুই অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। একইসঙ্গে তাঁরা নিহত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন। এদিন সিআইডির তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলের কাছে থাকা একটি পুকুরেও ছাত্রীর মোবাইলের খোঁজে তল্লাশি চালায় বেশ কয়েকজন জলে নামিয়ে। জেরায় ধৃতরা সিআইডির অফিসারদের বলেছি, তারা ছাত্রীর মোবাইল ফোনটি পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু দীর্ঘক্ষন ধরে পুকুরে তল্লাশি চালিয়েও সেই মোবাইলের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

NIQ No-04/NP/JH-I of 2022-23 (Group-A&B)

Office of the Assistant Engineer(A-M) Jhargram-I(A-M) Sub Division, Vidyasagar Palli Jhargram invites application for 02 (two) nos. supply works on behalf of the Governor, W.B. from resourceful owners/bonafide contractors for Supply of different Misc. materials for maintenance of RLI Scheme. Details will be available in the notice board of the office of the undersigned. Last date of application:- **13.04.2023 (up to 2.00 p.m).** Last date of tender paper Selling:- **17.04.2023 (up to 5.00 P.M).** Date of Receiving tender Documents:- **19.04.2023 (up to 2.30 P.M).** Date of opening of tender paper:- **19.04.2023 at 3.00 P.M.**

Sd/- (S. Ruhidas)

Assistant Engineer (A-M)

Jhargram-I (A-M) Sub-Division, Jhargram

মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানিয়ে মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কুকথা, বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ধিক্কার, বিক্ষোভ বাম শিক্ষক সংগঠণের। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডিএ সহ অন্যান্য দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, এমনটাই অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যে রাজ্যের সর্বত্র সোচ্চার হয়েছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ছাতার তলায় একত্রিত সংগঠনগুলো। শুক্রবার তারই অঙ্গ হিসেবে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি দপ্তরে ধিক্কার সহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিভিন সংগঠন। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলার সহ সম্পাদক নীলাদ্রি অধিকারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তব্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষকদের যথেষ্ঠ অপমান করেছেন, আমরা চাই উনি ওনার বক্তব্য প্রত্যাহার করুন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দাজনক মন্তব্যের অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করলেন সরকারি কর্মচারীরা। বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে গোটা জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করেন তারা। মিছিলের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রতি নিন্দাজনক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সরকারি কর্মচারীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর করা কুটুক্তিকর মন্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে সরকারি কর্মচারীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কয়েক'শো কর্মী। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মুখ্যমন্ত্রীর করা কটুক্তি প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে স্লোগান তোলেন তারা।

ফের সোনা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ আবারও সোনা উদ্ধার শিলিগুড়িতে। ঘটনায় গ্রেফতার ভিন রাজ্যের দুই বাসিন্দা। ধৃতরা আসামের বাসিন্দা নারায়ণ শর্মা এবং মনিপুরের বাসিন্দা কুবের প্রসাদ। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ১ কেজি ১৬২ গ্রাম সোনা। আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা। ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌড়ি মোড় এলাকা থেকে আসাম নম্বরের একটি আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১ কেজি ১৬২ গ্রাম সোনা। পাচারকারীদের নজর এড়াতে সোনা গলিয়ে স্প্রিং-এর আকার দেওয়া হয়েছিল।

উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩১ মার্চ ঃ প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী কমল গুহের রাজনৈতিক জীবন কলুষিত করার প্রতিবাদে উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে কোচবিহার শহরে ধিক্কার মিছিল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের। শুক্রবার কোচবিহার জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয় থেকে এই ধিক্কার মিছিল বের হয়ে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। উল্লেখ্য গত ২৫ মার্চ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তার একটি বক্তব্যে বাম আমলে দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে তার পিতা কমল গুহকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেছিলেন বামফ্রন্ট আমলে কমল গুহ মন্ত্রী থাকাকালী তার বাড়িতেই চাকরির তালিকা তৈরি হতো। কোটাতে চাকরি হত। সেই হিসাবে কমল গুহ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ঘটনার পর উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে সরব সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ কোচবিহার শহরে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে একটি ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, জননেতা কমল গুহ সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু আমারা লক্ষ্য করছি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কমল গুহের পুত্র কমল গুহের নামে কুৎসা রটাচ্ছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আমাদের এই ধিক্কার মিছিল। উদয়ন গুহ যেভাবে কমল গুহকে অপমান করেছেন তার জন্য তাকে কোচবিহারের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উদয়ন গুহ বর্তমানে পাগল হয়ে গিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো আপনার মন্ত্রীকে ডাক্তার দেখান।

দিদির সুরক্ষা কবচে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার, ৩১ মার্চ ঃ কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের গুড়িয়াহাটি ২ অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন তারা। এরপর স্থানীয় একটি শিব মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালার পর তারা একটি কালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী নং ২

ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার (ইঞ্জি), গতি শক্তি ইউনিট, হাওড়া ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ের দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং ১৫_২০২২-২৩ (ওপেন টেন্ডার), তারিখ ৩০.০৩.২০২৩-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। উক্ত টেন্ডারে, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩টার পরিবর্তে ২৬.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩টা। বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ ০৩.০৪.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে ১২.০৪.২০২৩। অন্যান্য সমস্ত নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (HWH-480/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

General Notice

This is to notify that my client Bansari Mohan Sardar, S/o Haran Ch. Sardar of Uttar Kazirhat, P.S. Bishnupur, Dist – 24 Pgs(S) has lost his original deed No.6248/85 dt DSR, Alipore in connection of his property in Mouza-Uttar Kazirhat, Kh. No.797, Dag, 213, 246, 247. P.S. Bishnupur, land measuring 5 dec. If any person/s find the deed please handover the same to the undersigned and any misuse of the deed will be treated illegal, the property is under possession of my client within 15 days.

Sd/-

Debasish Bose (Advocate)

Phone - 9051871445

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১৫-১৯-২৩, তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত স্পেশাল ও মিসসেলিনিয়াস কাজের জন্য ০৫ (পাঁচ)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং; টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ ও টেন্ডার মূল্যমান নিম্নরূপ ঃ ১; ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৫-২৩, তারিখ ৩০.০৩.২০২৩; বিভিন্ন বসতিতে জলের পাইপলাইন বদল ও ১,১০,৪৬,৬৪৯.৫৫ টাকা। ২; ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৬-২৩, তারিখ ৩০.০৩.২০২৩; এসএসই/ওয়ার্কস/বিজেই অধিক্ষেত্রের অধীনে ভোজুডিহ বসতিতে স্টাফ কোয়ার্টার ও সার্ভিস বিল্ডিং-এর মেরামতি ও ১,৯৪,৫১,৯৫২.৩৮ টাকা। ৩; ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৭-২৩, তারিখ ৩০.০৩.২০২৩; অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে আদ্রা ডিভিসনে বোকারো স্টীল সিটি ও আদ্রা স্টেশনে আধুনিকীকরণ ও সংস্কার এবং নিবাসজনের সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত ও ১১,৮৬,১২,২৪০.৪৮ টাকা। ৪; ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৮-২৩, তারিখ ৩০.০৩.২০২৩; অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে আদ্রা ডিভিসনে বাঁকুড়া, চক্রকোনা রোড, গড়বেতা, শালবনী, বিষ্ণুপুর ও আদ্রা স্টেশনে আধুনিকীকরণ ও সংস্কার এবং নিবাসজনের সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত ও ৪১,৫৮,৭২,৮৭৯.৯৭ টাকা। ৫; ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৯-২৩, তারিখ ৩০.০৩.২০২৩; অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে পুরুলিয়া, আনারা, জয়চন্ডীপাহাড়, চান্ডিল, বরাভুম, বার্ণপুর, মধুকুন্ডা স্টেশনে আধুনিকীকরণ ও সংস্কার এবং নিবাসজনের সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্তসহ মধুকুন্ডা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা ও ৪৪,১৪,৫১,৩৭০.০৯ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২১.০৪.২০২৩ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। (PR-1241)

OFFICE OF THE NOWAHATU GRAM PANCHAYAT

At-Murulahar,PO-Jiudaru,PS-Kotshila,Dist.- Purulia,723213.

Memo. No. 157/NGP/ JLD-II/2023 : 30/03/2023

Notice

Pradhan Nowahatu Gram Panchayat invites E-tender as follows: **NIT No.-04(e)/NGP/2022-23 dt.30/03/2023**, for 1 no. of scheme **(TenderID-2023_ZPHD_501208_1 to 2023_ZPHD_501208_16)** within the jurisdiction of Nowahatu Gram Panchayat. Last Date of tender submission is **11.04.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan

Nowahatu GramPanchayat

সংশোধনী নং. ১

তারিখ ৩০-০৩-২০২৩

ক্র. নং. ১ ঃ টেন্ডার নং ঃ এপি/ইএল/১৭/২২-২৩, তারিখ ২৪-০৩-২০২৩, ক্র. নং. ২ ঃ টেন্ডার নং ঃ এপি/ইএল/১৮/২২-২৩, তারিখ ২৪-০৩-২০২৩ এবং ক্র. নং. ৩ ঃ টেন্ডার নং ঃ এপি/ইএল/১৯/২২-২৩, তারিখ ২৪-০৩-২০২৩ -এর দ্বারা প্রকাশিতের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/302

Name of the work: **Installation of M.S 450 mm dia washout assembly on M.S 1600 mm dia raw water main in front of RWPS-II of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,76,096.00.** Earnest money: ₹ **5,522.00.** Period of completion: **07 days.**

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/391

Name of the work: **Dewatering arrangement at various locations of 1500 mm dia SS grid at New Santoshpur Road and Taratala Road to facilitate leak repairing work.** Estimated amount: ₹ **2,71,052.00.** Earnest money: ₹ **5,421.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **17.04.2023 at 2 p.m./19.04.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/390

Name of the work: **Repairing of leakage of MS pipe of 1500 mm dia SS grid at the southern direction of CESC sub-station at Santoshpur Road.** Estimated amount: ₹ **2,66,544.00.** Earnest money: ₹ **5,331.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/380

Name of the work: **Dewatering arrangement to facilitate leak restoration work of 36" dia potable water pipe line at the western side of Jananayak Hemanta Bose Market Building.** Estimated amount: ₹ **2,50,696.00.** Earnest money: ₹ **5,014.00.** Period of completion: **07 days.**

(5) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/383

Name of the work: **Installation of 200 mm dia air release valve complete with necessary pipe line at the connection point of old & new 1600 mm dia raw water main at Raw Water Campus of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,34,269.00.** Earnest money: ₹ **4,685.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **18.04.2023 at 2 p.m./20.04.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 3 to 5).**

(6) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/374

Name of the work: **Sludge disposal from western portion of Road to Majumdar Para adjoining part of Sludge Pond No.-3 of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,93,764.00.** Earnest money: ₹ **5,875.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/389

Name of the work: **Repairing of leaky part of M.S 1500 mm dia SS grid near Gate No.-2 of 25MGD WTP at Santoshpur Road.** Estimated amount: ₹ **2,49,816.00.** Earnest money: ₹ **4,996.00.** Period of completion: **07 days.**

(8) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/289

Name of the work: **Installation of M.S 1600 mm dia blank of raw water main in front of RWPS-II of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,49,063.00.** Earnest money: ₹ **4,981.00.** Period of completion: **03 days.**

(9) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/382

Name of the work: **Construction of M.S structural cover on the connection chamber of 1600 mm dia old & new raw water main at Raw Water Campus.** Estimated amount: ₹ **2,49,885.00.** Earnest money: ₹ **4,998.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **24.04.2023 at 2 p.m./26.04.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 6 to 9).** The bid forms and other details wil be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Director General (S&D), KMC invites tender online item wise/percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/M-15/22-23 (1st Call)

Name of the work: **Operation of 5 nos. of lock gate at the junction of Boat Canal and Tollynullah and 2 nos. of lock gate at the junction of Tollygunge Road and Tollynullah near CLPS/BDPS.** Estimated cost: ₹ **4,85,100.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **150 days.**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/M-17/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Re: Repairing and overhauling of 20 cusec horizontal the pump unit no.-C at CLPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **9,200.00**. Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/M-16/22-23 (1st Call)

Name of the work: **Renovation of the operating system including allied works of 900 mm dia delivery valve for pump unit Batliboi 2 at BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **13.04.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **05.04.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/(S_D)/CEN/PBPS/22-23

Name of the work: **Preparation of DPR for the work construction of deeper sump pumping station within the campus of Palmers Bridge Pumping Station.** Estimated cost: **To be quoted by the bidder.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid (online): **08.04.2023 upto 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from (Bid submission start online): **31.03.2023 at 2 p.m.**

(5) NIT No. : KMC/(S_D)/NOR/DPS/22-23/07 (1st Call)

Name of the work: **Urgent repairing of toilets, bathroom and laying of new SWP line along with other ancillary works at Duttabagan Drainage Pumping Station under S&D Department.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,30,687.31.** Earnest money: ₹ **2,700.00.** Period of completion: **30 days.** Bid submission start date (online): **03.04.2023 at 2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **13.04.2023 at 2 p.m.** Date of opening of technical bid: **17.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.04.2023 at 2 p.m.**

(6) NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/01/22-23 (1st Call)

Name of the work: **Replacement of defective motor protection relay (MICOM 220) including repairing of LRS of H.T pump unit no. G (100 Cusec/360 KW/6 KV/KSB make) at D.L.P.S.** Estimated amount: **Quoted amount.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **10 days.**

(7) NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/02/22-23 (1st Call)

Name of the work: **Repairing with modification of lighting arrangement at Hatisur, EE1 Minor & Ambedkar Bridge D.P.S.** Estimated amount: **Quoted amount.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **18.04.2023 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.04.2023 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

(8) NIT No. : MDPS/DB/LTMCC1/2023 (1st Call)

Name of the work: **Urgent repairing including replacement of damaged components of L.T. MCC Panel-1 of DWF station with other allied works at Duttabagan DPS under MDPS.** Estimated cost: **To be quoted (Estimate value within 2 Lacs).** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **12.04.2023 upto 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.04.2023 at 5 p.m.** onwards from website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (Eelc.)/(S&D), KMC invites e-tender online item/percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DR/GRBU/PD/E1/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Complete repairing and servicing of 5 (five) nos. 20 HP star-delta starter panel of Aerator and allied works at Garden Reach STP under GRBU (S&D).** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **24.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.04.2023 at 5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-1/2023-2024

Name of the work: **Repairing & maintenance of water supply network for gland cooling of SWF pumps & for smooth drinking water supply with allied works at CDPS, KTPS & PDPS under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated cost: ₹ **1,50,175.00.** Earnest money: ₹ **3,050.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **13.04.2023 at 3 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **05.04.2023 (5 p.m.).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Mech.)/Roads, KMC invites quotation/tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SAB-14/2022-23

Name of the work: **Development and installation of water recycle system for vertical water scrubber and allied work of DM-50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: ₹ **4,55,065.62.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **18.04.2023 upto 2 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **20.04.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-67/22-23 (1st Call)

Name of the work: **Development of road surface at 80/1A Lake Road to 80C Lake Road in Ward No.-90, BR-VIII under Road's (M) Department.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,519.10.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **12.04.2023 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.04.2023 after 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (Mech.)/Roads, KMC invites online quotation in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SAB-Q19/2022-23

Name of the work: **Replacement of Slinger conveyor belt guide rollers for DM-50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **18.04.2023 upto 1 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **20.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023 (6 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/268/2022-2023 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of road surface infront of 42B, 61B & 44A, Palm Avenue to avoid water logging in adjacent buildings in Ward No.-65, BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,89,732.09.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/278/2022-2023 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of different damaged road surface at Raja Naba Krishna Street, Raja Raj Krishna Street, Durga Charan Mitra Street and surrounding area under BR-II.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,354.43.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/279/2022-2023 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of damaged road surface at Duff Street, Kailash Bose Street, Kalakar Street, Muktaram Babu Street under BR-IV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,92,832.15.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **20.04.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **06.04.2023 (12 noon) (For Sl. No. 1) and 08.04.2023 (12 noon) (For Sl. No. 2 & 3).**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/266/2022-2023 (1st Call)

Name of the work: **Replacement of gully pit and inspection pit cover and relaying of kerb and channel at some portions of EM By Pass under BR-III.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,538.57.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **13.04.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **04.04.2023 (12 noon).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invited e-tender for the following work :

NIT No. : KMC/WS/M-35/T-58/2022-23

Name of the work: **Restoration of F.W. supply by repairing of leakage or existing 1200 mm dia. dedicated main by Jacketing at Hobcon Road near Viswanath Kanta.** Estimated amount: ₹ **4,03,177.00.** Earnest money: ₹ **8,070.00.** Period of completion: **7 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **17.04.2023 at 1 p.m./19.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/127/140/22-23/PARK (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of Kaladhwani Udyan at Ho-Chi-Minh Sarani in Ward No.-127.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,24,318.75.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **13.04.2023 (Upto 4 p.m.).** Tender will be opened on: **17.04.2023 (4 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **04.04.2023 (From 5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/142/22-23 (2nd Call)

Name of the work: **Maintenance of surface drain at Sagar Kalibari near Premises No.-648 in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,91,004.26.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **08.04.2023 - 12 noon.** The tender will be opened on: **10.04.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(1229/22-23)

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে কটাক্ষ করার কারনে এক সাংবাদিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,৩১ মার্চ ঃ বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু এবং গণমাধ্যমকে অপবিত্র, অসম্মান করবেন না, দেশের মানুষ তা রুখে দেবে' বলেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংস্কৃতিকর্মীরা। ৩১ মার্চশুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'স্বাধীনতা দিবসে শিশুর হাতে ১০ টাকা দিয়ে তার নামে স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করে 'দৈনিক প্রথম আলোর দেশবিরোধী স্বাধীনতাবিরোধী অপসাংবাদিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন' শীর্ষক সমাবেশে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের কার্যকরী সভাপতি স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের জননন্দিত কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম বলেন, 'সাংবাদিকতার সাথে রাজনীতি করতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করবেন না, মানুষকে অসত্য তথ্য দিয়ে গণমাধ্যমকে অপবিত্র করবেন না। আমাদের মৌলিক বিষয়ের ওপর আঁচড় দিলে সহ্য করা হবে না। প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মতো আবার মুখে বাঁশি নেব, কোটি কোটি দেশপ্রেমিক মানুষ স্বাধীনতার সম্মান রাখতে, গণমাধ্যমকে পবিত্র রাখতে ছুটে আসবে।'এ সময় উপস্থিত দেশের প্রায় সব টিভি চ্যানেল এবং সংবাদপত্র ও অনলাইন মাধ্যমে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'সাংবাদিকতা চক্রান্তকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হবেন না। সাংবাদিকতা পবিত্র পেশা, মিথ্যা নয় ঠিক সংবাদ পরিবেশন করুন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আঘাত করলে আমরা ঘরে বসে থাকবো না।'একুশে পদকে ভূষিত স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের জননন্দিত কন্ঠশিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল বলেন, 'স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শিশুর হাতে ১০ টাকা দিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রথম আলো পত্রিকার দায়ীদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। আমরা সমাজের সবার পক্ষ থেকে এই দেশবিরোধী মিথ্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী ডা. অরুপ রতন চৌধুরী তার বক্তব্যয় বলেন, 'জাতিকে হেয় এবং বিভ্রান্তকারী হলুদ সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সম্মান বজায় রাখতে সাংবাদিকতার নামে রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধী চক্রান্ত সাংবাদিকরাও মেনে নেবে না, কোনো মানুষই মেনে নেবে না। আইন অনুযায়ী এ ধরনের অপরাধের বিচার হবে।'স্বাধীনতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাদাত হোসেন টয়েলের সঞ্চালনায় পরিষদ সভাপতি জিন্নাত আলী জিন্না, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ করিম, সৌদি আরব আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈয়দ আনিসুর রহমান, অভিনয় শিল্পী তানভীন সুইটি, দোলাসহ সংগঠনের সদস্যদের সাথে মুক্তিযোদ্ধারাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী, শিক্ষক, ছাত্ররা মানববন্ধনে স্বাধীনতাজ ও সাংবাদিকতার সম্মান বজায় রাখা ও অপসাংবাদিকতার দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে মানববন্ধনে যোগ দেন।স্বাধীনতার অর্জন নিয়ে আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে ৭১ টিভির সংবাদে জানা যায়, প্রথম আলো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা পরিচয় ও মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদটি পরিবেশন করেছে। যে শিশুটির কথা প্রথম আলোর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তার সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। নাম পরিচয় ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।পত্রিকায় বলা হয় শিশুটির নাম জাকির হোসেন, কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায়, ওই শিশুর নাম সবুজ আহমেদ। তার বাড়ী সাভার থানাধীন কুরগাঁও পাড়ায় তার বাবা একজন পেশায় রাজমিস্ত্রি, মা মুন্নী বেগমের তিন সন্তানের মধ্যে মেজো সন্তান সবুজ।প্রথম আলোর তথ্যে বলা হয়েছে, সে দিনমজুর। কিন্তু সাত বছরের শিশু সবুজ আহমেদ প্রথম শ্রেণিতে পড়াশুনা করে এবং স্কুল শেষে মাঝে মাঝে ফুল বিক্রি করে। শামসুজ্জামানের প্রস্তুতকৃত প্রথম আলোর সংবাদে বলা হয়েছে, 'পেটে ভাত না জুটলে স্বাধীনতা দিয়া কি করুম। বাজারে গেলে ঘাম ছুটে যায়। আমাগো মাছ, মাংস আর চাইল এর স্বাধীনতা লাগব' প্রকৃতপক্ষে ওই শিশুটি এ ধরনের কোনো কথা বলেনি।শিশুটি জানিয়েছে, প্রথম আলোর সাংবাদিক শিশুর হাতে ১০টাকা দিয়ে এই ছবি তুলেছে। এতে প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে একটি অশুভ চক্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই মিথ্যা সংবাদ তৈরি ও পরিবেশন করে অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে দেশের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। মহান স্বাধীনতা দিবসে এমন মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ এবং বিশ্বব্যাপী প্রচার করায় বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি ক্ষুব্ধ। এজাহার নামের আসামিসহ অজ্ঞাতনামা আসামিরা অনুমতি ছাড়া মিথ্যা তথ্য উপাত্তসহ মানহানিকর তথ্য প্রকাশ ও প্রচার আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবার উপক্রম ও সহায়তার অপরাধ করেছে।

কাটোয়া এবং ব্যান্ডেল রেলওয়ে স্বাস্থ্য ইউনিটে বহুমুখী স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ ২৭.৩.২০২৩ কাটোয়া রেলওয়ে হেলথ ইউনিটে একটি বহুমুখী স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল এবং ২৯.৩.২০২৩ তারিখে হাওড়ার চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ দেবাশীষ গুহ এর নির্দেশনায় ব্যান্ডেল রেলওয়ে হেলথ ইউনিটে আরেকটি বহুমুখী স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাস্থ্য ইউনিটের স্তরে বহুমুখী স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের উদ্দেশ্য হল প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিশেষত্বে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। রুটিন পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহের পর প্রতিটি উপকারভোগীর ওজন, উচ্চতা এবং বিপি পরিমাপ করা হয়েছিল। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ইসিজি রেকর্ড করা হয়েছিল। রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের মেডিসিন, গাইনোকোলজি, ইএনটি, অর্থোপেডিকস, জেনারেল

সার্জারি, পেডিয়াট্রিক্স এবং ডেন্টাল বিষয়েও রোগ নির্ণয় করা হয়েছে। ডাঃ দেবাশীষ গুহ, মুখ্য মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, হাওড়া সহ ডাঃ সুবিমল গুপ্ত, ডাঃ ভেঙ্কটেশ্বর পান্ডে, ডাঃ ইন্দ্রজিৎ চট্টেজী, ডাঃ সঞ্জয় ঘোষ, ডাঃ রাজেশ মন্ডল, ডাঃ রুক্মিণী দাস, ডাঃ প্রশান্ত দাস, বিভাগীয় মেডিকেল অফিসার কাটোয়া এবং হাওড়া এবং কাটোয়া স্বাস্থ্য ইউনিট থেকে চিকিৎসা কর্মীরা। ডাঃ ভেঙ্কটেশ্বর পান্ডে, ডাঃ ইন্দ্রজিৎ চট্টেজী, ডাঃ আশিস কুমার ভট্টাচার্য, ডাঃ চৈতালি পাত্র, ডাঃ সুখেন গড়াই, ডাঃ রুক্মিণী দাস, ডাঃ এ. সেনগুপ্ত (অতিরিক্ত চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট বিডিসি), ডাঃ অয়ন মন্ডল সিএমপি এবং ব্যান্ডেল হেলথ ইউনিটের মেডিকেল স্টাফরা মাল্টিপারপাস হেলথ চেকআপ ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। কাটোয়া রেলওয়ে হেলথ ইউনিট থেকে প্রায় ১১৩ জন রেল সুবিধাভোগী এবং ব্যান্ডেল রেলওয়ে হেলথ ইউনিটের ১৫৫ জন রেলওয়ে সুবিধাভোগী এই সুযোগটি পেয়েছিলেন। ব্যান্ডেল ও কাটোয়ার স্বাস্থ্য ইউনিটের বাগানে যথাক্রমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পর চারা রোপণ করা হয়।

মালিগাঁওয়ে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনশুল গুপ্তা

মালিগাঁও, ৩১ মার্চ ঃ ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে চাইল্ড ডেভেলপমেঃট সেঃটার উদ্বোধন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনশুল গুপ্তা। উদ্বোধনের সময় উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের চিফ হেল্থ ডিরেক্টর, কেন্দ্রীয় হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর সহ মুখ্য কার্যালয়ের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নিউরো ডেভেলপমেঃটাল সমস্যায় আক্রান্ত যে সমস্ত শিশুর শেখা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাদের জন্য এই চাইল্ড ডেভেলপমেঃট সেঃটার সহায়ক। অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদানের

সময় জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে এই ডেডিকেটেড ক্লিনিকটি সমস্ত পর্যায়ের শিশুদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে ও দ্রুত রোগ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উচ্চমানের যত্ন প্রদান করবে এবং সাহায্য করবে। উপরোক্ত ছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে জেনারেল ম্যানেজারের দ্বারা একটি এইচআর প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স রুমেরও উদ্বোধন করা হয়। এটা অনলাইন ও অফলাইন উভয় পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি ওয়ার্কস্টেশন হিসেবে কাজ করবে। এইচআরএমএস মডিউল, আইপিএএস মডিউল ইত্যাদির মতো সমস্ত পার্সোনাল ডিপার্টমেঃটের কাজ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এখানে পরিচালনা করা হবে। এই অনুষ্ঠানে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে এর সমস্ত মহিলা কর্মচারীদের জন্য একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়। দ্রুত গতিতে ত্রুটিমুক্ত দৈনন্দিন অফিস কাজের জন্য সর্বশেষ ওয়ার্কিং সিস্টেম সহ আপডেট থাকতে চাওয়া কর্মীদের জন্য এই নতুন এইচআর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সহায়ক হবে।

গৃহস্থালি

নতুন আসবাবে সংসার গুছিয়ে নিতে চান কম বাজেটেই পাবেন দারুণ সামগ্রী

নতুন সংসার মানেই নিত্যনতুন সব কিছু। সে নতুন মানুষজনই হোক কিংবা নতুন সামগ্রী। আর কে না জানে ঘর গুছিয়ে তোলার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার আসবাবপত্র ? আসবাব যেমন প্রয়োজনীয় বিষয়, তেমনই তার সঙ্গে

জড়িয়ে থাকে অন্দরসজ্জাও। তাই আসবাব কেনার আগে বেশ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। কম বাজেটেও এখন ছোটখাটো, স্টাইলিশ আসবাব পাওয়া যায়। শুধু ভালভাবে দেখেশুনে কেনার পালা। আপনার নতুন বাড়ি সাজানোর জন্য রইল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস।

প্রথমটা হল, আসবাব কেনার ক্ষেত্রে আগে ঘরের আকারআয়তন ভালভাবে দেখে নিন। কোনও ফ্ল্যাট হলে একরকম আসবাব, আবার বাড়িতে লাগবে মানানসই ফার্নিচার। আবার ভাড়াবাড়ি হলে সেখানে দ্রুত, সহজে অদলবদল করা যায়, তেমন আসবাব কিনলেই ভাল। একটি খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, আলনা বাড়িতে থাকা আবশ্যক। এছাড়া ডাইনিং টেবিল, টিভি ক্যাবিনেট, র‍্যাকও দরকার। তবে মনে রাখতে হবে, এসব জিনিস চিরকালীন নয়। একটা সময় পর বদলাতেই হবে। তা মাথায় রেখে কিনুন। শোয়ার ঘর (ক্কঞ্চএঞ্চ ঙাণডড়) ছোট হলে বক্সখাট কেনা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের। তাহলে খাটের ভিতরের বাক্সে অনেক কিছু রাখা যাবে। তার পাশে লম্বাটে ড্রেসিং টেবিল। ঘরের অন্যদিকে আলমারি। ব্যস, ছিমছাম ভাবে শোয়ার ঘর সাজানোর কাজ শেষ। আলমারি কিনুন ঘরের জায়গা অনুযায়ী। কাঠের ভারী আলমারি ছাড়াও কিনতে পারেন হালকা স্টিল কিংবা ফাইবারের আলমারি। শুধু দেখে নিতে হবে পর্যাপ্ত তাক এবং লকার রয়েছে কিনা। তা কতটা সুরক্ষিত, সেটাও অবশ্যই দেখবেন আলমারি কেনার সময়। এ ধরনের আলমারি কিংবা ড্রেসিং টেবিলের দাম খুব বেশি হয় না। বসার ঘরে বড় সোফাসেট, টিভি ক্যাবিনেটে রাখলে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। তবে জায়গা কম হলে বড় সোফাসেটের বদলে রাখুন সেঃটার টেবিল আর সুন্দর ডিজাইনের হালকা কয়েকটি চেয়ার। দেওয়ালে টিভির তাক কিংবা শোকেস সেট করে নিলে জায়গা বাঁচে অনেকটা। তাতে খরচও কমবে আর এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াও সহজ হবে। চেষ্টা করবেন প্রতি আসবাবের রং পৃথক রাখতে। একটি ঘরে তা বৈচিত্র্য আনে। কাঠ ছাড়াও আজকাল বোর্ড, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম আর প্লাস্টিকের তৈরি আসবাব পাওয়া যায়। সেগুলি হালকা, ছোট ঘরে মানিয়েও যায় বেশ। আর দামও তুলনামূলকভাবে কম। কেনার আগে বেশ কয়েকটি দোকানে রেইকি করে নিতে ভুলবেন না। এতে আপনার ধারণাও স্পষ্ট হবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাজেটটাও একবার আরেকবার দেখে নিতে পারবেন।

বন্ধ রাখার পর এসি চালাচ্ছেন, বিপদ বাড়তে পারে

গরম পড়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরলেই একেবারে ঘামে নেয়ে অবস্থা। রোদের তেজও বেশ প্রখর। তাই এসি চালু করার মতো অবস্থা। কিন্তু বহুদিন ধরে এসি তো বন্ধ। দুম করে চালিয়ে ফেলবেন না, নজরে রাখুন নিচের বিষয়গুলোর ওপরে-

১) বহুদিন এসি বন্ধ থাকার ফলে এসিতে ধুলো ময়লা জমতে পারে। তাই চালানোর আগে অবশ্যই ভাল করে পরিষ্কার করে নিন এসি। নাহলে হঠাৎ করে বিকল হতে পারে এসি।২) নতুন করে এসি কিনতে হলে অবশ্যই ঘরের আয়তন বুঝে এসি কিনুন। না হলে এসির আয়ু বেশিদিন হবে না।৩) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে আগুন লাগা বা বিস্ফোরণ ঘটার অন্যতম কারণ হল এসির গ্যাস লিক হওয়া। তাই বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকার পর, আবার এসি চালাতে গেলে আগে গ্যাস লিক হচ্ছে কি না, সেটা ভাল করে যাচাই করে নিন।৪) একটানা এসি চালানোর ফলে যন্ত্রটির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। সেখান থেকেও অনেক সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। তাই প্রথম চালু করার পরই একটানা বেশিক্ষণ এসি চালাবেন না।

কতটা জল দিতে হবে বাড়িতে রাখা গাছে? সার দেবেন কত পরিমাণ? জানেন কি তথ্য

বাড়িতে ছোট্ট ছোট্ট গাছ। তাতেই বাড়ির সৌন্দর্য বেড়ে যায়। সবুজ পাতাগুলি ক্লান্ত চোখে আরাম দেয়। কিন্তু রোদ ঝড় বৃষ্টিতে এই গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাই যেন দায়। হাজার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয় না। এমন পরিস্থিতি আপনার হলে কয়েকটি ভুল অবশ্যই এড়িয়ে চলবেন। গাছে জল প্রয়োজন। তবে অতিরিক্ত জলের কোনও প্রয়োজন নেই। অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে গাছে ঘন ঘন জল দিয়ে ফেলেন। এতে গাছের ক্ষতি হয়। প্রত্যেক গাছের আলাদা পরিমাণ জল গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তা বুঝে তবেই জল টবে দিন। জলের পাশাপাশি গাছের আলোরও প্রয়োজন হয়। কোনও গাছের জন্য রোদ প্রয়োজন, কোনও গাছ আবার শুধু ছায়ায় রাখা উচিত। এই বিষয়গুলি জেনেই গাছ কিনুন।

ভুল সার ব্যবহার করলেও গাছ নষ্ট হয়ে যায়। আর বাজারের অনেক সারের মধ্যে রাসায়নিক উপাদান থাকে। তাতে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই জৈব সারের উপর ভরসা রাখুন। কোনও কোনও গাছের একটু বেশি আর্দ্রতা প্রয়োজন হয়। সে খেয়াল অনেকেই রাখেন না। এতে গাছের ক্ষতি হয়। চাইলে বাড়িতে স্প্রে রাখতে পারেন। যাতে পাতাগুলিতেও জল দেওয়া যায়। খুব প্রয়োজন না পড়লে গাছের টব পালটানো উচিত নয়। এতে গাছের খুবই ক্ষতি হয়। প্রথমেই ঠিক করে নিন কোন টবে কোন গাছ রাখলে ভাল হয় । তার পরে চিন্তা ভাবনা করে বাড়িতে গাছ লাগান। দেখুন গাছ লাগালেই যে সেই গাছে ফল বা ফুল হবে তার কোনও মানে নেই। কারণ জানেন, কারণ হল গাছে পর্যাপ্ত রোদ বা আলো না পড়লে গাছের বৃদ্ধি হয় না। সেই দিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখা খুবই প্রয়োজন।

শিক্ষা সংস্কৃতি যেখানে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা জগতে সংস্কৃতির মেলবন্ধন অটুট। তারই উপস্থাপনা দেখতে পাওয়া গেল 'অনল পাশ' নাটকটির সূচনায়। স্কুলে বার্ষিক উৎসবে সংস্কৃতি

অতি অবশ্যই স্থান গ্রহণ করবে তা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। নাটকের পর্দা উঠল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের নাটকেরপ্রস্তুতি পর্বের মধ্যে দিয়েই। সেই পরিবেশকে উত্তপ্ত করতে এসে উপস্থিত হলেন প্রভাবশালী মহল দ্বারা পরিবেষ্টিত স্কুল কমিটির সভাপতি। স্কুল কমিটিতে এদের প্রভাব আজও সমানভাবে বিদ্যমান। আবার স্কুলে মধ্যে আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষকদেরও অভাব নেই। তিনি জানেন কেবল স্বচ্ছতা। স্বচ্ছ পরিবেশ না থাকলে স্কুল পরিচালনা করা অসম্ভব। এর জন্যই তাঁর সংগ্রাম। কিন্তু স্কুল কমিটিতে সভাপতি যে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে থাকেন যার কথায় গোটা স্কুল কমিটির সদস্যরা ওঠাবসা করেন। সভাপতি নিলয়বাবু এবং পঞ্চানন পাড়ুই (প্রাক্তন স্কুলে প্রধান শিক্ষক) স্কুলে উন্নয়নের টাকায় হিসাব গরমিল করে রেখে দিয়েছেন। সর্ব শিক্ষা মিশনের দেওয়া টাকার বেহিসাবি খরচ। বর্তমান স্কুলে নতুন প্রধান শিক্ষক অবিনাশ আচার্য এই গরমিল হিসাবকে স্বচ্ছতায় প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই গর্ত থেকে বের হয়ে এসে উপস্থিত হামলা। হামলার ভয় দেখিয়ে বেহিসাবীকে সঠিক বলে চালিয়ে দেওয়ার মতলব উপস্থিত। সভাপতি একা নন, তার সঙ্গে তার সঙ্গপাঙ্গরাও আছে। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজা দেশে'র মতো উদয়ন পণ্ডিতের মতো শিক্ষকেরাও যে যুগে বিরল নয় তার বড় প্রমাণ রেখে গেলেন নতুন প্রধান শিক্ষক অনিবাশ আচার্য। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল। তিনি বিশ্বাস রেখেছিলেন একদিন নতুন সূর্যের উদয় হবে পূব আকাশে আবার নতুন করে আলোর যাত্রা শুরু হবে। তার ডাক তিনি দিয়ে রাখলেন কুশীলবদের সঙ্গে-'সওদাগর নৌকা ভাসাও।' এই রকম আদর্শ চর্চিত নাটক কলকাতার রবীন্দ্র সদনে উপস্থাপিত করলো 'অন্য চেতনা'। প্রধান শিক্ষক অবিনাশ আচার্যের চরিত্রে অভিনয় করেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পঞ্চানন পাড়ুই এর ভূমিকা. ছিলেন শ্যামল ভট্টাচার্য। স্কুল বোর্ড সভাপতি নিলয় সামন্তের চরিত্রেঅভিনয়ে ছিলেন অলকেন্দু মণ্ডল। এছাড়া মস্তান লাট্টু চরিত্রের অভিনয়ে দক্ষতা প্রকাশ করেছেন সঞ্জয় বসাক। সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্যচেতনা' নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব ছিলেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য।

মণীশ সিসোদিয়ার জামিনের আর্জি খারিজ করল দিল্লি আদালত

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। সিবিআইয়ের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। আজ শুক্রবার সিসোদিয়ার জামিন আর্জি খারিজ করেন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের বিচারক এম কে নাগপাল। দিল্লি আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে দুর্নীতির অভিযোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি একটানা জিজ্ঞাসাবাদের পরে দিল্লির তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। প্রথমে বেশ কয়েকদিন নিজের হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পরে জানায় আম আদমি পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতাকে জেল হেফাজতে পাঠানোর আর্জি জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই আর্জিতে সায় দিয়ে সিসোদিয়াকে তিহাড় জেলে পাঠায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। সিবিআইয়ের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী। যদিও তাতে সাড়া দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। তার পরেই দিল্লির বিশেষ আদালতের বিচারক এম কে নাগপালের এজলাসে জামিনের আর্জি জানান সিসোদিয়া। স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা এবং পড়াশোনার জন্য ছেলের বিদেশে থাকার কথাও উল্লেখ করেছিলেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী। সিবিআই যখন ডাকবে তখনই সাড়া দেবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। গত ২৪ মার্চ জামিন আর্জির শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারক এম কে নাগপাল। এদিন রায় দিতে গিয়ে সিসোদিয়ার জামিন আর্জি নাকচ করে দেন তিনি।

মহাব্যবস্থাপক জনাব চন্দ্র বীর রমন মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের দারোয়ান জনাব স্যামুয়েল মুকেশ শকে স্মারক পত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেন।

কেজরীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

আহমেদাবাদ, ৩১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মামলায় গুজরাট হাই কোর্টে ধাক্কা খেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। শুক্রবার গুজরাট হাই কোর্ট মুখ্য তথ্য কমিশন (সিআইসি)-এর নির্দেশকে খারিজ করে দেয়। কেজরীওয়াল সিআইসির কাছে মোদীর বিএ এবং এমএ পাশের শংসাপত্র দেখতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে সিআইসি প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই শংসাপত্র দেখানোর নির্দেশ দেয়। তার বিরুদ্ধেই আদালতে গিয়েছিল গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়। গুজরাট হাই কোর্টের বিচারপতি বীরেন বৈষ্ণবের একক বেঞ্চ শুক্রবার সিআইসির নির্দেশকে খারিজ করে দেয়।

দত্ত বাড়ির অন্নপূর্ণা পূজো বিপিন ভবনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ প্রায় ১৫০ বছরের পুরানো অন্নপূর্ণা পূজোর আয়োজন হয়েছিল রাজপুরের দত্তবাড়ি বিপিন ভবনে। তিন দিন ধরে নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পুজো সম্পন্ন করার পরে গতকাল ছিল সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই পুজোর বির্সজন অনুষ্ঠানের আগে হয় ন্যারা পোড়া। তার ঠিক পরের দিন হয় দোল খেলা। সেই দোলে স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দত্তবাড়ির সকল সদস্যই অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে তিন দিন ধরে দত্তবাড়িতে ভোজের আয়োজনও করা হয়। সকাল রাত্রি দু বেলাই মহাভোজের মধ্যে দিয়ে আনন্দ অনুষ্ঠানে সকলে যে খুশী হয়েছেন তা নিজে চোখে না দেখলে বোঝাই যাবে না। রাতে মহাধুমধামের সঙ্গে করা হয় বির্সজন।

হিসারে গাছে ধাক্কা মারল গাড়ি, ৬ জন যুবকের প্রাণ গেল

হিসার, ৩১ মার্চ ঃ হরিয়ানার হিসারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন যুবকের। সকলেই বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। মৃতদের বয়স ২২-২৫ বছরের মধ্যে। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রহা আদমপুর সড়কে। গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে মোট ৭ জন ছিলেন, ৬ জনের মৃত্যু হলেও একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের নাম সাগর, শোভিত, অরবিন্দ, অভিনব, অশোক ও দীপক। আহতের নাম ভুবনেশ (২৩)। মৃতদের বাড়ি হিসার জেলার আদমপুর ব্লকে।

সিলিন্ডার ফেটে বুলন্দশহরে বাড়িতে বিস্ফোরণ

বুলন্দশহর, ৩১ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে ফাঁকা জমির মাঝে অবস্থিত একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। শুক্রবার বুলন্দশহরের দেবীপুর এলাকায়। জেলাশাসক চন্দ্র প্রকাশ সিং বলেছেন, আমরা মাঠের মাঝখানে একটি বাড়িতে একটি বিস্ফোরণের খবর পেয়েছি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার করি। বিস্ফোরণের কারণ খুঁজতে তদন্ত চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি সিলিন্ডার পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তের স্বার্থে স্থানীয় মানুষজনের জন্য কথা বলছে পুলিশ।

আজ জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন নভজ্যোত সিং সিধু

চণ্ডীগড়, ৩১ মার্চ ঃ আগামীকাল শনিবার জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার তথা পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু। জেলের অন্দরে সুবোধ বালকের মতো আচরণ করায় এবং সব নিয়ম মেনে চলায় মেয়াদ শেষের প্রায় দেড় মাস আগেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। আজ শুক্রবার প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির টুইটার হ্যান্ডেল থেকে ওই জেল মুক্তির কথা জানানো হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন দশক আগে ১৯৮৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর গাড়ি পার্ক করাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন জাতীয় দলের ক্রিকেটার সিধুর সঙ্গে পাতিয়ালার বাসিন্দা গুরুনাম সিংয়ের বচসা বাঁধে।

Name Change

I, ASIF EQBAL GAZIANI S/o ASIF EQBAL GAZIANI resident of 66/A COLOOTOLA STREET, JORASANKHO KOLKATA 700073, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name ABDUR REHMAN GAZIANI instead of ABDUR REHMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. ABDUR REHMAN GAZIANI and ABDUR REHMAN both are same and one identical person.

Name Change

I, BIMAL SAHA (old name) S/o BASUDEB SAHA resident of S.V ROAD EAST SIBACHAL BATTALA, PO BIRATI , PS NIMTA , NORTH 24 PARGANAS 700051, WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as) BIMAL CHANDRA SAHA,vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. BIMAL SAHAand BIMAL CHANDRA SAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD SAJID (old name) S/o MD. JAMAL resident of 41/E, GOLAM JILANI KHAN ROAD, P.O & P.S- TILJALA, KOLKATA- 700039 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD. SAJID, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. MOHAMMAD SAJID and MD. SAJID both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD JAMAL (old name) S/o MD. USMAN resident of 41/E, GOLAM JILANI KHAN ROAD, P.O & P.S- TILJALA, KOLKATA- 700039 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD. JAMAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. MOHAMMAD JAMAL and MD. JAMALboth are same and one identical person.

Name Change

I, AROBINDU SARKAR (old name) S/o BISHNUPADA SARKAR resident of Vill& PO- Dharmapur, PS-Gaighata, Bongaon, Pin-743249 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforthbe known as) AROBINDO SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. AROBINDU SARKAR and AROBINDO SARKARboth are same and one identical person.

Name Change

I, MEHETAF SANPUI resident of Beramara, PO-Beramara, Sub Dist-Magrahat-II, Dist-South 24 Parganas, Pin-743609 WEST BENGAL, Indiado hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name MD MAHIUDDIN SANPUI instead of MAHIUDDIN SANPUI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. MD MAHIUDDIN SANPUI and MAHIUDDIN SANPUI both are same and one identical person.

Name Change

I, MADHUMALA MUKHERJEE (old name) D/o LATE GOUR DAS MUKHERJEE resident of Urbashi-402, 3rd Floor, 329, Indira Gandhi Road, Konnagar, Uttarpara, Hooghly-712235 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforthbe known as) MALA CHATTERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. AROBINDU MADHUMALA MUKHERJEE and MALA CHATTERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, PINKI ALI ASGAR ALI SHEIKH alias SHEIKH PINTU ALI ASGAR ALI (old name) S/o ASGAR ALI ASRAF ALI SHEIKH resident of Vill: Saibana, PO-Pandua, Hooghly Rural, Pin-712149 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforthbe known as) SK SAIDUL ALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. AROBINDU PINKI ALI ASGAR ALI SHEIKH, SHEIKH PINTU ALI ASGAR ALI and SK SAIDUL ALI allare same and one identical person.

Name Change

I, KHANDAKAR NASIRUDDIN MD (old name) S/o KHANDAKAR MD IYAKUB resident of FURFURA MOLLAPARA, PS JANGIPARA, Hooghly Rural, 712706 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KH MDNASIRUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/03/2023. KHANDAKAR NASIRUDDIN MD and KH MD NASIRUDDIN all are same and one identical person.

ফলন্ত আম গাছ প্রকাশ্যে কেটে সাফ, প্রশাসন ও বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক চাপানোতোর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মার্চ ঃ আম থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে কেটে সাফ আম বাগান, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন ও বন দফতরের ভূমিকা, গোটা ঘটনায় শুরু রাজনৈতিক চাপানোতোর। আমের জেলা মালদা। আমের মরশুমের প্রাক্কালে আমের জেলাতেই মুকুল ও আম চলে আসা অবস্থায় নির্বিচারে আম গাছ কাটার অভিযোগ। প্রশ্নের মুখে বনদপ্তরের ভূমিকা। গাছ কাটায় ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য মালদার চাঁচলের মকদম পুরে। মালদা জেলার আম বিখ্যাত সারা দেশে। জেলার ব্যবসা, জেলার অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভর আমের উপর। আসন্ন আমের মরশুম। ইতিমধ্যে প্রতিটি আমগাছেই ব্যাপক পরিমাণে মুকুল চলে এসেছে গাছে, আবার কোনো গাছে মুকুলের পাশাপাশি ধরেছে আম। আর এরকম আবহতেই এক সাথে টানা প্রায় ১৪ টি আম গাছ কাটার অভিযোগ উঠল মালদার চাঁচল থানার মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরপুরে। দিনের আলো হোক বা রাতের আঁধার প্রতিনিয়ত চলছে বৃক্ষ নিধন যোগ্য। একের পর মুকুল থাকা অবস্থায় কাটা হচ্ছে আম গাছ। মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও পরিবেশপ্রেমীরা। মালদা জেলার আম বিশেষজ্ঞ ড. কমল কৃষ্ণ দাস বলেন, যে কোনো গাছ কেটে ফেলা সামাজিক ভাবে অপরাধ। মালদা জেলা আমের জেলা, আর সেই আমের জেলায় অবাধে কেটে ফেলা হচ্ছে আমগাছ। এই ঘটনা সত্যি নিন্দাজনক। মালদা জেলা বনদপ্তর কিভাবে এই গাছ কাটার অনুমতি দেয়। পরিবেশ প্রেমী তথা চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক নীহার রঞ্জন দাস বলেন, রাতের অন্ধকার হোক বা প্রকাশ্য দিবালোক অবলীলায় চলছে বৃক্ষ নিধনযোগ্য। প্রশাসন দেখেও নিশ্চুপ হয়ে আছে। আমের মরশুমে এই মুহূর্তে আম গাছ কাটা আইনত দণ্ডনীয়। আমরা মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাই। আগামীতে গাছ কাটার আমরা ঘোর বিরোধী। আগামীতে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছি। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে চাঁচল রেঞ্জের বনদপ্তরের আধিকারিক মনীন্দ্রনাথ কর্মকার কে ধরা হলে তিনি জানান, গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নিয়ম মেনেই কাটা হচ্ছে। যদি মালদা রেঞ্জের বনদপ্তর বিভাগকে ফোনে ধরা হলে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মুকুল থাকা অবস্থায় কোন আম গাছ কাটার এক্তিয়ার নেই। যেখানে জেলা বনদপ্তর বলছে মুকুল থাকা অবস্থায় আমগাছ কাটা যাবে না সেই অবস্থায় চাঁচল বনদপ্তর কিভাবে অনুমতি দেয় সেটা নিয়ে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন! আর এই সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হযেছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির চাঁচল ব্লকের কো-কনভেনার প্রসেনজিত শর্মা বলেন, শাসকদলের মদত ছাড়া আম গাছ কাটা সম্ভব না। তৃণমূল নেতাদের মদতে বনদপ্তর এই আম গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। চাঁচল ১ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শেখ আফসার আলী বলেন, গাছ কাটা সামাজিক অপরাধ। তবে বিজেপি যে অভিযোগ করছে তা একেবারে মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন। প্রশাসনের ভূমিকায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ আমরা।

উত্তরকন্যা অভিযানের আগে কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন দিতে উত্তরে মীনাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ মার্চ ঃ ১৩ এপ্রিল শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা আভিযান। এর আগে কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন দিতে উত্তরে ডিওয়াইএফআই -এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী। এদিন আলিপুরদুয়ারে র‍্যালির পাশাপাশি কর্মীসভায় যোগ দেন যুবনেত্রী। এদিন ডিওয়াইএফ আইয়ের যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি সাংবাদিকদের বলেন,

চিরকাল এরা তো ঘুরিয়ে দেওয়ারই কাজ করে। সরকারের কাজ প্রমান করা শাস্তি দেওয়া। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, নিজের সরকারি কর্মীদের চোর- ডাকাত বলে ডাকে। এটা নিয়ে কি বলা যায়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন এতো বছর বাদে কেন? আমাদের আমলে দুর্নীতি হলে শাস্তি পাবে। জব কার্ডের টাকা কারা মারলো তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। এই ব্যাপারে বামপন্থীরা ময়দানে আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি যুব কর্মীদের পঞ্চায়েতে মর্যাদা ফেরাতে এগিয়ে আসতে আহবান জানান। পঞ্চায়েত কি শান্তিপূর্ণ ভোট হবে এই প্রশ্নে সাংবাদিক দের প্রশ্ন করেন আপনারা কি চান? শতরূপের ২২ লক্ষের গাড়ি প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন হরিশ চ্যাটার্জি লেনে ৩৪ প্লটের কি হবে? শুন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, স্থায়ী নতুন পদ তৈরি, দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনীতি বন্ধের দাবিতে ১৩ এপ্রিল উত্তরকন্যা অভিযান ডি ওয়াই এফ আই এর। এর আগে উত্তরের ময়দান ঝালিয়ে নিতে র‍্যালি ও কর্মীসভা শুরু করেছেন মীনাক্ষী মুখার্জি।

জঞ্জালমুক্ত শহর গড়ার বার্তা দিয়ে বর্ধমান পৌরসভার স্বচ্ছ মশাল মিছিল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ মার্চ ঃ জঞ্জালমুক্ত বর্ধমান শহর গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে বর্ধমান পৌরসভা। যত্রতত্র জঞ্জাল না ফেলা, বাড়ির আনাচে- কানাচে জল জমতে না দেওয়া সহ প্লাস্টিক মুক্ত বর্ধমান শহর গড়ে তোলার প্রচার চালাচ্ছে বর্ধমান পৌরসভা। শুক্রবার বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে স্বচ্ছ মশাল মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। এই মিছিলটি বর্ধমান শহরের টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে বর্ধমান শহরের কোট চত্বরে সিধু কানু প্রাঙ্গন পর্যন্ত করা হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভায় কর্মরত নির্মল বন্ধুরা। এই স্বচ্ছ মশাল মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলর শাহাবুদ্দিন খান, বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলর রত্না রায়, সন বক্সী, রূপালী কৈবর্ত, স্বীকৃতি হাজরা, চন্দ্রা দাস, উমা সাঁই, ইন্তেকাব আলম সহ বর্ধমান পৌরসভার আধিকারিকবৃন্দ। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইছে রাজ্যের প্রতিটি শহর, প্রতিটি গ্রাম পরিস্কার পরিচ্ছন্য থাকুক। বর্ধমান শহরকে পরিচ্ছন্য রাখার জন্যে এর আগে অনেক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। মানুষকে আবেদন জানানো হয়েছে। এবারও বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে জঞ্জালমুক্ত বর্ধমান শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ মিছিলের আয়োজন করা হল।

পৌরবাসীর কাছে প্লাস্টিক মুক্ত বর্ধমান শহর গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। শুধুমাত্র বর্ধমান পৌরসভাকে নয়, পৌরবাসীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে বর্ধমান শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। মানুষ সচেতন না হলে বর্ধমানকে পরিস্কার পরিচ্ছন রাখা সম্ভব হবে না। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, আবর্জনা মুক্ত শহর গড়ে তোলার জন্যই এদিনের মিছিলের আয়োজন। বর্ধমান শহরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সবাই মিলে জঞ্জালমুক্ত এবং আবর্জনা মুক্ত শহর গড়ে তোলাই সকলের লক্ষ্য হোক। এদিন পরিচ্ছন বর্ধমান গড়ার জন্য উপস্থিত কাউন্সিলারদের শপথ বাক্য পাঠ করান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অভিযানের ডাক দিলো দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দুর্নীতি ও ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ অভিযানের ডাক দিলো দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির মহানন্দার ঘাট থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলটি শিলিগুড়ি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে মহকুমা পরিষদের সামনে এসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। এরপর দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাদের দাবিদাবার সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে। বামফ্রন্টের দাবী দাবা গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতে অবিলম্বে বকেয়া মজুরি প্রদান করতে হবে, দ্রুত ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে, গরিব মানুষদের বালু পাথর তোলার অধিকার প্রদান করতে হবে। এই দাবিগুলি নিয়েই এদিন তারা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়।

স্কুলের পাঁচিল টপকে চম্পট, নিখোঁজ বহরমপুরের সরকারি হোমের ১১ কিশোর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৩১ মার্চ ঃ বহরমপুরের সরকারি হোমের আবাসিক ১১ জন কিশোর নিখোঁজ। সূত্রের খবর, হোমের গার্ড তাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পর কিশোররা পাঁচিল টপকে চম্পট দেয়। স্কুলের পাঁচিলের কাছে একটি বেঞ্চ উদ্ধার হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সেই বেঞ্চের সাহায্যেই চম্পট দিয়েছে ওই কিশোরেরা। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। শুক্রবার সকাল থেকে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল হোমের কাছাকাছি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল যায় ১১ জন কিশোর। তারপর থেকে আর খোঁজ মেলেনি কাজি নজরুল ইসলাম শিশু হোমের আবাসিকদের। হোম থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার সময় গার্ড থাকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, স্কুলে টিফিন চলাকালীন পাঁচিল টপকে পালিয়ে গিয়েছে তারা। গতকাল রাতেই বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু স্কুলের চোখ এড়িয়ে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন সপ্তম থেকে দশম শ্রেণির ১১ জন পড়ুয়া দল বেঁধে চম্পট দিল, তা নিয়েও রহস্য দানা বেঁধেছে। তারা নিজেরাই পালিয়েছে নাকি কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের অপহরণ করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চালসায় জানালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ির মাদুরা বস্তি এলাকায় ঘরের জানালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরি গিয়েছে সোনার গয়না ও টাকা। শুক্রবার বিষয়টি নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা রবি রায়ের বাড়িতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। রবি রায় জানান, বাড়ি বানানোর জন্য একটি বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে টাকা এনে ঘরে রেখেছিলেন। আলমারির ভেতরে রাখা ছিল টাকা ও সোনার গয়না। অভিযোগ, জানালা ভেঙে ঘরে ঢোকে চোর। এরপর আলমারির তালা ভেঙে টাকা ও গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। পাশে ছেলে ঘুমিয়ে থাকলেও সে টের পায়নি। এদিন খবর পেয়ে সেখানে যায় মেটেলি থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মেটেলি থানা সূত্রে খবর।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগর এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করলেন মেয়র গৌতম দেব।

জল না বিষ পান করছেন এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মার্চ ঃ জল না বিষ পান করছেন এলাকার মানুষ। এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। টিউবওয়েল জল থেকে আয়রন পড়ছে। সেই আয়রন জলই ফিল্টার করে খেতে হচ্ছে এলাকার মানুষদের। বালির মধ্যে জল ঢালা হচ্ছে । সেই জল ফিল্টার করে অন্য পাত্রে রেখে তারপর সেই জল খাচ্ছেন এলাকার মানুষ। তবে যে বালির মধ্যে জল ঢালা হচ্ছে সেই সাদা বালি লাল হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের এখনো পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। এমনই ছবি দেখা গেল কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের সিলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খালতীপুর সহ আরো বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসক এমনকি পঞ্চায়েতকে বহুবার জানানো হলো আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের কোন সুরাহা হয়নি। এলাকার মানুষেরা এদিন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৩১ মার্চ ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হলেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের জলঘর মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে কয়েক ঘণ্টা বালুরঘাট-তপন রুটে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, বারবার দাবি জানিয়েও কাজ না হওয়ায় সমস্যায় পড়েন নিত্য যাত্রী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জলঘর পঞ্চায়েতের জলঘর থেকে তেলাপুকুর পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার মাটির রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। বর্ষার সময় ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় বাসিন্দাদের। তেলাপুকুর গ্রামে প্রায় ১০০ পরিবারের বসবাস। স্কুল সহ অফিস, বিভিন্ন কাজে ওই রাস্তা দিয়েই প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয়। প্রায় তিন মাস আগে পাকা রাস্তার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন গ্রামবাসীরা। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত কাজ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গেলেও এই রাস্তা আজও হয়নি। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, পথশ্রী প্রকল্পে এই রাস্তা নেই। সেকারণেই পুনরায় আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা।

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

(HWH-479/2022-23)

www.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি শুরু করলেন পাপিয়া ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। এদিন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২৬ নং ওয়ার্ডে দলীয় কর্মীদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দেন তিনি। এরপর পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হাই মাদ্রাসা স্কুলে যান। স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন পাপিয়া ঘোষ। এদিনের এই ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচিতে পাপিয়া ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা, প্রতুল চক্রবর্তী, কমল আগরওয়াল, মিলন দত্ত, সন্তোষ সাহা, অসীম অধিকারী সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। জানা গেছে এদিন ৬,৭,৮,৯,১০,১১,২৫,২৬ নং ওয়ার্ডে ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি চলবে।

CORRIGENDUM FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF

TTI ENTERPRISE LIMITED

Corporate Identification Number: L67120WB1981PLC033771;
Registered Office: Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata-700001, West Bengal, India;
Contact Number: +033-30229197; Website: www.ttienterprises.com; Email Address: tti1711@gmail.com.

This Corrigendum to Offer for Revision of Offer Price is being issued by CapitalSquare Advisors Private Limited, the Manager to the Offer (*'Manager'*) for and on behalf of V S Ranganathan (*'Promoter Acquirer 1'*), Bindu K C (*'Promoter Acquirer 2'*) and Kanakavally Prathapan Karumanthra (*'Promoter Acquirer 3'*) (Promoter Acquirer 1, Promoter Acquirer 2 and Promoter Acquirer 3 are hereinafter collectively referred to as *'Promoter Acquirers'*), in respect of the open offer for acquisition of up to 66,05,150 (Sixty-Six Lakhs Five Thousand One Hundred and Fifty) fully paid-up equity shares of face value of ₹10.00/- (Indian Rupees Ten Only) each (*'Equity Shares'*) representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the voting share capital of TTI Enterprise Limited (*'TTIENT'* or *'Target Company'*) in accordance with the provisions of Regulations 3 (2) and 4 and such other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto (*'SEBI (SAST) Regulations'*), and is being published on Saturday, April 01, 2023, in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All India Editions), Jansatta (Hindi daily) (All India Editions), Duranta Barta (Bengali daily) (Kolkata Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi daily) (Mumbai Edition) (*'Newspapers'*) (*'Corrigendum to the Offer for Revision of Offer Price'*), and is to be read in conjunction with the:

(a) Public Announcement dated Wednesday, July 06, 2022 (*'Public Announcement'*);
(b) Detailed Public Statement dated Tuesday, July 12, 2022, which was published on Wednesday, July 13, 2022, in the Newspapers, (*'Detailed Public Statement'*);
(c) Draft Letter of Offer dated Wednesday, July 20, 2022 (*'Draft Letter of Offer'*);
(d) Letter of Offer dated Friday, October 21, 2022, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and Form SH-4 Securities Transfer Form (*'Letter of Offer'*);
(e) Corrigendum to the Letter of Offer dated Monday, October 31, 2022, which was published in the Newspapers on Tuesday, November 01, 2022 (*'Corrigendum to the Letter of Offer'*);
(f) Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company dated Monday, October 31, 2022, which was published in the Newspapers on Tuesday, November 01, 2022 (*'Recommendations of IDC'*);
(g) The dispatch of Letter of Offer confirmation advertisement dated Monday, October 31, 2022, which is being published in the Newspapers on Tuesday, November 01, 2022 (*'Dispatch Confirmation Advertisement'*);
(h) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement dated Tuesday, November 01, 2022, which was published in the Newspapers on Wednesday, November 02, 2022 (*'Pre-Offer Advertisement'*); and
(i) Intimation of Extension of Offer Period Advertisement dated Wednesday, November 23, 2022, which was published in the Newspapers on Thursday, November 24, 2022 (*'Extension of Offer Period Advertisement'*).

(Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Corrigendum to the Letter of Offer, Recommendations of IDC, Dispatch Confirmation Advertisement, Pre-Offer Advertisement, Extension of Offer Period Advertisement, and, Corrigendum to the Offer for Revision of Offer Price are hereinafter referred to as the *'Offer Documents'*);

(j) BSE Limited's Settlement for Offer to Buy Acquisition Window (Takeover) of TTI Enterprise Limited notice is accessible at https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DispNewNoticesCirculars.aspx?page=20221123-3.

The capitalized terms used but not defined in this Corrigendum to the Offer for Revision of Offer Price shall have the meaning assigned to such terms in the Offer Documents.

On Friday, October 14, 2022 Securities and Exchange Board of India, had issued an observation letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2022/52361/1' (**'SEBI Observation Letter'**), however, the Target Company had failed to receive the RBI Approval for the acquisition of up to 66,05,150 (Sixty-Six Lakhs Five Thousand One Hundred and Fifty) Equity Shares, representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital and change in shareholding of the Target Company, the Target Company in terms of Paragraph 61 of Chapter IX of Section III of Master Direction - Non-Banking Financial Company - Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016, bearing notification number DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 01, 2016. However, in order to ensure compliance with the said SEBI Observation Letter and in accordance and compliance with the provisions of Regulation 18 (8) of the SEBI (SAST) Regulations, the Tendering Period commenced on Thursday, November 03, 2022, and ended on Thursday, November 17, 2022. The details of the Equity Shares being tendered during the said Tendering Period are tabulated as under:

Mode of tendering	Number of Bids	Number of Equity Shares bided	Equity Shares rejected/ returned			Number of Equity Shares accepted		
			Number of Equity Shares	Percentage of Offer Size	Percentage of Voting Share Capital	Number of Equity Shares	Percentage of Offer Size	Percentage of Voting Share Capital
Demat	5	6,13,858	--	--	--	6,13,858	9.29%	2.42%
Physical	0	0	0	0.00%	0.00%	--	--	--
Total	**05**	**6,13,858**	--	--	--	**6,13,858**	**9.29 %**	**2.42 %**

Thereafter, on Tuesday, March 21, 2023, the Reserve Bank of India vide letter bearing reference number 'KOL.DoS. RSG.No./S2828/08.02.400/2022-23', granted approval for change in Shareholding of the Target Company.

On the culmination of the aforesaid facts, we would like to inform you that, the offer price of ₹13.50/- (Indian Rupees Thirteen and Fifty Paise Only) (*'Original Offer Price'*), is hereby revised considering the interest factor at the rate of 10.00% (Ten Percent) per annum on the Original Offer Price for the period of delay to all the eligible Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the said Offer at the rate of 10.00% (Ten Percent) per annum in accordance with and in compliance with the provisions of Regulation 18 (11A) of the SEBI (SAST) Regulations (*'Interest'*), the calculation of which is encapsulated as under:

Particulars	Offer price	Schedule Due Date for payment	Actual Date of Payment	Delay for making payment	Interest Factor	Interest Amount	Revised Price
Revised Offer Price	₹13.50/-	Friday, November 25, 2022	Thursday, April 06, 2023	133 Days	10.00% per annum	Re.0.49/-	₹13.99/-

As per the interest calculation, the Original Offer Price of ₹13.50/- (Indian Rupees Thirteen and Fifty Paise) adding up the interest factor of Re.0.49/- (Forty-Nine Paise), aggregating to a revised offer price of ₹13.99/- (Indian Rupees Thirteen and Ninety-Nine Paise) per Offer Share (*'Revised Offer Price'*), aggregating to a total amount of ₹85,87,873.42/- (Indian Rupees Eighty-Five Lakhs Eighty-Seven Thousand Eight Hundred Seventy-Three and Forty-Two Paise Only) shall be paid to the Public Shareholders by the Promoter Acquirers whose Equity Shares have been validly tendered in this Offer, on Thursday, April 06, 2023. The amount of interest will be paid by Purva Sharegistry India Private Limited (*'Registrar to the offer'*).

The Promoter Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Offer for Revision of Offer Price and for their obligations as prescribed under the SEBI (SAST) Regulations.

Issued by the Manager to the Offer

CAPITALSQUARE® Teaming together to create value

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED
205-209, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (E), Mumbai 400093, Maharashtra, India;
Contact Number: +91-22-66849999;
Email Address: mb@capitalsquare.in/ investor.grievance@capitalsquare.in;
Contact person: Viveka Singhal;
Website: www.capitalsquare.in;
Contact Person: Mr. Viveka Singhal;
SEBI Registration Number: INM000012219;
Validity: Permanent;
Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863.

On behalf of the Promoter Acquirers
Sd/-
Mr. V S Ranganathan
(Promoter Acquirer 1)

Date: Friday, March 31, 2023
Place: Mumbai

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/021/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 21.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/022/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 22.**
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/023/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 23.**
(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/024/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 24.**
(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/025/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 25.**
(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/026/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 26.**
(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 27.**
(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/028/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 28.**
(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/038/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 38.**
(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/039/PIT/22-23/R Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No. 39.**
(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/021/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 21.**
(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/023/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 23.**
(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/024/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 24.**
(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/022/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 22.**
(15) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 27.**
(16) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/028/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 28.**
(17) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/038/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 38.**
(18) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/039/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 39.**
(19) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/025/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 25.**
(20) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/026/COL/22-23/R Name of work : **Removal of chokage and repairing of inspection pit, Catch pit etc. at different places in Ward No. 26.**
(21) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/021/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 21.**
(22) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/022/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 22.**
(23) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/025/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 25.**
(24) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/038/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 38.**
(25) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/023/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 23.**
(26) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/028/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 28.**
(27) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/024/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 24.**
(28) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/026/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 26.**
(29) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 27.**
(30) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/039/POT/22-23/R Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Road at different places in Ward No. 39**; Estimated cost (Including GST and CESS) : **₹ 1,50,000.00 (For Sl. No. 1 to 13, 29 & 30), ₹ 2,00,000.00 (For Sl. No. 14 to 18), ₹ 1,00,000.00 (For Sl. No. 19 to 20, 27 & 28), ₹ 2,00,000.00 (For Sl. No. 21 to 24), ₹ 2,10,000.00 (For Sl. No. 25), ₹ 2,50,000.00 (For Sl. No. 26)**; Earnest Money : **₹ 3,000.00 (For Sl. No. 1 to 13, 29 & 30), ₹ 4,000.00 (For Sl. No. 14 to 18), ₹ 2,000.00 (For Sl. No. 19 to 20, 27 & 28), ₹ 4,000.00 (For Sl. No. 21 to 24), ₹ 4,200.00 (For Sl. No. 25), ₹ 5,000.00 (For Sl. No. 26)**; Period of Completion : **365 days (For Sl. No. 1 to 10), 180 days (For Sl. No. 11 to 20), 240 days (For Sl. No. 21 to 30)**; Last date and time of submission of bid : **11.04.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 to 30)**; The tender will be opened on : **13.04.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 to 30)**; The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 30)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 30).**

1231/22-23

আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত নীতীশ রানা

চণ্ডীগড়, ৩১ মার্চঃ আর একটা রাত। আগামী কাল আইপিএল অভিযান শুরু করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। নতুন মরসুমে পুরোপুরি নতুন রূপে কেকেআর। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে অনেক বড় নাম। কিন্তু আইপিএলে প্রথম। তেমনই অধিনায়ক নীতীশ রানা ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লিকে সাদা বলে নেতৃত্ব দিলেও এ বারই প্রথম আইপিএলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শনিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযান শুরু করছে কেকেআর। মোহালিতে প্রথম ম্যাচের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেকেআর অধিনায়ক নীতীশ রানা। কোচ থেকে মরসুম শুরু নিয়ে নানা বিষয়ে কথা বললেন রানা। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত এই দলকে কীভাবে গড়ে তুলছেন, তারকা ক্রিকেটারদেরই বা কীভাবে সামলাচ্ছেন, এমন অনেক বিষয়ই উঠে এল নীতীশের কথায়। নতুন ভূমিকার জন্য কতটা তৈরি নীতীশ? বলছেন, ‘‘ক্যাপ্টেন্সির ট্যাগ নতুন হলেও লিডারশিপের ভূমিকায় গত দু-তিন বছর ধরেই রয়েছি। নতুন মরসুমের জন্য খুবই উত্তেজিত। নতুন কোচ চান্দু স্যারের (চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত) ক্রিকেট দর্শনের সঙ্গে আমাদের খেলার ধরণ পুরোপুরি মেলে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে যারা ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচও খেলেছে, তাদের জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে। কোচ ছোট ছোট বিষয় এবং বেসিকের উপর জোর দিয়েছেন। আরও সহজ করে বলা যায়, আমরা যেখান থেকে ক্রিকেট শুরু করেছিলাম, সেখানেই যেন ফিরে এসেছি। কিছু জিনিস আমরা ভুলে যাই। কোচ আমাদের সেই জিনিসগুলিই মনে করিয়ে দিচ্ছেন।’’ ছোট ছোট বিষয় বা বেসিক বলতে কী বোঝাতে চাইলেন নীতীশ? পাশাপাশি দলে যে তারকা ক্রিকেটাররা রয়েছেন, তাদের কীভাবে সামলাবেন কোচ? কেকেআর অধিনায়ক বলছেন, ‘‘ক্রিকেটের কিছু বেসিক বিষয়, সেটা হয়তো অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কোচ আমাদের সেগুলিই নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, হয়তো বোঝাতে সুবিধা হবে। যেমন- কোচের কাছে শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্র্যাক্টিসে কেউ দেরী করে আসতে পারবে না। বিদেশি প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কেন না, টাইম জোন মেলে না। ফলে বডি ক্লকে এখানকার সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সমস্যা হয়। সেই বিষয়টাতে স্যার নজর দিয়েছেন। টিম বাস কখন ছাড়বে, প্লেয়াররা সেই টাইমের মধ্যে পৌঁছচ্ছে কীনা, সেটাও নজরে রাখছেন। এগুলো হয়তো খুবই ছোট বিষয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। মরসুম শেষে এর গুরুত্বটা হয়তো ধরা পড়বে।’’ টসের ভূমিকা কতটা, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ে কী পরিকল্পনা? নীতীশ বলছেন, ‘‘সকলের জন্যই এটা নতুন নিয়ম। সেটা এমএস ভাই (মহেন্দ্র সিং ধোনি) হোক বা অন্য কেউ। প্রত্যেকের কাছেই বিষয়টা নতুন। যে যত আগে বিষয়টা বুঝতে পারবে, ততটাই ভালো। আমাদেরও কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। ম্যাচের সময়ই বুঝতে পারবেন।’’ আরও যোগ করলেন, ‘‘মরসুমের প্রথম ম্যাচ। অনেক কিছুই হতে পারে। আমাদের পরিকল্পনা সফল হতে পারে, আবার ব্যর্থও। তবে এটা ম্যারাথন টুর্নামেন্ট। ১৪টা ম্যাচ কম কথা নয়। শেখার অনেক কিছুই রয়েছি। স্ট্র্যাটেজি তো আমরা এখানে আলোচনা করতে পারব না, তবে আমরা প্রস্তুত।’’ শ্রেয়সের চোট কতটা ধাক্কা? নীতীশের কথায়, ‘‘প্রতি দলেই চোট রয়েছে। শেষ মুহূর্তে শ্রেয়সের চোট আমাদের কাছে বিরাট ধাক্কা। ক্যাপ্টেন এবং দলের মেইন প্লেয়ার শ্রেয়স। তবে আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত। যারা আছে, তাদের নিয়েই পরিকল্পনা গড়ছি। লড়তে হবেই।’’

বুমরার বদলি ঘোষণা, পন্থের বিকল্পে সিলমোহর

মুম্বই, ৩১ মার্চঃ আজ, শুক্রবার হয়ে গেল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৬তম সংস্করণের বোধন। বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারদের এ বারের আইপিএলে দেখা যাবে না। তাঁর মধ্যে রয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তারকা ক্রিকেটার জসপ্রীত বুমরা। আগেই জানা গিয়েছিল এ বারের আইপিএলে বুমরাকে পাবে না রোহিতরা। এ বারের আইপিএলের জন্য অবশেষে জসপ্রীত বুমরার বদলির নাম অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হল। পাশাপাশি গত বছরের শেষে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত হওয়া ঋষভ পন্থকে এ বার পাবে না দিল্লি ক্যাপিটালস। তাঁর বদলিও ঘোষণা করা হয়েছে। আইপিএল-২০২৩ এর উদ্বোধনের দিন জানানো হল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে জসপ্রীত বুমরার বদলি হিসেবে নেওয়া হল সন্দীপ ওয়ারিয়রকে। আর দিল্লি ক্যাপিটালসে ঋষভ পন্থের বদলি হিসেবে নেওয়া হল অভিষেক পোড়েলকে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই মারফত আগেই জানা গিয়েছিল, দিল্লি ক্যাপিটালসে ঋষভ পন্থের বদলি হিসেবে নেওয়া হবে বাংলার বছর ২০-র অভিষেক পোড়েলকে। এ বার সেই খবরেই সিলমোহর পড়ল। এ বারের আইপিএলে দিল্লির হয়ে উইকেটের পেছনে গ্লাভস হাতে দেখা যাবে অভিষেককে। বাংলার এই উইকেটকিপার-ব্যাটার ১৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলেছেন। ৩টি লিস্ট এ এবং বাংলার হয়ে বেশ কয়েকটি টি-২০ ম্যাচে খেলেছেন। ২০ লক্ষ টাকায় দিল্লি নিয়েছে অভিষেককে।

বিরাট-রোহিত দূরের গ্রহ! অর্শদীপ-শার্দূলের কাছে ১০ গোল খেলেন বাবর

মুম্বই, ৩১ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অন্যতম ধনী বোর্ড। বিশ্ব ক্রিকেটের বিগ থ্রি ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে রয়েছে বিসিসিআই। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেও দেদার অর্থ খরচ করা হয়। এ দেশের ক্রিকেটারদের বেতনও উচ্চমানের। অন্যান্য দেশের ক্রিকেটারদের চেয়ে অনেক বেশি বেতনই পান বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। প্রতিবেশী পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বেতনভুক্ত ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করল। তাতে দেখা গেল, পাক অধিনায়ক বাবর আজমের চেয়ে ১২ গুণ বেশি বেতন পাচ্ছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। সম্প্রতি বার্ষিক বেতনভুক্ত ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। এ ক্যাটেগরিতে আছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরা আর রবীন্দ্র জাডেজা। এই ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের বার্ষিক বেতন ৭ কোটি টাকা। এ ক্যাটেগরিতে আছেন ৫ ক্রিকেটার। পাক ক্রিকেট বোর্ডের সর্বোচ্চ ক্যাটেগরিতে আছেন বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহীন অফ্রিদি, ইমাম উল হক আর হাসান আলি। এই ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের বার্ষিক বেতন ভারতীয় মুদ্রায় ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বিসিসিআইয়ের নতুন চুক্তি অনুযায়ী, বাবর আজমদের চেয়ে ১২ গুণের বেশি অর্থ রোজগার করছেন রোহিত, বিরাটরা। এমনকি বোর্ডের সবচেয়ে নীচের ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের বেতনও বাবর, শাহীন আফ্রিদি রিজওয়ানদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। ভারতের এ ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের বার্ষিক বেতন ৫ কোটি টাকা। সেই তালিকায় আছেন হার্দিক পান্ডিয়া, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মহম্মদ সামি, ঋষভ পন্থ, অক্ষর প্যাটেল। বি ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের বার্ষিক বেতন ৩ কোটি থাকা। সেই তালিকায় আছেন চেতেশ্বর পূজারা, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, মহম্মদ সিরাজ, সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিল। সি ক্যাটেগরিতে আছেন ১১ ক্রিকেটার। তাঁদের বার্ষিক বেতন ১ কোটি টাকা। সেই তালিকায় আছেন ঈশান কিশান, শিখর ধাওয়ান, অর্শদীপ সিং, সঞ্জু স্যামসন, যুজবেন্দ্র চাহাল, শার্দূল ঠাকুররা। যে সমস্ত ক্রিকেটাররা তিন ফরম্যাটে নিয়মিত, তাঁরাই রয়েছেন বোর্ডের বেতনভুক্ত ক্রিকেটারদের তালিকায়।

ইডেনের দর্শকরাই অক্সিজেন কেকেআরের! নাইটদের সুদিন ফিরবে আশাবাদী নারিন

চন্ডিগড়, ৩১ মার্চঃ আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল স্পিনার তিনি। সচিন থেকে শুরু করে রাহুল দ্রাবিড়-তার বলে সমস্যায় পড়েননি এমন ব্যাটসম্যান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মাঝে তাকে ওপেনিং ব্যাটসম্যান বানাতে গিয়ে নিজেদের সমস্যা ডেকে এনেছিল কেকেআর। তবে এখন সেসব অতীত। এই কেকেআর দলে ক্যারিবিয়ান তারকা সুনীল নারিনের আসল কাজ উইকেট নেওয়া। যতটা সম্ভব বিপক্ষ ব্যাটিং লাইনকে অল্প রানে আটকে রাখা। বুধবার দুপুরেই কলকাতা থেকে চন্ডিগড় পৌঁছেছে নাইট শিবির। বৃহস্পতি ও শুক্রবার অনুশীলন করে চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের দল। শনিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে নামবে শাহরুখ খানের দল। অনুশীলন ম্যাচে কেকেআরকে ভরসা জাগিয়েছেন রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তীরা। তবে আন্দ্রে রাসেলের ফর্ম নিয়ে চিন্তায় নাইট শিবির। প্রস্তুতি ম্যাচে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি ক্যারিবিয়ান সুপারস্টার। শিখর ধাওয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত না করলেও টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, প্রথম ম্যাচ থেকেই নারিনকে খেলানো হবে। নারিন জানিয়ে দিয়েছেন ইডেনের দর্শকরাই কেকেআরের শক্তি। তাদেরকেই দ্বাদশ ব্যক্তির কাজ করতে হবে। আর নতুন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে দেখে খুশি নারিন। কোচের প্ল্যান এবং লক্ষ্য কী সেটা বুঝে নিয়েছেন রহস্য স্পিনার। স্পষ্ট জানাচ্ছেন এবারের দলে ভারসাম্য বেশি। যথেষ্ট গভীরতা আছে। নতুন বিদেশিরা প্রত্যেকেই ভাল। রিংকু সিং যেভাবে উন্নতি করেছেন খুশি নারিন। তার বোলিং পার্টনার হিসেবে বরুণ চক্রবর্তী এবং নবাগত সুয়াস শর্মাকে দেখে ভাল লেগেছে নারিনের। সেই ২০১৪ সালে দ্বিতীয় এবং শেষবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। তারপর থেকে আট বছর কেটে গেছে। প্রতিবার খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। বেশ কয়েকবার পারফরমেন্স বলার মতো ছিল না। ক্যারিবিয়ান স্পিনার অবশ্য আশাবাদী এবার কেকেআরের ভাগ্যের চাকা ঘুরবে। তার দেশের পার্টনার আন্দ্রে রাসেল সঠিক সময় জ্বলে উঠবেন নিশ্চিত সুনীল।

বিরাট চিন্তা আরসিবির, হ্যাজেলউড নেই অর্ধেক আইপিএলেই

ব্যাঙ্গালোর, ৩১ মার্চঃ চোট-আঘাত পিছু ছাড়ছে না কোনও দলকেই। আইপিএল শুরুর আগে থেকেই চোটে জর্জরিত কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস। ১৬তম আইপিএলের উদ্বোধনের দিন এ বার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর শিবিরে এল দুঃসংবাদ। টানা সাতটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না দলের তারকা পেসার জস হ্যাজেলউড। অর্থাৎ অর্ধেক আইপিএলেই পাওয়া যাবে না হ্যাজেলউডকে। তাঁর অ্যাকিলিসের চোট রয়েছে। যে কারণে প্রথমদিকের অন্তত ৭টি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। ৩২ বছরের অস্ট্রেলিয়ান জোরে বোলার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে চোট পেয়েছিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট এবং সীমিত ওভারের সিরিজে খেলতে পারেননি। ১৬তম আইপিএলে অভিযানও পিছিয়ে দিল চোট। গত ফেব্রুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়া টিমের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছিলেন হ্যাজেলউড। তবে পুরোপুরি ফিট ছিলেন না তিনি। চোট না সারায় বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে মাঠে নামতে পারেননি এবং অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান। টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও তাঁর খেলায় বাধা হল চোট। ৩২ বছরের অজি ক্রিকেটার আরসিবির সদস্য। রয়্যালদের হয়ে ৭টি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তা নিজেই জানিয়েছেন হ্যাজেলউড। এক অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘‘সবকিছু প্ল্যানমাফিক হলে ১৪ এপ্রিলের মধ্যে ভারতে পৌঁছে যাব। আগামী সপ্তাহটা কেমন কাটছে তার উপর সবটাই নির্ভর করছে। এখনও বোলিং করার জন্য পুরোপুরি তৈরি নই। ১৪ এপ্রিল আরসিবি শিবিরে যোগ দেওয়ার সপ্তাহখানেক পর হয়তো নিজের স্কিল নিয়ে কাজ শুরু করব। তারপর মাঠে ফিরতে পারি।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘টি-২০ ক্রিকেটে বেশি ওয়ার্কলোড নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু রান আপ করে দ্রুত গতিতে বল ডেলিভারি করতে হবে। টেস্ট এবং ওডিআই ফরম্যাট অনেক আলাদা। এখানে মাত্র ২০ ওভার নিজের সর্বশক্তি দিয়ে বল করতে হয়। আমি কিছুদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে যাব।’’

ব্যর্থতা ভোলাতে দলগঠনের কাজে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ মঙ্গলবারের বৈঠকের পর তিনদিন গড়িয়ে গিয়েছে। কোচ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়নি ইস্টবেঙ্গলে। তালিকায় থাকা কোচেদের সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন কর্তারা। প্রথম পছন্দ সের্জিও লোবেরা সময় চেয়েছেন। সে দিকে তাকিয়ে আছে ক্লাব, ইনভেস্টর কর্তারা। দৌড়ে থাকা অ্যান্তোনিও হাবাস এখন কিছুটা পিছিয়ে। কার্লোস কুয়াদ্রাতও কোচের দৌড়ে আছেন। তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। সামনের সপ্তাহ অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। আশা করা যায়, কোচ নিয়োগের ছবি সামনের সপ্তাহে কিছুটা হলেও পরিষ্কার হবে। এই মুহূর্তে চিনের ক্লাবে কোচিং করান লোবেরা। সিটি গ্রুপের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাব তিনি অবশ্যই ভেবে দেখছেন। আইএসএলের আরও দুটো ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে তাঁর কাছে। সিটি গ্রুপের সঙ্গে টার্মিনেশন ক্লজ কী আছে, সেটা দেখেই ভারতে ফিরতে চান লোবেরা। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে নেই। লোবেরাকে আনতে তাঁরাও অল আউট ঝাঁপিয়েছে। দ্বিতীয় পছন্দ কার্লোস কুয়াদ্রাত। বেঙ্গালুরু এফসিকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। এই মুহূর্তে ডেনমার্কের একটি ক্লাবের সহকারী কোচ। অপর স্প্যানিশ কোচ অ্যান্তোনিও হাবাস এই মুহূর্তে ফাঁকা রয়েছেন। লোবেরা, কুয়াদ্রাত হাতছাড়া হলে সেক্ষেত্রে হাবাসকেই কোচ করতে পারে ইস্টবেঙ্গল। ভালো দল গড়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই এক বার বোর্ড মিটিং আর দু’বার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে। বিনিয়োগকারী সংস্থার দুই কর্তার সঙ্গে দু’বারই দীর্ঘ বৈঠক করেছেন ক্লাব কর্তারা। ইমামি কর্তা দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এখন শহরের বাইরে। ক্লাবের সঙ্গে তাই ইনভেস্টর কর্তাদের সামনাসামনি বৈঠক না হলেও, ফোনে নিয়মিত কথা চলছে। গত বার একেবারে শেষ বেলায় ইমামির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল গাঁটছড়া বাঁধায় ভালো মানের কোচ বা ফুটবলার নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। এ বার হাতে সময় রয়েছে। তাই এখন থেকেই ভালো দল গড়ার কাজে নেমে পড়েছে ক্লাব, ইনভেস্টর। বাজেট অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর। ক্লাবও চেষ্টা চালাচ্ছে ভালো কো-স্পনসর এনে বাজেট ধরে রাখতে। কোচ নিয়োগের পরই বিদেশি প্লেয়ার রিক্রুটের কাজে হাত লাগাবে ইস্টবেঙ্গল। বেশ কিছু দেশিয় ফুটবলারকে সামনের মরসুমে ছিনিয়ে আনতে তৈরি ইস্টবেঙ্গল। তবে পছন্দের তালিকায় থাকা অধিকাংশ ফুটবলারই পুরনো ক্লাবের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে রয়েছে। ট্রান্সফার ফি দিতেও রাজি ইস্টবেঙ্গল। তবে পুরনো ক্লাব সেই ফুটবলারদের ছাড়বে কিনা সেটাও ফ্যাক্টর। এক কর্তা বললেন, ‘‘আমরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। সন্তর্পণে এগোচ্ছি। টার্গেটে থাকা বেশ কয়েকজন দেশিয় ফুটবলারদের সঙ্গে কথা হয়েছে। সামনেই সুপার কাপ রয়েছে। সেই ফুটবলাররাও চাইছে না খবর প্রকাশ্যে আসুক। সময় মতোই আমরা সব জানাব। সমর্থকদের আশ্বস্ত করে বলতে পারি, অন্যান্য বারের তুলনায় ভালো দল তৈরি করব।’’ আইএসএল চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের কোনও ফুটবলারকে কি টার্গেট করেছে ইস্টবেঙ্গল? প্রশ্ন শুনে ওই কর্তার জবাব, ‘‘আমরা ভালো ফুটবলারদের টার্গেট করেছি। কোনও বিশেষ দল নয়।’’ সিনিয়র টিমের পারফরম্যান্স আহামরি না হলেও, ডেভেলপমেন্ট লিগে ইয়ুথ টিম ভালোই পারফর্ম করছে। রিজার্ভ টিমের বেশ কয়েকজনকে ধরে রাখতেও সচেষ্ট ইস্টবেঙ্গল। বিনো জর্জের দলের বেশ কয়েকজনকে টার্গেট করেছে আইএসএলের ক্লাবগুলো। তাই অন্যান্য দলের ঘর ভাঙার পাশাপাশি, নিজেদের ঘর আগলে রাখতেও তৈরি ইস্টবেঙ্গল।

৭১ কোটি টাকার গাড়িতে মাদ্রিদের রাস্তায় রোনাল্ডো

মাদ্রিদ, ৩১ মার্চঃ মাদ্রিদের রাস্তায় দেখা গেল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। আবারও কি পুরনো ক্লাবে ফিরছেন সিআর সেভেন? নতুন করে শুরু হল জল্পনা। সৌদি আরবের ক্লাবে আল নাসেরের হয়ে এখন খেলেন সিআর সেভেন। যদিও তাঁর সময়টা সে রকম ভালো যাচ্ছে না। ক্লাব পর্যায়ে খেলতে গিয়েও বিদ্রুপের সম্মুখীন হচ্ছেন রোনাল্ডো। ২ বছরের চুক্তিতে সৌদি আরবের ক্লাবে সই করেন সিআর সেভেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ হওয়ার পরই মরুদেশে পাড়ি দেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ক্লাব পর্যায়ের মাঝেই দেশের হয়ে খেলতে নামেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। নতুন কোচ রবার্তো মার্টিনেজের কোচিংয়ে বেশ ভালোই পারফর্ম করেন রোনাল্ডো। শুরু থেকেই জায়গা পান এগারো জনের দলে। প্রাক্তন কোচের সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, মার্টিনেজ আসার পর সেই দূরত্ব অনেকটাই ঘুচে গিয়েছে। জাতীয় দলের জার্সিতে খেলতে নেমে রেকর্ডও করেছেন রোনাল্ডো। পরপর দুটো ম্যাচেই জোড়া গোল করেছেন সিআর সেভেন। সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ডও এখন তাঁর ঝুলিতে। ভেঙে দিয়েছেন সমস্ত নজির। জাতীয় দলের হয়ে রোনাল্ডোর নামের পাশে এখন গোলসংখ্যা ১২২। মাদ্রিদে বান্ধবী জর্জিনা রডরিগেজের সঙ্গে দেখা গেল রোনাল্ডোকে। এক রেস্তোরাঁ থেকে বেরনোর সময় ভক্তরা ঘিরে ধরেন সিআর সেভেনকে। এরপরই এক বিলাসবহুল গাড়িতে চড়তে দেখা যায় রোনাল্ডোকে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে রেস্তোরাঁ ছাড়েন সিআর সেভেন। নামী মডেল বুগাত্তি চেন্তোদিয়াচি গাড়িতে রেস্তোরাঁ ছাড়েন রোনাল্ডো। সেই গাড়ির দাম ৮ মিলিয়ন ইউরো। ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম ৭১ কোটি টাকা। ফ্রান্সের এই বিলাসবহুল গাড়িটি কয়েকটা মাত্র এডিশনই বার করেছে। তার মধ্যে একটি রয়েছে রোনাল্ডোর কাছে। ফরাসি সংস্থাটির ১১০তম বর্ষপূর্তিতে এই মডেলটি প্রকাশ করা হয়। গত বছর ডিসেম্বরেও এই রেস্তোরাঁতে দেখা গিয়েছিল রোনাল্ডো আর তাঁর বান্ধবী জর্জিনাকে। তবে সে বার রোলস রয়েস গাড়িতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে রোনাল্ডোকে সেই গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর বান্ধবী।

কন্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এক আর্জেন্টাইন ও এক ব্রাজিলিয়ান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টটেনহামের সদ্য প্রাক্তন কোচ আন্তোনিও কন্তের বিরুদ্ধে ‘বিদ্রোহ’ করেছিলেন এক আর্জেন্টাইন ও এক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। আর সেই দুই ফুটবলার হচ্ছেন ক্রিস্টিয়ান রোমেরো ও রিচার্লিসন। দুই লাতিন আমেরিকান খেলোয়াড়দের নিয়ে এমন ‘বিস্ফোরক তথ্য’ জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার সাংবাদিক গাস্তন এদুল। তিনি আর্জেন্টাইন টিভি চ্যানেল টিওয়াইসি স্পোর্টসে কাজ করেন। লাতিন আমেরিকান ফুটবলের পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খেলোয়াড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংবাদকর্মী হিসেবে পরিচিত তিনি। টিওয়াইসি স্পোর্টসে এদুলের বিস্ফোরক মন্তব্যটি নিয়ে অবশ্য বেজায় চটেছেন রিচার্লিসন। ২৫ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড কন্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দীর্ঘ টুইট বার্তায় টটেনহামের ব্রাজিলিয়ান তারকা লিখেছেন, ‘আমি বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলাম না। ব্যাপারটা বরং উল্টো ছিল। আমি দুঃখিত যে তিনি (কন্তে) আমার কাছে যা চেয়েছেন, সেটি আমি দিতে পারিনি। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছি।’ ১৬ মাস দায়িত্বে থাকার পর গত রবিবার টটেনহামের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতায় পদত্যাগ করেন কন্তে। এর এক সপ্তাহ আগে টটেনহাম খেলোয়াড়দের ‘স্বার্থপর’ উল্লেখ করে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন কন্তে। গতকাল টিওয়াইসি স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে এদুল জানান, কিছু ফুটবলার কন্তের প্রকাশ্য সমালোচনা একদমই হজম করতে পারেননি, ‘‘কন্তে কোচের পদে থেকে গেলে রোমেরো টটেনহামে থাকবেন কি না, তা চিন্তা করছিলেন। আমি যত দূর জানি, রিচার্লিসনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। কারণ, ওদের সঙ্গে তিনি খুবই খারাপ আচরণ করতেন। শুধু মুখোমুখি বা ব্যক্তিগত পরিসরেই নয়, জনসমক্ষেও।’’ এদুল আরও বলেন, ‘‘কন্তে দায়িত্ব চালিয়ে গেলে কিছু খেলোয়াড় না থাকার আলটিমেটামও দিয়েছিলেন। এরপরই টটেনহামের চেহারা বদলে গেছে।’’ কন্তের কারণে কিছু খেলোয়াড়ের আলটিমেটামের বিষয়টি টটেনহাম-সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। নাম সামনে আসায় বিরূপ মন্তব্যের শিকার হচ্ছেন রোমেরো, রিচার্লিসনরা। এ বিষয়ে আর্জেমটোইন ডিফেন্ডার রোমেরো এখনো কিছু বলেননি। তবে রিচার্লিসন নিজের অবস্থান জানান দিয়ে বিদ্রোহের খবরকে মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন, ‘‘একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সমালোচনা করা ফুটবলেরই অংশ। কিন্তু আমার বিষয়ে মিথ্যা বললে সেটি মানব না। কন্তেসহ সব কোচকে সব সময়ই সম্মান করে এসেছি আমি। তিনি আমার টটেনহাম ক্যারিয়ারে প্রচুর সহযোগিতা করেছেন।’’

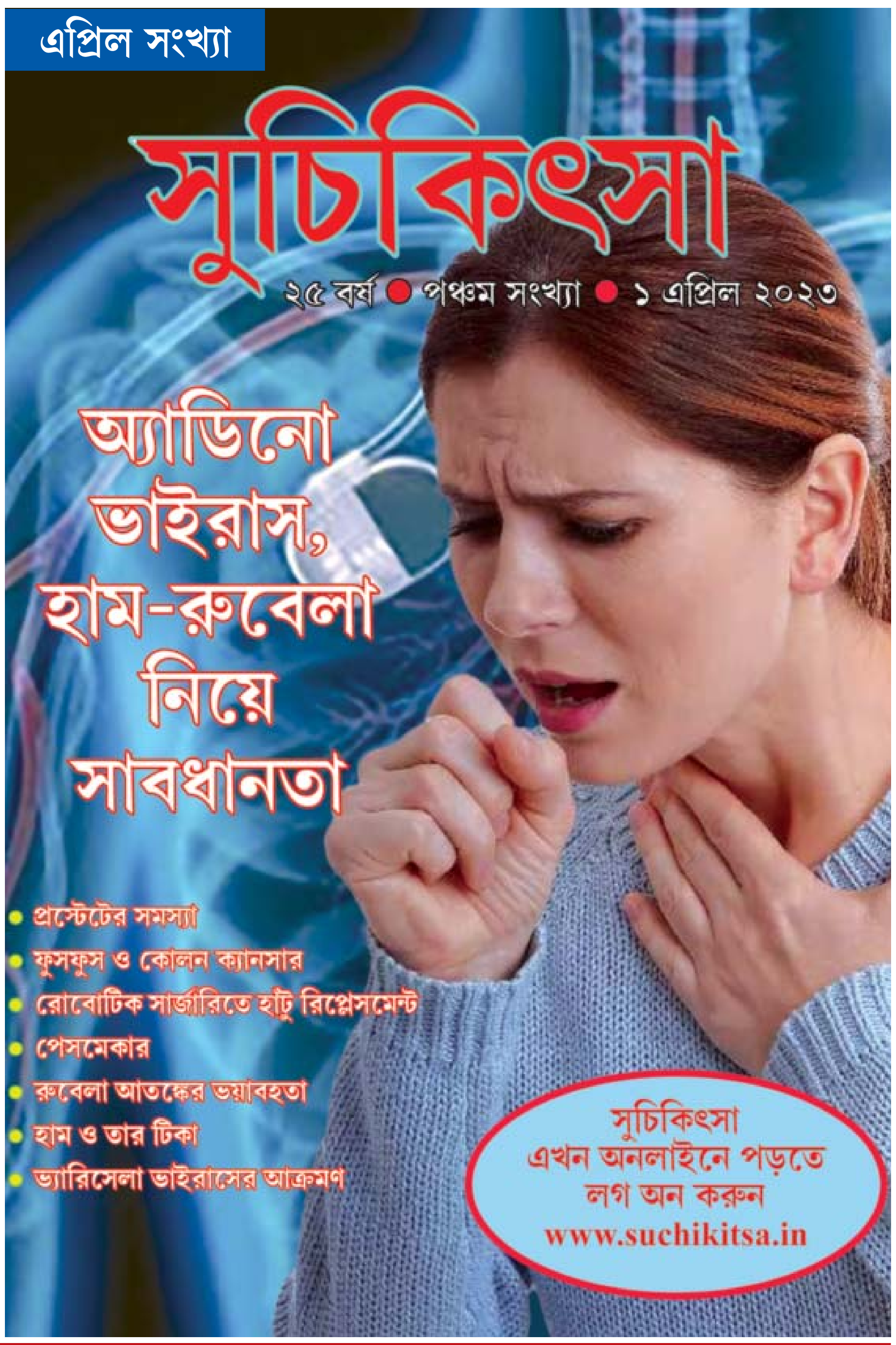

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501